নিউমারোলজি

সংখ্যা

মহাজাতক

সৌভাগ্যের চাবিকাঠি

১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯

বন্ধু ও সহধর্মিণী
নাহার-কে

মহাজাতক শহীদ আল বোখারী

বরেণ্য ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহাজাতক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যু, মহাশূন্যযান চ্যালেঞ্জারের দূর্ঘটনা, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা, পুনর্নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভরাডুবিসহ অসংখ্য নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অনন্য মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন।

জ্যোতিষ বিজ্ঞান, যোগ, মেডিটেশন, প্রাকৃতিক নিরাময় তথা অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় রয়েছে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এই বিষয়গুলোর উপর তিনি লিখে আসছেন গত দুই যুগ ধরে। দৈনিক ইত্তেফাকে নিয়মিত রাশিফল ও বর্ষশুরুতের ভবিষ্যদ্বাণী লীখে আষছেন ১৯৭৭ সাল থেকে।

শহীদ আল বোখারী কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিক হিসেবে। সাইকিক কনসালটেন্ট হিসেবে সার্বক্ষনিক কাজ শুরু করার আগে তিনি ছিলেন দেশের প্রাচীনতম দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদক। ১৯৮৩ সাল থেকে জ্যোতিষ বিজ্ঞান পাশাপাশি যোগ ও মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে স্থাপন করেন যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র। পরে এই প্রচেষ্টাকে আরও সংহত করার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেন যোগ ফাউন্ডেশন। তিনি মেডিটেশন ও মননিয়ন্ত্রনের সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি "কোয়ান্টাম মেথড"-এর উদ্ভাবক ও সফল প্রশিক্ষক।

"সংখ্যা : সৌভাগ্যের চাবিকাঠি" বাংলাভাষায় নিউমারোলজির উপর প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ্।

নিউমারোলজি

সংখ্যা : সৌভাগ্যের চাবিকাঠি

মহাজাতক

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
প্রজাপ্রতি প্রকাশন: ১৯৯৩
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহীউদ্দীন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
যোগাযোগ
প্রজাপ্রতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবা্ইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপ্রতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
NUMEROLOGY
SHANGKHYA: SHOUVAGYER CHABIKATHI
By: Mahajataq
ISBN-984-462-802-4
মূল্য: একশত পঁয়ষট্টি টাকা

সূচীপত্র

সৌভাগ্যের চাবিকাঠি

গণিতে স্লাইড রুল যেমন কার্যকরী, ভাগ্যনির্মাণে সংখ্যা জ্যোতিষও তেমনি ফলপ্রসূ। গাণিতিক হিসাব যেমন স্লাইড রুল দ্বারা সহজে সম্পন্ন করা যায়, তেমনি সহজে সংখ্যা জ্যোতিষ বা নিউমারোলজির প্রয়োগের মাধ্যমে ভাগ্যের হিসাবনিকাশ করা যায়। আপাত নিরীহ সংখ্যার প্রয়োগ করে নিজেকে যেমন জানা যায়, তেমনি জানা যায় পরিচিতদের। বাধা ও প্রতিকূলতা যেমন কমিয়ে আনা যায়, তেমনি সংখ্যা প্রয়োগ করে সাফল্য আর সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যায়। পরিকল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে সংখ্যাকেই ব্যবহার করা যায় সৌভাগ্যের চাবিকাঠি রূপে।

সৌভাগ্যের স্বর্ণদ্বার উন্মোচনে সংখ্যার প্রয়োগ খুবই সহজ। এই সহজ প্রয়োগযোগ্যতার ফলেই জ্যোতিষ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চেয়ে সংখ্যা জ্যোতিষ বা নিউমারোলজি বেশি জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সংখ্যা জ্যোতিষের আলোকে প্রত্যেকের রয়েছে তিনটি সংখ্যা। জন্মসংখ্যা, কর্মসংখ্যা ও নামসংখ্যা। জন্মসংখ্যা নির্দেশ করে চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও ঝোঁক-প্রবণতা, স্বাভাবিক শুভাশুভ। কর্মসংখ্যা নির্দেশ করে পেশা ও কর্ম। তাই জন্ম ও কর্মসংখ্যার সমন্বিত প্রয়োগ জীবনকে করে তোলে বর্ণাঢ্য ও গতিময়। জন্মসংখ্যা ও কর্মসংখ্যা অধ্যায়ে এ ব্যাপারে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা।

সংখ্যা জ্যোতিষের এক অপার বিস্ময় ট্যারট কার্ড। ট্যারট কার্ড বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যায় প্রতিটি নামের নিগূঢ় ইঙ্গিত। নামের প্রতিটি যৌগিক সংখ্যা, মৌলিক সংখ্যা ও নামসংখ্যার মাঝেই সুপ্ত রয়েছে অমোঘ নিয়তি। এই অমোঘ নিয়তিকে বুঝতে পারলেই নিয়তিকে অতিক্রম করা সহজ হবে সবার জন্যে।

জীবনে নামের এই গুরুত্বের কারণেই হযরত মুহাম্মদ (স) একটি সুন্দর নাম রাখাকে সন্তানের প্রতি পিতামাতার চারটি ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু সন্তানের জন্যে একটি সুন্দর নাম রাখতেও ব্যর্থ হয়েছেন বহু অভিভাবক। আর যারা সুন্দর নাম রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই আবার ব্যর্থ হয়েছেন সে-নামের ব্যবহারিক প্রয়োগে। অর্থাৎ সুন্দর ভালো নাম রেখেছেন ঠিকই, তবে সন্তানকে ডাকার সময় ডাকেন অর্থহীন ডাকনামে। যেমন, ভালো নাম হয়তো মহিউদ্দীন আহমেদ কিন্তু ডাকেন পল্টু বা বল্টু নামে। ভালো নাম হাকিম শাহরিয়ার, ডাকেন চিংকু বা টিংকু নামে। অথবা ফারহানা শামসকে ডাকেন ফারু, গুঁজিবুড়ি, পিতু, নিতু, টিনি, নিনি নামে। এই অর্থহীন ডাকনামের অশুভ স্পন্দন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ করে দিতে পারে সন্তানের জীবনকে। তাই নাম একটাই হওয়া উচিত। ভালো নামের প্রথম বা শেষ অংশ ব্যবহার করা উচিত ডাকনাম রূপে। নামের অশুভ প্রভাব দূর করে নামসংখ্যাকে জন্মসংখ্যা বা কর্মসংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করার পথনির্দেশনা রয়েছে নাম নিয়তির লিখন ও ট্যারট কার্ড অধ্যায়ে।

জন্ম, কর্ম ও নামসংখ্যার মধ্যে সাযুজ্য সৃষ্টি হলেই সংখ্যার অন্তর্নিহিত ফলপ্রসূ স্পন্দন উপলব্ধি করা সম্ভব। সংখ্যার এই অন্তর্নিহিত স্পন্দনকে কর্ম, পেশা, প্রেম, বিয়ে, বন্ধুত্ব, অর্থ, স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন কাজে প্রয়োগ করতে পারলেই জীবনে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব ছন্দ। এই ছন্দ একের পর এক সাফল্যের ছন্দ। এই ছন্দের তালে তালে যে-কেউ পৌঁছে যেতে পারেন সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে।

পটভূমি

গাণিতিক হিসাব ছাড়াও সংখ্যার আরেকটি প্রয়োগ রয়েছে। সংখ্যার গাণিতিক গুরুত্ব ছাড়াও রয়েছে আরেকটি গুরুত্ব। সাধারণ অর্থের বাইরেও সংখ্যার রয়েছে আরেকটি অর্থ। এ অর্থ অত্যন্ত রহস্যময়। সংখ্যার এই নিগূঢ় রহস্যের উপলব্ধি থেকেই সংখ্যা জ্যোতিষ বা নিউমারোলজির জন্ম। অকাল্ট সায়েন্সের অন্যান্য শাখার ন্যায় সংখ্যা জ্যোতিষের উৎসও বিস্মৃতির অতলে অপসৃত। তবে মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় সংখ্যা জ্যোতিষ চর্চার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ব্যাবিলনের ক্যালডিনরাই সংখ্যা জ্যোতিষের উদ্ভাবক। তারাই প্রথম সংখ্যার নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করেন। তারাই সময় ও মানবজীবনে সংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে আবিষ্কার করেন সংখ্যাকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক আইন। তাদের কাছ থেকেই সংখ্যা জ্যোতিষের জ্ঞানলাভ করেন গ্রিক, হিব্রু ও ভারতীয় পন্ডিতরা। সংখ্যা নিয়ে অবশ্য রয়েছে অদ্ভুত সব ধাঁধা ও রহস্য। নিচের যোগ অঙ্ক দুটো দেখুন। প্রথম যোগ অঙ্কটির সংখ্যা উল্টিয়ে লিখে যোগ করলে সেগুলোর যোগফল একই।

১.	উল্টিয়ে লিখে
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯	৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮	৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭	৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬	৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১
১ ২ ৩ ৪ ৫	৫ ৪ ৩ ২ ১
১ ২ ৩ ৪	৪ ৩ ২ ১
১ ২ ৩	৩ ২ ১
১ ২	২ ১
১	১
১, ০৮, ৩৬, ৭৬, ২৬৯	১, ০৮, ৩৬, ৭৬, ২৬৯

সংখ্যার গুণনের মধ্যেও আছে বিচিত্র রহস্য ও চমক।

১×১	= ১
১১×১১	= ১২১
১১১×১১১	= ১২,৩২১
১,১১১×১,১১১	= ১২৩৪৩২১
১১,১১১×১১,১১১	= ১২৩৪৫৪৩২১
---------------------------------	= --------------------------
১১,১১,১১,১১১×১১,১১,১১,১১১	= ১২৩৪৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩২১

২.

৭×৯= ৬৩

৭৭×৯৯ = ৭, ৬২৩

৭৭৭×৯৯৯ = ৭,৭৬,২২৩

৭,৭৭৭×৯,৯৯৯ = ৭৭৭৬২২২৩

৭৭,৭৭৭×৯৯,৯৯৯ = ৭৭৭৭৬২২২২৩

৩.

$$৯\times৯ = ৮১$$
$$৯৯\times৯৯ = ৯,৮০১$$
$$৯৯৯\times৯৯৯ = ৯,৯৮,০০১$$
$$৯,৯৯৯\times৯,৯৯৯ = ৯,৯৯,৮০,০০১$$
$$৯৯,৯৯৯\times৯৯,৯৯৯ = ৯,৯৯,৯৮,০০,০০১$$

৪.

$$৭\times৭ = ৪৯$$
$$৬৭\times৬৭ = ৪,৪৮৯$$
$$৬৬৭\times৬৬৭ = ৪,৪৪,৮৮৯$$
$$৬,৬৬৭\times৬,৬৬৭ = ৪,৪৪,৪৮,৮৮৯$$
$$৬৬,৬৬৭\times৬৬,৬৬৭ = ৪,৪৪,৪৪,৮৮,৮৮৯$$

দু-একটি সংখ্যা আছে রহস্যময়। ১,০৮৯ সংখ্যাটির কথাই ধরা যাক। ১,০৮৯-কে ৯ দিয়ে গুণ করে দেখুন, গুণফল এর উল্টো সংখ্যা অর্থাৎ ৯,৮০১ হবে। সংখ্যাটির মাঝখানে ক্রমান্বয়ে ৯ বসিয়ে ৯ দিয়ে গুণ করলেও আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি। কারণ ৯ দিয়ে যে সংখ্যাটিকে গুণ করছেন, গুণফল হবে ঠিক তার উল্টো সংখ্যাটি।

$$১০,৯৮৯\times৯ = ৯৮,৯০১$$
$$১,০৯,৯৮৯\times৯ = ৯,৮৯,৯০১$$
$$১০,৯৯,৯৮৯\times৯ = ৯৮,৯৯,৯০১$$
$$১,০৯,৯৯,৯৮৯\times৯ = ৯,৮৯,৯৯,৯০১$$

ত্রিভুজ/সংখ্যা
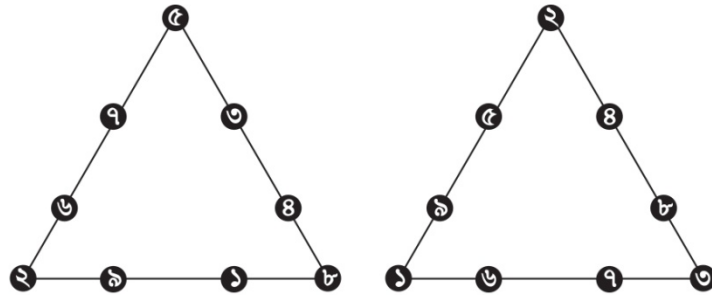
‘০’ ছাড়া বাকি ৯টি মৌলিক সংখ্যাকে ত্রিভুজাকারে সাজিয়েও আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। যেমন, উপরের প্রথম ত্রিভুজ সংখ্যার যে-কোনো বাহুর সংখ্যাগুলোর যোগফল ২০। আর দ্বিতীয় ত্রিভুজটির যে-কোনো বাহুর সংখ্যাগুলোর যোগফল ১৭।

তারকা সংখ্যা

নিচের তারকা সংখ্যাটি ১ থেকে ১২ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে গঠিত। তারকা সংখ্যাটিতে দুটো ত্রিভুজ যেন একটির ওপর আরেকটি স্থাপিত রয়েছে। ত্রিভুজ দুটির ছয়টি বাহুর প্রত্যেকটির সংখ্যাগুলো যোগ করুন। দেখবেন, আরো মজার বিষয় রয়ে গেছে তারকা সংখ্যাটিতে। প্রত্যেকটি কৌণিক বিন্দু নিয়ে ভেতরের দিকে যে ত্রিভুজগুলো আছে, রহস্য লক্ষ করা যাবে সেগুলোতেও।
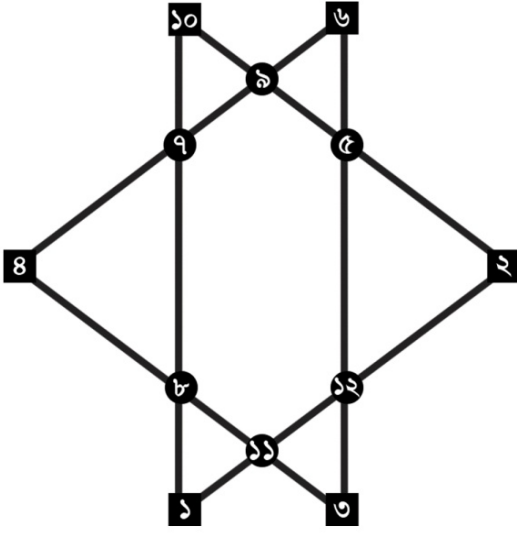
এসব ত্রিভুজে যে-কোনো একটির তিন শীর্ষবিন্দুরতিনটি সংখ্যার যোগফল ঠিক তার উল্টো ত্রিভুজটির তিন শীর্ষবিন্দুর সংখ্যাত্রয়ের যোগফলের সমান। যেমন : ১০, ৭, ৯ নিয়ে যে ত্রিভুজটি গড়ে উঠেছে তার সংখ্যা তিনটির যোগফল ২৬। এর ঠিক উল্টো দিকে আছে ৩, ১১, ১২ সংখ্যা নিয়ে গঠিত ত্রিভুজ। এগুলোর যোগফলও ২৬। তেমনি ৬, ৯ ও ৫ সংখ্যা তিনটি নিয়ে যে ত্রিভুজ তার উল্টো দিকের ত্রিভুজের কৌণিক সংখ্যা তিনটি আছে ১, ১১ ও ৮। উভয় ক্ষেত্রেই যোগফল ২০। সংখ্যা তারকাটিতে আরেকটি চমক রয়ে গেছে। প্রথমে আমরা দেখেছিলাম, ত্রিভুজ দুটোর যে কোনো একটি বাহুর সংখ্যাগুলোর যোগফল ২৬। ছয়টি কৌণিক বিন্দুর ছয়টি সংখ্যা যোগ করে দেখুন। এগুলোর যোগফলও ২৬।

চক্র সংখ্যা
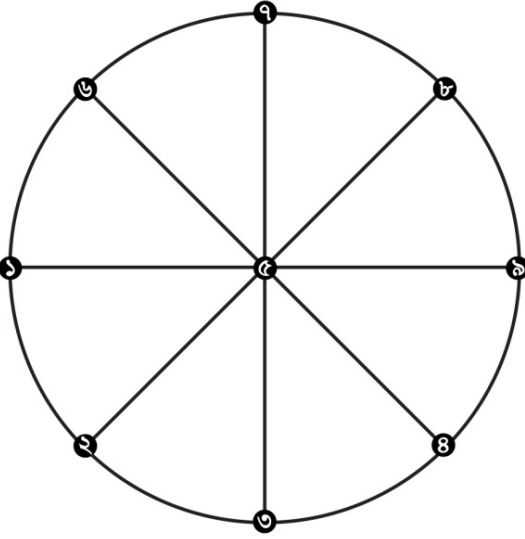
পাশের চক্র সংখ্যটি লক্ষ করুন। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো দিয়ে চক্রটি গঠিত হয়েছে। চক্র সংখ্যাটির যে-কোনো দিক থেকে শুরু করে ব্যাস বরাবর তিনটি সংখ্যা যোগ করে দেখুন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগফল ১৫। এ-তো গেল সংখ্যার বাইরের দিক, সংখ্যার সাধারণ প্রয়োগ, যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের খেলা। কিন্তু সংখ্যা জ্যোতিষ প্রবেশ করে সংখ্যার আরো গভীরে, যেখানে সংখ্যা সৃষ্টির স্পন্দন, সংখ্যা জীবনের নিয়ম। সংখ্যার মাঝে প্রাকৃতিক আইনের লুকিয়ে থাকা নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনই নিউমারোলজি বা সংখ্যা জ্যোতিষের লক্ষ্য।আধুনিক সংখ্যা জ্যোতিষের জনক হচ্ছেন গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস। তিনি বলেছেন, 'আমাদের পৃথিবী সংখ্যার শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত'। তার মতানুসারে 'সংখ্যাই সব'-'সব কিছুর মূলই সংখ্যা'।

এ তত্ত্বের বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে, সকল পদার্থের আকৃতি আছে, অতএব আকৃতিই পদার্থের স্বরূপ। আর সকল আকৃতিই সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা যায়। যেমন : ১+২+৩=৬। এই সংখ্যাটি একটি ত্রিভুজ নির্দেশ করে। আবার ৩×৪=১২। এই ১২ সংখ্যাটি একটি আয়তক্ষেত্র নির্দেশ করে। আবার ৪×৪=১৬। এই ১৬ সংখ্যাটি একটি বর্গ নির্দেশ করে।
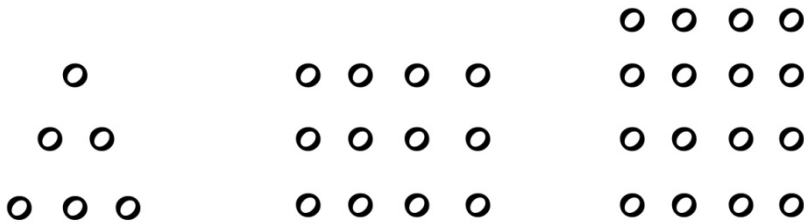
সংখ্যা ও আকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য এখানেই শেষ নয়। বর্গসংখ্যার সাথে বেজোড় সংখ্যা যোগ করলে পরবর্তী বর্গসংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন :

১+৩=৪, ৩ এর পরবর্তী বেজোড় সংখ্যা ৫।

৪+৫=৯, ৫ এর পরবর্তী বেজোড় সংখ্যা ৭।

৯+৭=১৬, ৭ এর পরবর্তী বেজোড় সংখ্যা ৯।

১৬+৯=২৫, ৯ এর পরবর্তী বেজোড় সংখ্যা ১১।

২৫+১১=৩৬ ইত্যাদি।

একইভাবে ঘন সংখ্যা, পিরামিড সংখ্যা সৃষ্টি হতে পারে।

মহান পিথাগোরাস শুধু বস্তুকেই নয়, বিমূর্ত সংগীত এবং সুরকেও সংখ্যায় রূপান্তরিত করেছেন। সংগীত রসিকরা চমকে উঠলেও প্রত্যেক সংগীতজ্ঞই জানেন, সুরের গ্রাম তারের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। আর বিভিন্ন সুরের গ্রামের পার্থক্য তারের দৈর্ঘ্যের সহজ অনুপাতে নির্ণীত হয়। বীণার তার যে-কোনো ধাতুর বা পদার্থের হতে পারে। যন্ত্রের তারগুলোর দৈর্ঘ্যের অনুপাত যতক্ষণ সহজ শুদ্ধ সংখ্যা হবে, ততক্ষণ সুরের কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। এককথায় বলা যায় সহজ অনুপাত ও বিশুদ্ধ সংখ্যাই সুর সৃষ্টি করে। সংখ্যা তাই অবিনশ্বর। সংখ্যা জ্যোতিষের তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীর সবকিছুকেই যেমন সংখ্যায় পরিণত করা যায়, তেমনি মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক আইনকেও সংখ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ নিয়ম অনুসারে আমাদের সৌরজগতের প্রত্যেক সদস্যের রয়েছে একটি সংখ্যা। যেমন :

সূর্য বা রবির	সংখ্যা	হচ্ছে	১
চাঁদের	”	”	২
বৃহস্পতির	”	”	৩
ইউরেনাসের	”	”	৪
বুধের	”	”	৫
শুক্রের	”	”	৬
নেপচুনের	”	”	৭
শনির	”	”	৮
মঙ্গলের	”	”	৯

সংখ্যা জ্যোতিষে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা। এগুলো একদিকে যেমন একেকটি গ্রহের প্রতিনিধিত্ব করছে, তেমনি এ সংখ্যাগুলো একেকজন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে। এই সংখ্যাগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির বেলায় সংখ্যা বিশ্লেষণে আদিকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে ট্যারট কার্ডের প্রতীকী ছবি। মৌলিক সংখ্যার পর রয়েছে যৌগিক সংখ্যা। প্রাথমিকভাবে যৌগিক সংখ্যা ৪৩টি। এ সংখ্যাগুলো বিশ্লেষণেও ট্যারট কার্ডে ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীকী ছবি। যৌগিক সংখ্যাগুলো প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তির অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর ন্যায় মানুষেরও রয়েছে একটি সংখ্যা। প্রত্যেক মানুষের একটি নির্দিষ্ট জন্মসময় ও মৃত্যুসময় রয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী দিন, ক্ষণ, ঘণ্টা ও বছরের মধ্যে রয়েছে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র। সংখ্যা জ্যোতিষের সূত্র অনুসারে জীবনের এই প্রতিটি যোগসূত্রের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ও স্থান রয়েছে। যোগসূত্রের মূল এই সংখ্যার রহস্য উপলব্ধির মাধ্যমেই প্রকৃতির নিয়মের সাথে আমরা ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারি। প্রতিটি মানুষের ন্যায় আপনার জীবনের প্রতিটি ঘটনার যোগসূত্রও সংখ্যা। আপনার জীবনের এই নিগূঢ় সংখ্যাটি বের করে আপনি কয়েকবার পরীক্ষা চালান। দেখবেন আপনার 'নিজের দিনে' একটি কাজ কত সহজে সম্পন্ন হচ্ছে। আপনি এই সহজ সত্য উপলব্ধি করে চমৎকৃত হবেন যে, আপনার শুভ সংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ তারিখে কত সহজে আপনার কাজ সম্পন্ন হয়। আপনি আরো দেখতে পাবেন যে, বছরে আপনার নিজের সংখ্যার অনুকূল মাসগুলোয় আপনি কত বেশি শক্তি ও

উদ্যমের অধিকারী হন। আপনি সবিস্ময়ে আরো লক্ষ করবেন যে, আপনার সংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন দিনগুলোই হচ্ছে আপনার সপ্তাহের খারাপ দিন।

আপনি লক্ষ করলে আরো দেখতে পাবেন যে, আপনার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির বেলায়ও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। বছরের একটি বিশেষ সময়ে আপনি শারীরিক অবসাদের সম্মুখীন হচ্ছেন। আবার বছরের একটি বিশেষ সময়ে আপনি চাঙ্গা ও প্রাণপ্রাচুর্য অনুভব করছেন।

প্রকৃতির এই নিয়ম পর্যবেক্ষণ করার পর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই খেয়ালখুশিমতো কাজ করতে আগ্রহী হবেন না। বরং সংখ্যা জ্যোতিষের নিয়ম অনুসারে তার শুভ দিনগুলোকেই তিনি বেছে নেবেন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে, যোগাযোগের জন্যে, নয়া চুক্তি সম্পাদনের জন্যে। এ নিয়ম অনুসরণ করে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারবেন, তার পেশাগত কাজ কত সহজ হয়ে এসেছে। কোনো বিপদ দেখা দিলেও তিনি তাকে আকস্মিক ঘটনা মনে করে ভীত ও দিশেহারা হয়ে যাবেন না। নির্দিষ্ট সময়ে তার মনে বিপদের আশঙ্কা দেখা দেবে। আর তাই তিনি সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলায় আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নেবেন। তিনি অল্প সময়েই বুঝতে পারবেন, সময়মতো কম পরিশ্রমে তিনি কত বেশি সাফল্যের অধিকারী হচ্ছেন।

সংখ্যা জ্যোতিষের নিয়ম পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অদ্ভুত ফল পেতে পারেন। প্রিয়জনের সাথে হঠাৎ মনোমালিন্যে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আপনি লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, আপনার সংখ্যার সাথে দিনটি সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। তাই অঘটন ঘটে গেছে। আপনি আপনার সংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ দিনের জন্য অপেক্ষা করুন। 'আপনার দিন'-এ আপনি তার কাছে যান। দেখবেন কত সহজে সব মিটমাট হয়ে গেছে। আপনার কোনো প্রস্তাবে তাকে সম্মত করতে চান? হঠাৎ করে প্রস্তাব করবেন না। 'আপনার দিন'-এর জন্য অপেক্ষা করুন। দিন এলে প্রস্তাব করুন। দেখবেন কত সহজে মতৈক্যে পৌঁছে যাচ্ছেন আপনারা। দেখবেন, কত মধুর ও ছন্দময় হয়ে উঠছে আপনার জীবন। তাছাড়া বন্ধুত্ব করার আগে মিলিয়ে নিন না, আপনার সংখ্যার সাথে তার সংখ্যা সাযুজ্যপূর্ণ কিনা!

আপনি পেশাগত কাজে কারো আনুকূল্য চাচ্ছেন? অথবা আপনি কোনো কাজ খুঁজছেন? অহেতুক খোঁজাখুঁজি করে কোনো লাভ নেই। যার কাছে আপনি যাচ্ছেন, আগে তার জন্মসংখ্যা বের করুন। জন্মসংখ্যা পাওয়া না গেলে তার নামের সংখ্যা বের করুন। দেখুন না তার সংখ্যার সাথে আপনার সংখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। যদি সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে 'আপনার দিনে' আপনি তার কাছে যান। দেখবেন সহজে আনুকূল্য পাচ্ছেন আপনি।

এই বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করলে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন যে, সংখ্যা জ্যোতিষ হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনের গাণিতিক বহিঃপ্রকাশ। স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটা যেমন সহজ, প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণেই সাফল্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায়, আপনি আরো সহজে সাফল্য অর্জন করবেন। সংখ্যা জ্যোতিষ জীবন সম্পর্কে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করতে এবং জীবনের উচ্চতর উপলব্ধিতে উপনীত হতে আপনাকে সক্ষম করবে।

অধ্যায়-১

মৌলিক সংখ্যা

১ থেকে ৯। গাণিতিক নিয়মে এই হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা। এরপরের সংখ্যাগুলো মৌলিক সংখ্যারই পুনরাবৃত্তি। সংখ্যা জ্যোতিষেও তাই। কোনো সংখ্যা যত বড় হোক না কেন, সংখ্যা জ্যোতিষের নিয়মানুসারে তা পাশাপাশি যোগ করলেই মৌলিক সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি সংখ্যা ধরা যাক ৩৭৮৪। এখন ৩+৭+৮+৪=২২। আবার ২+২=৪। এখানে ৩৭৮৪ সংখ্যার মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ৪। এমনিভাবে যোগ করে যে-কোনো সংখ্যার মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় করা যেতে পারে।

সংখ্যা জ্যোতিষের নিয়মানুসারে প্রতিটি মৌলিক সংখ্যাই আবার আমাদের সৌরজগতের একেকটি প্রতিবেশীর প্রতীক। যেমন, সূর্যের প্রতীক হচ্ছে ১। চাঁদের প্রতীক হচ্ছে ২। বৃহস্পতির প্রতীক হচ্ছে ৩। ইউরেনাসের প্রতীক হচ্ছে ৪। বুধের প্রতীক হচ্ছে ৫। শুক্রের প্রতীক হচ্ছে ৬। নেপচুনের প্রতীক হচ্ছে ৮। মঙ্গলের প্রতীক হচ্ছে ৯।

চাঁদ, সূর্য ও প্রতিটি গ্রহের ন্যায় সপ্তাহের প্রতিটি দিনের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। যেমন, রবিবারের সংখ্যা হচ্ছে ১ ও ৪। সোমবারের সংখ্যা হচ্ছে ২ ও ৭। মঙ্গলবারের সংখ্যা হচ্ছে ৯। বুধবারের সংখ্যা হচ্ছে ৫। বৃহস্পতিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৩। শুক্রবারের সংখ্যা হচ্ছে ৬। শনিবারের সংখা হচ্ছে ৮। রবিবার ও সোমবার ছাড়া প্রতিটি দিনের একটি করে সংখ্যা রয়েছে।

সপ্তাহের প্রতিটি দিনের ন্যায় মাসের প্রতিটি তারিখের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট মৌলিক সংখ্যা। যেমন, যে-কোনো মাসের ১ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ১। ২ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ২। ৩ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ৩। ৪ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ৪। ৫ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ৫। ৬ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ৬। ৭ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ৭। ৮ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ৮। ৯ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ৯।

৯ তারিখের পরই আসছে যৌগিক সংখ্যাবিশিষ্ট তারিখগুলো। পাশাপাশি যোগ করে এগুলোর মৌলিক সংখ্যা বের করা বেশ সোজা। যেমন :

১০ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+০=১) এক।
১১ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+১=২) দুই।
১২ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+২=৩) তিন।
১৩ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+৩=৪) চার।
১৪ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+৪=৫) পাঁচ।
১৫ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+৫=৬) ছয়।
১৬ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+৬=৭) সাত।
১৭ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+৭=৮) আট।
১৮ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে (১+৮=৯) নয়।

প্রতিটি মাসের ১৯ তারিখের সংখ্যা বের করার জন্য অবশ্য পর্যায়ক্রমে দুই বার সংখ্যাকে যোগ করতে হয়। একবার যোগ করলে মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। যেমন : ১+৯=১০। ১০ যৌগিক সংখ্যা। কিন্তু এ সংখ্যাটি আরেকবার যোগ করলে মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন : ১+০=১। অতএব ১৯ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এক।

যে-কোনো মাসের ২০ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (২+০=২) দুই। ২১ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (২+১=৩) তিন। ২২ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (২+২=৪) চার। ২৩ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (২+৩=৫) পাঁচ। ২৪ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (২+৪=৬) ছয়। ২৫ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (২+৫=৭) সাত। ২৬ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (২+৬=৮) আট। ২৭ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (২+৭=৯) নয়।

কিন্তু ২৮ তারিখের সংখ্যা একবার যোগ করলে বেরোবে না। দুই বার যোগ করতে হবে। যেমন : ২+৮=১০। পুনরায় যোগ করলে ১+০=১। অতএব ২৮ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এক। ২৯ তারিখের মৌলিক সংখ্যা বের করতে হলেও পূর্ববর্তী নিয়মে দুই বার যোগ করতে হবে। যেমন : ২+৯=১১, আবার ১+১=২। অর্থাৎ ২৯ তারিখের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই। ৩০ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (৩+০=৩) তিন। ৩১ তারিখের সংখ্যা হচ্ছে (৩+১=৪) চার।

সপ্তাহের প্রতিটি দিন ও মাসের প্রতিটি তারিখের যেমন একটি সংখ্যা আছে, তেমনি প্রতিটি মাসের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। তবে আমাদের প্রচলিত মাসের চেয়ে এ মাস কিছুটা ভিন্ন। আমাদের প্রচলিত বছর শুরু হয় ১ জানুয়ারি অথবা ১ বৈশাখ কিন্তু সংখ্যা জ্যোতিষে বছর শুরু হয় ২১ মার্চ।

রাশিচক্রের প্রথম রাশিতে সূর্য প্রবেশ করে ২১ মার্চ। ২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল সূর্য মেষ রাশিতে অবস্থান করে। ২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সূর্যের মেষ রাশিতে অবস্থানকালীন সময় হচ্ছে ৯ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ মঙ্গল।

২১ এপ্রিল সূর্য প্রবেশ করে রাশিচক্রের বৃষ রাশিতে। বৃষ রাশিতে সূর্য অবস্থান করে ২০ মে পর্যন্ত। এই ২১ এপ্রিল থেকে ২০ মে পর্যন্ত সময় হচ্ছে ৬ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ শুক্র।

সূর্য ২১ মে প্রবেশ করে রাশিচক্রের মিথুনে। ২০ জুন পর্যন্ত সূর্য অবস্থান করে মিথুন রাশিতে। ২১ মে থেকে ২০ জুন পর্যন্ত সময় ৫ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ হচ্ছে বুধ।

২১ জুন সূর্য প্রবেশ করে রাশিচক্রের কর্কট রাশিতে। ২০ জুলাই পর্যন্ত সূর্য কর্কটে অবস্থান করে। ২১ জুন থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত ২ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি হচ্ছে চন্দ্র।

রাশিচক্রের সিংহ রাশিতে সূর্য প্রবেশ করে ২১ জুলাই। ২১ আগস্ট পর্যন্ত সূর্য অবস্থান করে সিংহ রাশিতে। ২১ জুলাই থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত সময় ১ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি নক্ষত্র সূর্য স্বয়ং।

সূর্য ২২ আগস্ট প্রবেশ করে রাশিচক্রের কন্যা রাশিতে। ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সূর্য কন্যা রাশিতে অবস্থান করে। ২২ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় ৫ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ বুধ।

২৩ সেপ্টেম্বর সূর্য প্রবেশ করে রাশিচক্রের তুলা রাশিতে। ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সূর্য তুলা রাশিতে অবস্থান করে। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সময় ৬ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ শুক্র।

সূর্য ২৩ অক্টোবর প্রবেশ করে রাশিচক্রের বৃশ্চিক রাশিতে। ২১ নভেম্বর পর্যন্ত সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে। ২৩ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত সময় ৯ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ মঙ্গল।

২২ নভেম্বর সূর্য প্রবেশ করে রাশিচক্রের ধনু রাশিতে। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্য ধনু রাশিতে অবস্থান করে। ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় ৩ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতি।

সূর্য ২১ ডিসেম্বর প্রবেশ করে রাশিচক্রের মকর রাশিতে। ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সূর্য মকর রাশিতে অবস্থান করে। ২১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় ৮ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ শনি।

২০ জানুয়ারি সূর্য প্রবেশ করে রাশিচক্রের কুম্ভ রাশিতে। ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সূর্য কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করে। ২০ জানুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় ৪ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ ইউরেনাস।

১৯ ফেব্রুয়ারি সূর্য প্রবেশ করে রাশিচক্রের মীন রাশিতে। ২০ মার্চ পর্যন্ত সূর্য মীন রাশিতে অবস্থান করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত সময় ৭ সংখ্যার সময় বা মাস। এর অধিপতি গ্রহ নেপচুন।

সংখ্যা জ্যোতিষের নিয়মানুসারে সংক্ষেপে বলা যায় :

২১ মার্চ-২০ এপ্রিল : ৯ সংখ্যার মাস।

২১ এপ্রিল-২০ মে : ৬ সংখ্যার মাস।

২১ মে-২০ জুন : ৫ সংখ্যার মাস।

২১ জুন-২০ জুলাই : ২ সংখ্যার মাস।

২১ জুলাই-২১ আগস্ট : ১ সংখ্যার মাস।

২২ আগস্ট-২২ সেপ্টেম্বর : ৫ সংখ্যার মাস।

২৩ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর : ৬ সংখ্যার মাস।

২৩ অক্টোবর-২১ নভেম্বর : ৯ সংখ্যার মাস।

২২ নভেম্বর-২০ ডিসেম্বর : ৩ সংখ্যার মাস।

২১ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারি : ৮ সংখ্যার মাস।

২০ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি : ৪ সংখ্যার মাস।

১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ : ৭ সংখ্যার মাস।

মাসগুলোর মধ্যে ৫, ৬ ও ৯ সংখ্যার দুটি করে মাস রয়েছে। অন্যান্য সংখ্যার মাস হচ্ছে একটি করে। মাস বিশেষে (৫, ৬ ও ৯) সংখ্যার প্রভাবের পার্থক্য রয়েছে। যেমন, ২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল ৯ সংখ্যার প্রথম মাস। এ মাসে ৯ সংখ্যার অধিপতি গ্রহ মঙ্গলের প্রকাশ্য প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ মঙ্গলের বাহ্যিক গুণাবলির (Physical Qualities) প্রভাব বেশি থাকে। অন্যদিকে ২৩ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর হচ্ছে ৯ সংখ্যার দ্বিতীয় মাস। এ মাসে ৯ সংখ্যার নিয়ন্ত্রক গ্রহ মঙ্গলের সুপ্ত প্রভাব বেশি পড়ে। অর্থাৎ মঙ্গলের মানসিক গুণাবলি (Mental Qualities) এ সময়ে বেশি সক্রিয়।

একইভাবে ২১ এপ্রিল থেকে ২০ মে ৬ সংখ্যার প্রথম মাস। এ সময় ৬ সংখ্যার নিয়ন্ত্রক গ্রহ শুক্রের প্রকাশ্য প্রভাব বেশি থাকে। আর ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর হচ্ছে ৬ সংখ্যার দ্বিতীয় মাস। এ সময় ৬ সংখ্যার অধিপতি গ্রহ শুক্রের সুপ্ত বা মানসিক গুণাবলির প্রভাব বেশি সক্রিয় থাকে।

৫ সংখ্যার বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। ২১ মে থেকে ২০ জুন ৫ সংখ্যার প্রথম মাস। এ সময় ৫ সংখ্যার অধিপতি গ্রহ বুধের ইতিবাচক প্রভাব বেশি সক্রিয়। অপরদিকে ২২ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ৫ সংখ্যার দ্বিতীয় মাস। এ সময় ৫ সংখ্যার অধিপতি গ্রহ বুধের সুপ্ত বা মানসিক গুণাবলির প্রভাব অধিক থাকে।

সংখ্যাগুলোর মাসের প্রভাব বিশ্লেষণে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, একটি মাস শেষ হয়ে নতুন মাস শুরু হলেও পূর্ববর্তী মাসের একটা প্রভাব পরবর্তী মাসের প্রথম সাত দিন পর্যন্ত থাকে। যেমন, ৯ সংখ্যার শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ। ৯ সংখ্যার মাস শেষ হচ্ছে ২০ এপ্রিল। ২১ এপ্রিল থেকে ৬ সংখ্যার মাস শুরু হলেও ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত ৯ সংখ্যার একটা প্রভাব থেকে যায়। যদিও এই প্রভাব ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে, তবুও একে অস্বীকার করার উপায় নেই। আমরা এ অধ্যায়ে মৌলিক সংখ্যার প্রতীক, তারিখ ও মাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা প্রতিটি মৌলিক সংখ্যার রহস্য ও অর্থ বিশ্লেষণ করব।

অধ্যায়-২

জন্মসংখ্যা

গণিতে মৌলিক সংখ্যা ১ থেকে ৯। সংখ্যাবিজ্ঞানেও জাতক/জাতিকাকে ভাগ করা হয়েছে নয়টি মৌলিক ভাগে। সংখ্যার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় মানবচরিত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য এলেও বৈশিষ্ট্যের মূল সুর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। প্রতিটি মানুষের জন্মসংখ্যাই তাকে পরিচালিত করে বৈশিষ্ট্যের মূল স্রোতধারায়।

আপনার নিজের জন্মসংখ্যা আপনি অনায়াসেই বের করতে পারেন। আপনার জন্ম তারিখের সংখ্যা হচ্ছে আপনার জন্মসংখ্যা। যেমন ১ তারিখে জন্ম হলে আপনার জন্মসংখ্যা ১। আর ৫ তারিখে জন্ম হলে জন্মসংখ্যা ৫। ৯ তারিখের মধ্যে জন্ম হলে আপনি একই পদ্ধতিতে জন্মসংখ্যা বের করতে পারেন। আপনার জন্ম তারিখ যৌগিক সংখ্যা হলে-যেমন ১০, ১৫, ১৮, ২২, ২৬, ২৯, ৩১ ইত্যাদি হলে আপনি অনায়াসে সংখ্যাগুলোকে পাশাপাশি যোগ করে জন্মসংখ্যা বের করতে পারেন। যেমন :

১০=১+০=১; ১৫=১+৫=৬; ১৮=১+৮=৯; ২২=২+২=৪; ২৬=২+৬=৮; ২৯=২+৯=১১=১+১=২; ৩১=৩+১=৪।

আপনার জন্ম তারিখ যা-ই হোক না কেন, এই পদ্ধতিতে আপনি আপনার জন্মসংখ্যা বের করতে পারবেন। জন্মসংখ্যা বের করার পর এবার আপনি দেখুন চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কোন মূল ধারায় আপনার অবস্থান।

জন্মসংখ্যা ১

সংখ্যাবিজ্ঞানে ১ সংখ্যা সূর্যের প্রতীক। এ প্রতীক প্রাণপ্রবাহ, সৃজনশীলতা ও সক্রিয় শক্তির। এ শক্তি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের। এটি হচ্ছে শুরু। অন্য সংখ্যাগুলোর উৎপত্তি এ থেকেই। সকল সংখ্যার বুনিয়াদ ১।

১ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা অগ্রপথিক, অভিযাত্রিক। এদের কাজের মাঝে একটা সহজাত সৃজনশীলতা প্রচ্ছন্ন থাকে। নতুন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার প্রতি এদের ঝোঁক রয়েছে। এরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। জীবনের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। এদের মত সুনির্দিষ্ট। ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে এরা সাধারণত দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। তাই এদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত থাকা যায়। এদের দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততা সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা সহজাত উচ্চাভিলাষী। এরা নিজ পেশায় সবসময় প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত হতে চায়। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এদের কাম্য। অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ এদের একেবারেই অপছন্দ। এদের সাংগঠনিক ক্ষমতা যেমন আছে, তেমনি আছে প্রশাসনিক দক্ষতা। মৌলিক সৃজনশীলতা বা উদ্ভাবনী দক্ষতা, উদ্যম ও অধ্যবসায় এদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে ভূষিত করতে পারে। এরা সিদ্ধান্ত নিতে জানে।

যে-কোনো পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। অন্যের সাহায্য চাওয়ার বদলে এরা নিজস্ব পন্থায় সমস্যার সমাধান খোঁজে। কোনো কাজে নেমে সে কাজ থেকে এরা সরে দাঁড়াতে পারে না। জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারলে সাফল্য এদের পদচুম্বন করে। এরা প্রাণবন্ত। নাটকীয়তার প্রতি এদের ঝোঁক রয়েছে। নিজের মত প্রকাশে দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে।

এরা সম্মান ও শ্রদ্ধা চায়। সবসময় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চায়। তাই অন্যকে বুদ্ধি ও উৎসাহ দিতে এরা সদা প্রস্তুত। এরা সহজে রেগে যায়। আবার সহজেই এদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে এরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কেউ এদের আত্মমর্যাদাবোধকে আহত করলে এরা সহজে তা ভুলতে পারে না। তবে এরা অনেক সময়ই প্রশংসা ও চাটুকারিতার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। গতিশীল ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের জন্যে এরা সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

প্রেম-সংসার : ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকা প্রেমে আন্তরিক ও বিশ্বস্ত। প্রিয়জনকে নিয়ে জীবনকে আনন্দোচ্ছল করার জন্য এরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না। সঙ্গী/সঙ্গিনীর ব্যাপারে এরা উদার। ঈর্ষা এদের সহজাত নয়। তবে কোনো ধরনের অবিশ্বস্ততা দেখলে এরা বেশ নির্মম হয়ে উঠতে পারে। ব্যক্তি জীবনে ঝগড়াঝাঁটি এড়ানোর জন্যে এরা সহজেই আপস করতে প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও বৈবাহিক ব্যাপারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরা তেমন সুখী হয় না। তবে আত্মসম্মানবোধের জন্যে এরা পারতপক্ষে বিচ্ছেদের ঝামেলায় যেতে চায় না। এদের যৌন-অনুভূতি প্রবল। তাই এরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিয়ে করে।

সুসম্পর্ক : ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা সবসময় শীর্ষে থাকতে চায়। এদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিলে সহজেই এদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। বন্ধু হিসেবে এরা আন্তরিক। অন্যের কাছ থেকেও আন্তরিকতা চায়। নিজেরা যেমন বাঁচতে চায়, অন্যকেও তেমন বাঁচতে দিতে চায়। তবে এদের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করলেই বিপদ। তখন অবস্থা হবে এক বনে দুই সিংহের মতো। আর কেউ যদি এদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করতে চায় বা সম্পর্কের অজুহাতে নাক গলাতে চায়, তাহলেও দ্বন্দ্ব অনিবার্য। সুসম্পর্ক রাখতে হলে এদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে মেনে নিতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। ১ সংখ্যার সাথে ১ সংখ্যার ভালো মিল হয়। ২, ৪ ও ৭ সংখ্যার প্রতি ১ সংখ্যা আকৃষ্ট হয়। বন্ধুত্ব ব্যবসা প্রেম ও বিয়ের ক্ষেত্রে জাতক/জাতিকার এই সংখ্যাগত আকর্ষণ ফলপ্রসূ রূপ নিতে পারে।

যে-কোনো মাসের ১, ১০, ১৯ ও ২৮ তারিখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরই জন্মসংখ্যা ১। এদের ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকাও বলা হয়। ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো ১ সংখ্যার সকল জাতক/জাতিকার বেলায় সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তবে ২১ মার্চ থেকে ২৮ এপ্রিল এবং ২১ জুলাই থেকে ২৮ আগস্টের মধ্যে উক্ত তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আরো সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকার শরীরের স্পর্শকাতর অংশ হচ্ছে হৃৎপিন্ড ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া। তাই এরা হাইপারটেনশন, রক্তচাপ বা কোনো ধরনের হৃদরোগে সহজে আক্রান্ত হতে পারে। মেদবৃদ্ধি, স্থূলতা ও চোখের ব্যাধি সম্পর্কেও এদের সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিবছর জানুয়ারি, অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদ ও শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারে এদের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

সুস্বাস্থ্য ও শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকাদের সাধারণভাবে কিশমিশ, জাফরান, লবঙ্গ, এলাচ, জায়ফল, খেজুর, আদা, কমলা, কাগজি লেবু, জাম্বুরা, আম, টক পালং, নোনতা শাক, শশা নিয়মিত খাওয়া উচিত। তাছাড়া হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা অটুট রাখার জন্যে প্রতিদিন সকালে এক চা চামচ মধু পান বেশ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকা অসহিষ্ণু একগুঁয়ে উদ্ধত ও দাম্ভিক হতে পারে। কেউ কেউ হতে পারে একেবারেই অলস, নিজের প্রতি আস্থাহীন ও দোদুল্যমান। উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের জন্যে এরা প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি নির্মম হতে পারে। রূঢ় বাক্যবাণে অন্যের অনুভূতিকে অবলীলায় আহত করতে পারে। আর এভাবে নিজেই তৈরি করতে পারে জানী-দুশমন। ভোগবিলাসের খরচার জন্যে যে-কোনো অসদুপায় অবলম্বন করতে পারে। এরা বন্ধু ও চাটুকারের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। এদের জাঁকজমক ও নাটকীয়তা ভাঁড়ামির পর্যায়ে চলে যেতে পারে। খেয়ালিপনায় এরা নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে পারে।

পরামর্শ : সংখ্যার বিচারে ১ সংখ্যা অন্যতম শুভ সংখ্যা। এর জাতক/জাতিকারা সৃজনশীল, যোগ্য ও উচ্চাভিলাষী। অন্যের সাথে মিলেমিশে কাজ করাই এদের প্রধান সমস্যা। ব্যক্তিত্বের সংঘাতই এদের জীবনে অহেতুক বাধা সৃষ্টি করে। তাই আপনাকে অন্যের সাথে সমমর্যাদায় কাজ করতে শিখতে হবে। অন্যের সাথে সহযোগিতা করতে, অন্যকে ইজ্জত করতে শিখতে হবে। কেউ নিষেধ করলে সেই কাজ বেশি করে করার প্রবণতাও আপনাকে পরিহার করতে হবে। কোনো ছোটখাটো কাজে জড়িয়ে গিয়ে যেন আপনি জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হোন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে আপনি সহজেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারেন। এই অসহিষ্ণু মনোভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। কম যোগ্যতাসম্পন্নদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। উচ্চাভিলাষই আপনার ক্রমিক দুশ্চিন্তা ও টেনশনের কারণ হতে পারে। তাই মাত্রাতিরিক্ত দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করা থেকে বিরত থাকতে হবে। হঠাৎ রেগে গিয়ে কটুবাক্য ব্যবহার করে অহেতুক শত্রু তৈরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ ধৈর্যশীল হতে হবে।

শুভাশুভ : সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর জন্যে ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকার শুভ তারিখ হচ্ছে প্রতি মাসের ১, ১০, ১৯ ও ২৮ তারিখ। এ তারিখগুলো ২১ মার্চ থেকে ২৮ এপ্রিল এবং ২১ জুলাই থেকে ২৮ আগস্টের মধ্যে হলে তা আরো শুভ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ তারিখ হচ্ছে ২, ৭, ১১, ১৬, ২০, ২৫ ও ২৯। শুভ দিন হচ্ছে রবিবার ও সোমবার। শুভ তারিখগুলো রবিবার ও সোমবারে পড়লে তা আরো শুভ হবে। শুভ সংখ্যা হচ্ছে ১, ২ ও ৭। শুভ রঙ হচ্ছে সকল শেডের হলুদ, কমলা, সোনালি ও সোনালি ধূসর। জন্মসংখ্যার শুভ স্পন্দন লাভের জন্যে এদের এসব রঙের কাপড় বেশি ব্যবহার করা উচিত। শুভ রত্ন হচ্ছে কনক পোখরাজ ও হলুদ হীরক।

১ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

গেঁটে, জ্যাঁ জাঁক রুশো, ম্যাক্সিম গোর্কি, বরিস পাস্তারনাক, সল বেলো, মারসেল প্রাউস্ত, মায়াকোভস্কি, উইলিয়াম গোল্ডিং, আলবার্তো মোরাভিয়া, বার্টলর্ট ব্রেখট, এডগার এলান পো, ড. হ্যানিম্যান, জোসেফ পুলিটজার, ইবনাল আরাবী, বিসমার্ক, শিবাজী, তিতুমীর, হো চি মিন, ব্রেজনেভ, উড্রো উইলসন, রাজা বীরেন্দ্র, ইন্দিরা গান্ধী, জ্যোতির্বিদ সুব্রামানিয়াম চন্দ্রশেখর, কবি জসিমউদ্দীন, ফররুখ আহমদ, আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন, কাজী দীন মোহাম্মদ, আব্দুল কাদির, আশরাফ সিদ্দিকী, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মোস্তফা মনোয়ার, আল মুজাহিদী, মোস্তফা নূরুল ইসলাম, রাহাত খান, ডা. নুরুল ইসলাম, লতা মুঙ্গেশকর, সমর দাশ, ফেরদৌসী বেগম, শাহাদাত চৌধুরী, রাজিয়া মজিদ, মাহফুজুল্লাহ, কাজী আনোয়ার হোসেন, রফিকুন নবী, সাঈদ আহমদ, হুমায়ুন আজাদ, রিজিয়া রহমান, সুনীল গাভাস্কার, মেরিলিন মনরো, ওমর শরীফ, শবনম, সুচন্দা, জাফর ইকবাল, তারিক আনাম, ব্রিজিত বার্দো, রিচার্ড বার্টন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শেখ হাসিনা, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, নাদিম, খাজা নাজিমুদ্দীন।

জন্মসংখ্যা ২

সংখ্যাবিজ্ঞানে ২ সংখ্যা চন্দ্রের প্রতীক। এ প্রতীক সুন্দর নেপথ্য সুপ্ত শক্তির। এ শক্তি মাতৃত্বের, চিরন্তন সহযোগীর। ২ সংখ্যা ১ সংখ্যার বিপরীত। কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক। ২-এর মাঝেই ১ পূর্ণতা পায়।

২ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা ভদ্র ও বিনয়ী। এদের রয়েছে কমনীয় ব্যক্তিত্ব। এরা কল্পনাপ্রবণ, রোমান্টিক ও শিল্পানুরাগী। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী গুণ রয়েছে এদের। তবে সাধারণত এরা নিজস্ব ধ্যানধারণা বাস্তবায়নে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিতে পারে না। এদের গুণাবলি প্রধানত মানসিক স্তরেই ক্রিয়াশীল। দৈনন্দিন বৈষয়িক জটিলতার মধ্যে না এসে এরা কল্পলোকে বিচরণ করতে চায়। এরা সৌন্দর্য ও নিয়ম ভালবাসে, ভালবাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

২ সংখ্যার জাতক/জাতিকা সহজাত সহযোগী। নেতৃত্ব দেয়া নয়, বরং সহযোগিতা, অনুসরণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বিকশিত হওয়ার জন্যেই যেন এদের জন্ম। এরা অন্যের পরিকল্পনার চমৎকার বাস্তব রূপকার হতে পারে। তবে এদের মধ্যে মৌলিকত্ব নেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এদের মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগ হতে পারে অন্যের ধারণা বাস্তবায়নের পথ ও প্রক্রিয়া আবিষ্কারে। সহজাতভাবেই এরা স্নেহপরায়ণ। নিজের অনুভূতি প্রকাশে কোনো দ্বিধা নেই। অন্যের অনুভূতি ও ইচ্ছা অনিচ্ছাকেও এরা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে। এদের মুড ও ভাবাবেগ দ্রুত ওঠানামা করে। সমালোচনা বা কটূক্তিতে এরা সহজেই আহত হয়। যোগ্যতার তুলনায় সাধারণত এদের আত্মবিশ্বাস কম। জীবনে অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, উদ্দীপনা ও বলিষ্ঠতার অভাব রয়েছে। এদের দৈহিক শক্তি তুলনামূলকভাবে কম। তাই এরা কঠিন শ্রমের কাজ এড়িয়ে চলতে চায়। এরা ধৈর্যশীল কিন্তু আবেগপ্রবণ। অনেক কষ্ট এরা নীরবে সইতে পারে। কিন্তু আত্মসম্মানবোধে আঘাত হানলে এরা মারাত্মক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। এরা অন্যের দ্বারা সহজে প্রভাবিত হয়। সহজে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু এ পরিবর্তন ও প্রভাবিত হওয়া হচ্ছে বাহ্যিক, গুরুত্বহীন বিষয়ে। এরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এমন বিষয়ে এদের প্রভাবিত করা কঠিন।

প্রেম-সংসার : ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ। এরা আত্মিক মিলন চায়। মনের মিল হওয়াই এদের প্রেমের মূল কথা। দৈহিক তৃপ্তির স্থান এদের জীবনে গৌণ। সঙ্গী-সঙ্গিনী এদের সাথে একই মানসিক স্তরে বিচরণ করতে পারলে এরা সবচেয়ে সুখী হয়। এরা প্রেমে বিশ্বস্ত ও মায়াময়। সঙ্গী-সঙ্গিনীর কাছ থেকে এরা প্রেমের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। সংসার জীবনে এরা আদর্শ অভিভাবক। সংসারে প্রয়োজনীয় সব দিক খেয়াল রাখলেও এরা হিসেবী। সাংসারিক শান্তির জন্যে এরা অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারে।

সুসম্পর্ক : বুদ্ধিমান ও শৈল্পিক রুচিসম্পন্ন যে কারও সাথেই ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকার ভালো সম্পর্ক বিরাজ করতে পারে। মানসিক জাগৃতির প্রমাণ দিতে পারলে সহজেই এদের কল্পনাপ্রবণ মনের ওপর ছাপ ফেলা যায়। বন্ধুদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে এরা সহজেই নিজের ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তাই এ ধরনের বন্ধুদের প্রতি এরা সহজেই নিবেদিত প্রাণ হয়। এদের মুডের প্রতি একটু খেয়াল রাখলেই এদের মন পাওয়া খুব সহজ। ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হলে বিবেচনাহীন কথাবার্তায় এদের স্পর্শকাতর অনুভূতিকে আহত করা থেকে দূরে থাকতে হবে। ২-এর সাথে ১ ও ২ সংখ্যার ভালো মিল হয়। ৪ ও ৭ সংখ্যার প্রতিও ২ সংখ্যা সহজে আকৃষ্ট হয়। বন্ধুত্ব, ব্যবসা, প্রেম ও বিয়ের ক্ষেত্রে এ সংখ্যাগত আকর্ষণ ফলপ্রসূ রূপ নিতে পারে।

যে-কোনো মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯ তারিখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির জন্মসংখ্যা ২। এদের ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকাও বলা হয়। ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো ২ সংখ্যার সকল জাতক/জাতিকার বেলায় সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মার্চ এবং ২০ জুন থেকে ২৯ জুলাইয়ের মধ্যে উক্ত তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকা অন্ননালী ও পাকস্থলীর পীড়ায় আক্রান্ত হতে পারে। গ্যাস্ট্রিক আলসার ও আমাশয় থেকে এদের সতর্ক থাকা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে টিউমার হতে পারে। অহেতুক দুশ্চিন্তা, ঠান্ডাজনিত ব্যাধি ও বাতব্যথায় আক্রান্ত হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিবছর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদ ও শারীরিক অসুস্থতার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের জন্যে ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকাদের নিয়মিত কাঁচা পেঁপে, পাকা পেঁপে, বেলের মোরব্বা, শশা, লেটুস, আমলকি, রসুন, লেবু, বাঁধাকপি, আখ, কলার মোচা, কলা, ঘৃতকমল, রক্ত শাপলা, তরমুজ, সরিষা, সজিনা, জাম ও থানকুনি পাতা খাওয়া উচিত।

নেতিবাচক : ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকার মাঝে অনুভূতিপ্রবণতা, অস্থিরচিত্ততা ও আত্মবিশ্বাসহীনতার প্রকাশ ঘটতে পারে। অন্যেরা এদের মনে করতে পারে পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের ভাগাড়। কাজে ধারাবাহিকতা ও বাস্তব চিন্তার অভাব এদের জীবনে ব্যর্থতা ডেকে আনতে পারে। বিষণ্নতা ও হতাশা এদের অনেককে পেয়ে বসতে পারে। এরা কখনো কখনো বিদ্বেষপরায়ণ ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। অতিকল্পনা, পরিশ্রমবিমুখতা ও আরামপ্রিয়তার জন্যে এরা বাস্তবতাবর্জিত কল্পরাজ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে। মুড ও স্থিতিহীন ভাবাবেগ এদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

পরামর্শ : সংখ্যাবিজ্ঞানের বিচারে ২ সংখ্যা সুন্দর সুপ্ত শক্তির সংখ্যা। যোগ্যতা ও অসীম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার অভাবই আপনার প্রধান সমস্যা হতে পারে। তাই অন্যের দ্বারা মোহিত না হয়ে নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে। অন্যকে সম্মান দেয়ার সাথে সাথে নিজের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। কল্পনাকে বাস্তবতার নিরিখে বিচার করতে হবে। মনে বিষণ্নতা ও হতাশা এলে সৃজনশীলতার মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে। মনে রাখবেন, অলস কল্পনা অতি প্রতিভাবানকেও ধ্বংস করে দিতে পারে। সবসময় হতাশাগ্রস্তদের থেকে দূরে থাকুন। বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হোন। আর আপনার ভালোমানুষির সুযোগ যাতে কেউ নিতে না পারে, সে জন্যে সতর্ক থাকুন।

শুভাশুভ : সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর জন্যে ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকার শুভ তারিখ হচ্ছে যে-কোনো মাসের ২, ১১, ২০ ও ২৯। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ মার্চ এবং ২০ জুন থেকে ২৯ জুলাইয়ের মধ্যে এ তারিখগুলো আরো শুভ হবে। শুভ দিন হচ্ছে রবিবার ও সোমবার। এদের জন্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ তারিখ হচ্ছে ১, ৭, ১০, ১৬, ১৯, ২৫ ও ২৮ তারিখ। এ তারিখগুলো রবিবার ও সোমবার হলে তা আরো শুভ। শুভ সংখ্যা হচ্ছে ১, ২ ও ৭। শুভ রঙ হচ্ছে যে-কোনো শেডের সবুজ, ক্রিম ও সাদা। জন্মসংখ্যার শুভ স্পন্দন বাড়ানোর জন্যে এসব রঙের কাপড় বেশি ব্যবহার করা উচিত। কালো ও গাঢ় লাল রঙ বর্জনীয়। শুভ রত্ন হচ্ছে মুনস্টোন, মুক্তো ও জেড।

২ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

ফিওডর দস্তয়ভস্কি, আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন, নাগিব মাহফুজ, হেরমেন হেস, আপটন সিনক্লেয়ার, জেমস বল্ডউইন, এলেক্স হ্যালি, জন স্টুয়ার্ট মিল, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসন, হেনরিক ইবসেন, ওভিড, জেমস জয়েস, আলভা এডিসন, আন্তন চেখভ, ডি এইচ লরেন্স, আইজ্যাক অসিমভ, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, মিজানুর রহমান শেলী, আব্দুস সাত্তার, হাসান আজিজুল হক, মোজহারুল ইসলাম, আসাদ চৌধুরী, অসীম সাহা, মুহাম্মদ বরকতউল্লাহ, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন, বোরহান উদ্দীন আহমদ, শফিক রেহমান, বদরুদ্দীন ওমর, সম্রাট হিরোহিতো, এডলফ হিটলার, জন এফ কেনেডি, প্যাট্রিক লুমুম্বা, মুসোলিনী, মহাত্মা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, রবার্ট ক্লাইভ, যোশেফ গোয়েবলস, ড. কামাল হোসেন, সত্যজিৎ রায়, ফতেহ লোহানী, ফারাহ ফসেট, মোস্তফা, উৎপল দত্ত, জুবিন মেহতা, হুমায়ুন ফরিদী, নার্গিস, ইয়ুল ব্রাইনার, মাইকেল জ্যাকসন, আশা ভোঁসলে, পিটার অতুল, সোফিয়া লরেন, রিচার্ড স্ট্রাউস, বার্ট ল্যাংকস্টার, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, আলতাফ মাহমুদ, ভগবান রজনীশ, শাহরিয়ার কবীর, হাসনা মওদূদ, এনরিকো ফেরমি, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ফকির আলমগীর, আনোয়ার জাহিদ, ইনামুল হক, সালভেদর দালী, রেজাউর রহমান, জিয়া আনসারী, এমিল জোলা, মামুনুর রশীদ, লুঈ কাহন, খুশবন্ত সিং।

জন্মসংখ্যা ৩

সংখ্যাবিজ্ঞানে ৩ সংখ্যা বৃহস্পতির প্রতীক। এ প্রতীক উপলব্ধি ও আশাবাদের। এ আশাবাদ বিস্তৃতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির। শক্তির একটি প্রধান শ্রেণিবিন্যাসের শুরু এখান থেকেই। ৬ ও ৯ সংখ্যার মাঝে এই শক্তি বিস্তৃত।

৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকা আশাবাদী ও উচ্চাভিলাষী। এরা সবার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। সবার চেয়ে একধাপ ওপরে থাকতে চায়। অন্যের ওপর, পারিপার্শ্বিকতার ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়। অধীনস্থ থাকা এরা মোটেই পছন্দ করে না। এদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। তাই কারো কাছে ঋণী থাকতে চায় না। কারো সাহায্য নেয়ার বদলে আত্মশক্তিকে বিকশিত করতেই এরা সচেষ্ট। সবসময়ই এরা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়।

৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা স্বাধীনচেতা। কিন্তু নিয়ম শৃঙ্খলা প্রিয় ও দায়িত্ব সচেতন। এরা নিয়ম শৃঙ্খলা বিরোধী কোনোকিছুতে জড়াতে চায় না। তারা যে-কোনো আদেশ নিঃসংকোচে পালন করে। আর অন্যেরাও যাতে তাদের হুকুম মেনে চলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। অধীনস্থের কাছে এরা চায় পূর্ণ আনুগত্য। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এরা আলস্যের প্রশ্রয় দেয় না। ব্যর্থতার কাছে এরা কখনো আত্মসমর্পণ করে না। শেষ শক্তি পর্যন্ত এরা অবিচল কাজে লেগে থাকে। দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে এরা দক্ষতার পরিচয় দেয়, নেতা হিসেবে সাফল্য লাভ করে।

৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা বুদ্ধিমান, দিলখোলা ও স্পষ্টভাষী। এদের মৌলিকত্ব ও রসবোধ রয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যথাযথ অবস্থা বুঝতে পারে। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী হওয়ায় পরিশ্রম করতে ভয় পায় না। এরা উদার ও সামাজিক। নিজে আপ্যায়িত হতে ও অন্যদের আপ্যায়িত করতে পছন্দ করে। এরা আমোদ-প্রমোদপ্রিয়। কোনো না কোনো কাজ নিয়ে এরা জনসমক্ষে উপস্থিত হতে চায়। সবাই তার মহিমা সম্পর্কে জানুক, এই আকাঙ্ক্ষা এদের মধ্যে দুর্দমনীয়। ধীরে চিন্তা-ভাবনা বা চলতে অভ্যস্তদের এরা সহজেই বুদ্ধি ও গতি দিয়ে পরাভূত করে। সামগ্রিক বিচারে এদের ভাগ্যবান বলা যায়। এমনকি আপাত দুর্ভাগ্যও শেষ পর্যন্ত এদের জীবনে আশীর্বাদরূপে দেখা দিতে পারে।

প্রেম-সংসার : ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকার হৃদয় উষ্ণ। এরা প্রেমে উদারমনা, আবেগপ্রবণ ও বিশ্বস্ত। সঙ্গী-সঙ্গিনী হিসেবে এরা রসিক। এরা আনন্দ দিতে জানে, আনন্দ পেতে জানে। এরা পূর্ণ দৈহিক তৃপ্তি চায়। এরা সঙ্গী-সঙ্গিনীকে নিজের সমকক্ষ ভাবতে চায় না। এরা চায় প্রিয়জন তার পরিপূরক হোক। প্রিয়জন তার নেতৃত্ব নির্দ্বিধায় মেনে নিক। তবে এদের ঈর্ষা বা কর্তৃত্বপরায়ণ বলা যায় না। কারণ আকর্ষণ হারিয়ে ফেললে বা সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব মনে করলে এরা সম্পর্ক ছিন্ন করতে দ্বিধা করে না। পারিবারিক জীবনকে এরা বিশ্বাস ও আনন্দে পরিপূর্ণ রাখতে চায়। আবার সন্তানের প্রতিও এরা দায়িত্বসচেতন ও নিয়মানুবর্তী।

সুসম্পর্ক : নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসারী যে-কারো সাথেই ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এদের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারলে সহজেই মনের কাছাকাছি চলে যাওয়া যায়। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইলে এদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে এরা সম্মান পেলে অন্যকেও মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এরা কখনোই অন্যকে নিজের সমকক্ষ ভাবতে পারে না। তাই এদের নেতৃত্ব নিঃসংকোচে মেনে নিতে পারলে এবং নিজেকে সবসময় এদের পেছনে রাখতে ইচ্ছুক হলেই ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক কায়েম হতে পারে। তা না হলে সম্পর্ক হবে সাময়িক প্রয়োজনের। ৩-এর সাথে ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকার ভালো মিল হয়। ৬ ও ৯ সংখ্যার প্রতিও ৩ সংখ্যা সহজেই আকৃষ্ট হয়। বন্ধুত্ব, ব্যবসা, প্রেম ও বিয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগত আকর্ষণ ফলপ্রসূ রূপ নিতে পারে।

যে-কোনো মাসের ৩, ১২, ২১ বা ৩০ তারিখে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তিরই জন্মসংখ্যা ৩। এদের ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকাও বলা হয়। ৩ সংখ্যার সকল জাতক/জাতিকার বেলায়ই ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তবে **২১** জুন থেকে **২১** জুলাই এবং **২১** নভেম্বর থেকে **২১** ডিসেম্বরের মধ্যে এই তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মাঝে ৩ সংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকা অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত স্নায়বিক চাপে সহজেই আক্রান্ত হয়। স্নায়ু প্রদাহ, কটিবাত, ঠান্ডা, ফুসফুসের ব্যাধি, চর্মরোগ, বাতজ্বর ও লিভারের ব্যাধিতে এরা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। ফেব্রুয়ারি, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অসুস্থতা ও পরিশ্রমজনিত অবসাদ থেকে এদের সতর্ক থাকতে হবে।

সুস্বাস্থ্য ও শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকার নিয়মিত বিট, পেঁপে, আখ, জলপাই, লবঙ্গ, আপেল, আনারস, আমলকি, আঙুর, জাফরান, বাদাম, ডুমুর, পুদিনা, কচু, কচুশাক, কচুর ঘাটি, কচুর লতি, কাগজি লেবু, ঘৃতকুমারি, পুঁইশাক, ডাঁটা খাওয়া উচিত।

নেতিবাচক : ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকার মাঝে খুব সহজেই একনায়কত্বমূলক মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে পারে। আত্মপ্রকাশের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই এদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। এরা নিজেরাই নিয়ম তৈরি করে। নির্মমভাবে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিণতির কথা না ভেবেই অগ্রসর হয়। এরা কুশলী নয়। তাই ঝগড়াটে না হলেও তিক্ত সত্য কথা বলে অহেতুক শত্রু তৈরি করে। এদের বদমেজাজ ও আত্মগর্ব অপেক্ষাকৃত পরিশীলতাকে দূরে ঠেলে দেয়। এদের গতির সাথে তাল মেলাতে না পারলে সহজেই এরা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। অমিতাচার ও ফালতু বড়াই করে এরা নিজের বাস্তব সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে পারে।

পরামর্শ : সংখ্যাবিজ্ঞানের বিচারে ৩ সংখ্যা অত্যন্ত শক্তিশালী সংখ্যা। নেতৃত্ব ও সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করার শক্তি রয়েছে এ সংখ্যায়। ডিপ্লোম্যাসি ও সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারলে আপনার নেতৃত্বের পথ হবে বিস্তৃত। বদমেজাজ, অসহিষ্ণুতা ও অতিরিক্ত উচ্চাশা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জীবন সম্পর্কে সহজাত আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় অব্যাহত রাখতে হবে। অপব্যয় ও অমিতাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। অধীনস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। অপেক্ষাকৃত কম সফলদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আপনার গুণাবলির সাথে বিনয় ও সুবিবেচনা যোগ করতে পারলে আপনি সহজেই খ্যাতিমান ও সফল ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারবেন।

শুভাশুভ : সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর জন্যে ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকার শুভ তারিখ হচ্ছে প্রতি মাসের ৩, ১২, ২১ ও ৩০ তারিখ। **১১** জুন থেকে ২৮ জুলাই ও **২১** নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে এ তারিখগুলো আরো শুভ হতে পারে। শুভ দিন হচ্ছে বৃহস্পতিবার। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ তারিখ হচ্ছে ৬, ৯, ১৫, ১৮, ২৪ ও ২৭ তারিখ। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ দিন মঙ্গলবার ও শুক্রবার। শুভ তারিখগুলো শুভ দিনে পড়লে তা আরো শুভ হবে। শুভ সংখ্যা হচ্ছে ৩, ৬ ও ৯। শুভ রঙ হচ্ছে সকল শেডের নীল, বেগুনি, গোলাপি ও লাল। জন্মসংখ্যার শুভ স্পন্দন বাড়ানোর জন্যে এদের এসব রঙের কাপড় বেশি পরা উচিত। শুভ রত্ন হচ্ছে পোখরাজ ও এমিথিস্ট।

৩ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

মুসা মাইমোনাইড, আল বেরুনী, ভলটেয়ার, হেনরিখ বোল, মুলুক রাজ আনন্দ, মার্ক টোয়েন, আঁদ্রে মলরো, জালাল উদ্দীন রুমী, জ্যা পল সার্ত্রে, লিউন উরিস, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ফ্র্যাঞ্জ কাফকা, পাবলো নেরুদা, মিখাইল বুকানিন, ভ্যান গগ, ফ্যান্সিসকো গয়া, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, চার্লস ডারউইন, জ্যাক লন্ডন, সানাউল হক খান, শহীদ আখন্দ, শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবু জাফর শামসুদ্দীন, রেহমান সোবহান, মীজানুর রহমান, শাহাবুদ্দীন আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, মুফাখখারুল ইসলাম, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, জাহানারা ইমাম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আব্দুল মান্নান

সৈয়দ, নুরুল ইসলাম খান, আবুল মনসুর আহমদ, এজরা পাউন্ড, বুদ্ধদেব বসু, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বেলাল চৌধুরী, জগদীশ চন্দ্র বসু, আবদুল্লাহ আল মামুন, আহমদ ছফা, ইউসুফ শরীফ, জেমস মিচেনার, আওরঙ্গজেব, জুলিয়াস সিজার, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, আব্রাহাম লিঙ্কন, যোশেফ স্টালিন, উইনস্টন চার্চিল, সান ইয়াৎ সেন, জিয়াউল হক, বেনজীর ভুট্টো, ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং, মওলানা ভাসানী, মওলানা মওদূদী, ভিক্টোরিয়া প্রিন্সিপাল, ওবায়দুল হক সরকার, সোহেল রানা, ফাল্গুনী হামিদ, ফজলে লোহানী, বিসমিল্লাহ খান, হুমায়ুন চৌধুরী, সুধীন দাস, পল রয়টার, গিয়াস কামাল চৌধুরী, আহমেদ নূরে আলম, আলফ্রেড নোবেল, দিয়াগো ম্যারাডোনা, হাসানুল হক ইনু, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, কুট ওয়াল্ডহেইম, জামশেদজী টাটা।

জন্মসংখ্যা ৪

সংখ্যাবিজ্ঞানে ৪ সংখ্যা ইউরেনাসের প্রতীক। এ প্রতীক বিদ্রোহ, বিপ্লব, প্রতিবাদী চেতনা বা অপ্রত্যাশিত প্রক্রিয়ার। এ প্রক্রিয়া পরিবর্তনের, জীবনের নবতর উন্মেষের। তাই ৪ সংখ্যা নিজস্ব ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখতে অভ্যস্ত। যে-কোনো আলোচনায় রক্ষণশীলতার পরিবর্তে ভিন্নমত প্রকাশে এদের উৎসাহ বেশি। ভাবাবেগের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকেই এরা সবকিছু বিচার করতে চায়। এরা সহজে বুঝতে পারে। সহজে শিখতে পারে। এরা শান্তিপ্রিয়। ঝগড়া এড়াতে চায়। সহজে রাগে না। কিন্তু এদের চিন্তার সবটুকু এরা সাধারণত যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না! ভিন্নমতের প্রতিও রয়েছে এদের সহজাত দুর্বলতা। মনমেজাজের দিক থেকেও এরা কিছুটা খেয়ালী। আর হাসিমাখা মুখ নিয়ে মিশলেও সহজে বন্ধুত্ব করতে পারে না। তাই অন্যেরা এদের প্রায়ই ভুল বোঝে। মনে মনে এদের ভাবে প্রতিপক্ষরূপে। এদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল।

৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকা অস্বাভাবিক, অসাধারণ বা ব্যতিক্রমী বিষয়ের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। এদের ইনটুইশন ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রখর। স্বপ্নের চেয়ে বাস্তবের প্রতিই এদের বেশি ঝোঁক। এরা দক্ষ ও ভালো কর্মী হলেও এদের মাথা অন্য অনেকের মতো দ্রুত কাজ করতে পারে না। তাই এরা নিজস্ব পন্থায় অগ্রসর হয়। এ কারণে এদের কর্মপ্রক্রিয়া বা পরিকল্পনা সম্পর্কে আগাম কোনো মন্তব্য করা মুশকিল। এরা খুব সাধারণ বিষয়কেও উদ্ভাবনী চিন্তা দিয়ে নতুন ও চিত্তাকর্ষক বিষয়ে পরিণত করতে পারে। খুব তুচ্ছ কিছু এদের জাদুর ছোঁয়ার পত্রপুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠতে পারে।

৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সহজাত প্রবৃত্তিই এদের প্রচলিত ধ্যানধারণা, রসম-রেওয়াজ ও সামাজিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। সুযোগ পেলেই এরা বিরাজমান নিয়মকানুন বা জরাজীর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা ও ফালতু রীতিনীতি পাল্টে ফেলতে তৎপর হয়ে ওঠে। যে-কোনো সাংস্কৃতিক বা সমাজ বিপ্লবের ডাকে এরা সহজেই সাড়া দেয়। চেহারায় কিছুটা নির্লিপ্ত ভাব থাকলেও এরা অবহেলিতের প্রতি আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল। এরা চায় ভাগ্যোন্নয়নে সবাই সমান সুযোগ পাক। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা হাতে তুলে নিতে এদের কোনো কুণ্ঠা নেই। সম্পদ এদের তৃপ্তি দিতে পারে না। তাই সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ব্যাপারে এরা উদাসীন। তাই পার্থিব ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অন্য সংখ্যার জাতক/জাতিকার ন্যায় সাফল্য এরা খুব কমই অর্জন করে। এদের মনে রয়েছে দিগন্তের তৃষ্ণা। আর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিষণ্ণতা ও দুঃখবোধে ভোগে।

প্রেম-সংসার : ৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা একটু খেয়ালি, উদাসীন ও নির্লিপ্ত। তাই এরা সহজে হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে জড়াতে পারে না। সহজে প্রেমে পড়ে না। কিন্তু একবার প্রেমে পড়লে সে সম্পর্ক হয়ে ওঠে গভীর, আজীবনের। এরা প্রেমে বিশ্বস্ত। তবে এই বিশ্বস্ততা নিরঙ্কুশ প্রেমের জন্যে নয়, এটা হচ্ছে সহজে প্রেমে পড়তে না পারার জন্যে। দৈহিক তৃপ্তির চেয়ে মানসিক তৃপ্তিই এদের কাম্য। তবে এদের খেয়াল বোঝা সঙ্গী-সঙ্গিনীদের জন্যে অনেক সময়ই কষ্টকর। সন্তানসন্ততিকে এরা অন্যদের চেয়ে আলাদাভাবে মানুষ করতে চায়। পরিবারের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে এরা সহজেই উদ্যমী হয়ে ওঠে।

সুসম্পর্ক : নতুন ব্যতিক্রমী চিন্তার প্রতি আগ্রহী যে-কারো সাথে ৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বৈপ্লবিক, সমাজ সংস্কারমূলক বা উন্নয়নমূলক যে-কোনো কর্মকান্ডে এরা সহজেই অন্যের নেতৃত্ব মেনে কাজ করতে পারে। তাই সাধারণত সামাজিক ক্ষেত্রে এদের সাথে ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাঁধে না। এরা অন্যের সাথে খুব সহজে মিশতে পারলেও সহজে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করতে পারে না। এদের সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়তে হলে যথেষ্ট সময় নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কারণ একবার ঘনিষ্ঠতা হলে এরা সহজে তাকে ছাড়তে পারে না। বন্ধুরা এদের জীবনে উৎসাহ ও আনন্দের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু যে-কোনো তর্কে এরা এদের সাথেও লড়াকু ও প্রতিবাদী ভূমিকায় নামে। তাই এদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি বেশি। ৪ এর সাথে ১ ও ৪ সংখ্যার ভালো মিল হয়। ২, ৭ ও ৮ সংখ্যার প্রতিও ৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকার আকর্ষণ প্রবল। তবে ৪ ও ৮ এর সাথে বেশি ঘনিষ্ঠতা নিয়তির প্রভাব বাড়িয়ে দিতে পারে। বন্ধুত্ব, ব্যবসা, প্রেম ও বিয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগত আকর্ষণ ফলপ্রসূ রূপ নিতে পারে।

যে-কোনো মাসের ৪, ১৩, ২২ ও ৩১ তারিখে জন্মগ্রহণ করা প্রত্যেকের জন্মসংখ্যা ৪। এদের ৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকা বলা হয়। ওপরে বৈশিষ্ট্যগুলো ৪ সংখ্যার সকল জাতক/জাতিকার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তবে ২২ জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি এবং ২২ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বরের মধ্যে উক্ত তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা সাধারণত জটিল রোগে ভোগে। এদের রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা কঠিন। এরা টেনশন, বিষণ্নতা, মানসিক অবসাদ, রক্তশূন্যতা, হৃদরোগ, বাতব্যথা, পিঠে ব্যথা ও মূত্রাশয়ের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। জানুয়ারি, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে অসুস্থতা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদ থেকে এদের সতর্ক থাকা উচিত।

সুস্বাস্থ্য ও শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে ৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা নিয়মিত ডাব, আমলকি, জলপাই, আখ, টমেটো, কচু, ঢেঁড়শ, ওলটকম্বল, আনারস, আলুবোখারা, এলাচি, লেটুস, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর খাওয়া উচিত। এদের কাবাব ও টিনজাত খাদ্য এড়িয়ে চলা উচিত।

নেতিবাচক : ৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকার মাঝে খেয়ালপিনার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটতে পারে। এরা হতে পারে অবাধ্য ও বিদ্রোহী। বিদ্রোহের মনোভাব এদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত করতে পারে। খেয়ালিপনা দ্বারা এরা নিজের জীবনকেই দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে। নিজের ব্যাপারে উচ্চধারণার ফলে এরা নিজেদের ভুলত্রুটি সহজে ধরতে পারে না। অতি অনুভূতিপ্রবণতার কারণে এরা সহজেই মানসিকভাবে আহত হয়। অনেক সময়ই একাকিত্ববোধ, বিষাদক্লিষ্টতা ও হতাশা এদের পেয়ে বসে। বিকৃত চিন্তা ও রুচি এদের মধ্যে সহজেই বাসা বাঁধতে পারে। স্থিরতা ও চিন্তাভাবনার ধারাবাহিকতার অভাব এদের জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

পরামর্শ : সংখ্যাবিজ্ঞানের বিচারে ৪ সংখ্যা পরিবর্তন, উদ্ভাবন ও নতুনত্বের সংখ্যা। নতুন কিছু করার, সমাজকে নতুন কিছু দেয়ার শক্তি রয়েছে এ সংখ্যায়। নতুন ধ্যানধারণার সাথে পরিমিতি বোধ ও বাস্তবতার সমন্বয় করতে পারলে আপনার সাফল্য কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আপনি দক্ষ। কর্মজীবনে নিয়ম ও ধারাবাহিকতার প্রক্রিয়া রক্ষা করতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছা আপনার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। কাজে ও আচার আচরণে খেয়ালিপনা পরিহার করতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে অহেতুক তর্ক করার প্রবণতা বাদ দিতে হবে। বৈপ্লবিক চেতনাকে পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে। সমাজ জীবনে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে হবে। আপনার অফুরন্ত বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিকে চতুর্ভুজের সুসমবাহুর নিয়ন্ত্রিত খাতে প্রবাহিত করতে হবে।

শুভাশুভ : যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার জন্যে ৪ সংখ্যার জাতক/জাতিকার শুভ তারিখ হচ্ছে ৪, ১৩, ২২ ও ৩১। ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ২১ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে এ তারিখগুলো আরো ফলপ্রসূ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ তারিখ হচ্ছে ১, ২, ৭, ১০, ১১, ১৬, ১৯, ২০, ২৫, ২৮ ও ২৯ তারিখ। শুভ দিন হচ্ছে শনি, রবি ও সোমবার।

শুভ দিনে শুভ তারিখ পড়লে শুভ প্রভাব আরো বাড়বে। শুভ সংখ্যা হচ্ছে ১, ২, ৪ ও ৭। শুভ রঙ হচ্ছে সকল শেডের নীল, ধূসর হলুদ ও সোনালি। জন্মসংখ্যার শুভ স্পন্দন বাড়ানোর জন্যে এদের এ রঙের কাপড়-চোপড় বেশি পরা উচিত। শুভ রত্ন হচ্ছে ইন্দ্রনীলা বা স্টারনীলা।

৪ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

আইজ্যাক নিউটন, আলবেয়ার কামু, লর্ড বায়রন, শোপেন হাওয়ার, স্যামুয়েল বেকেট, ইমানুয়েল কান্ট, রবার্ট ওপেনহাইমার, রোনাল্ড রম, আল্লামা ইকবাল, কাজী নজরুল ইসলাম, রিচার্ড ওয়াগনার, ওয়াল্ট হুইটম্যান, ডব্লিউ বি ইয়েটস, ইরিক মারিয়া রেমার্ক, পি বি শেলী, আলফ্রেড হিচকক, নাজিম হিকমত, এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড, ইয়াহুদী মেনুহিন, ভ্লাদিমির নবোকভ, মাইকেল ফেরাডে, ইবনে খালেকান, ডরিস লেসিং, জন রীড, জন কিটস, টমাস কার্লাইল, রাইনার মারিয়া রিলকে, হেনরিক হেইন, শ্রীনিবাস রামানুজন, মুহাম্মদ মনসুরুদ্দীন, আবু সাঈদ চৌধুরী, আল মাহমুদ, রফিক আজাদ, আবু জাফর ওবায়েদ উল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আখতার-উল-আলম, রাজা রামমোহন রায়, জুবাইদা গুলশান আরা, জিদ্দু কৃষ্ণমূর্তি, ফজলে রাব্বি, নির্মলেন্দু গুণ, প্রেমচাঁদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, রবীন্দ্র গোপ, হুমায়ুন আহমেদ, রশীদ চৌধুরী, আঁদ্রে জিদ, আলী ইমাম, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জর্জ ওয়াশিংটন, এডওয়ার্ড কেনেডি, ভি আই লেনিন, সম্রাট জাহাঙ্গীর, নাদির শাহ, মার্গারেট থেচার, নরোদম সিহানুক, চার্লস দ্য গল, আর্থার কোনান ডয়েল, দেং শিয়াও পিং, হায়দার আকবর খান রনো, চার্লস লিন্ডবার্গ, অড্রে হেপবার্ন, খান জয়নুল, আজমল হুদা মিঠু, নিয়াজ মোর্শেদ, ব্রুক শিল্ড, বাদল রহমান, জিনা লোলো ব্রিজিদা, বুলবুল আহমদ, সাবিনা ইয়াসমিন, আসাদুজ্জামান নূর, ঋত্বিক ঘটক, আতাউর রহমান, লুই আর্মস্ট্রং।

জন্মসংখ্যা ৫

সংখ্যাবিজ্ঞানে ৫ সংখ্যা বুধের প্রতীক। এ প্রতীক বুদ্ধি, জ্ঞান ও চাঞ্চল্যের। এ চাঞ্চল্য মানসিক বিকাশ, যোগাযোগ ও কর্মের।

৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা তাই কর্মচঞ্চল, উচ্ছল ও বহুমুখী মেধাসম্পন্ন। এরা মানসিকভাবে জাগ্রত। মানসিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত। সার্বক্ষণিক উত্তেজনা ও ব্যস্ততা এদের পছন্দ। দ্রুত চিন্তা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে এরা অভ্যস্ত। কাজেকর্মে এরা তাড়না দিয়ে পরিচালিত। ধীরস্থির কাজের প্রতি এদের অনীহা জন্মগত। এদের চারিত্রিক স্থিতিস্থাপকতা চমৎকার। কঠিন আঘাত পাওয়ার পরও এরা দ্রুত তা সামলে ওঠে। কোনোকিছুই এদের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকা চতুর, মিশুক ও সদালাপী। এরা সহজেই অন্যের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এরা কুশলী পদক্ষেপ ও মিষ্টি কথায় অন্যকে সহজে প্রভাবিত করতে পারে। নিজের উদ্দেশ্য হাসিলে এরা সহজেই অন্যকে ব্যবহার করতে পারে। এরা ভ্রমণ ও বৈচিত্র্য ভালবাসে। চিন্তায়, কর্মে ও পারিপার্শ্বিকতায় বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ায়। একঘেয়েমি কাজ বা পরিবেশ সহজেই এদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। এরা এডভেঞ্চারপ্রিয়। তাই নতুন ও রোমাঞ্চকর যে-কোনো কিছুতে সহজেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মনের গহীনে ব্যর্থতার ভীতি থাকলেও এরা বাইরে তা কখনো প্রকাশ পেতে দেয় না।

৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকার মধ্যে উচ্চতর কল্পনা ও সৃজনশীলতা থাকলেও সাধারণভাবে এরা কারিগরি, বৈষয়িক ও আর্থিক ব্যাপারেই আগ্রহী হয়ে ওঠে। কম পরিশ্রমে দ্রুত টাকা উপার্জনের ফন্দিফিকির উদ্ভাবনে এরা দক্ষ। কাজের জন্যে যে-কোনো ঝুঁকি গ্রহণে এরা সদাপ্রস্তুত। তাই জুয়া, ফটকাবাজারী বা দালালির প্রতি এরা আকৃষ্ট হতে পারে। আর্থিক লাভ এদের কাছে

সাফল্যের মাপকাঠি। এই লক্ষ্য অর্জনে এরা দ্রুত কাজ বা স্থান পরিবর্তন করতে পারে। অবশ্য এদের একটা শ্রেণি নিজস্ব মেধার বিকাশকেই গুরুত্ব দেয়। যোগ্যতা, মেধা ও সাহস থাকা সত্ত্বেও এদের জীবনে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অভাব দেখা যায়। তাই এদের জীবন হতে পারে বেশ পরিবর্তনশীল।

প্রেম-সংসার : ৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকা বৈষয়িক সাফল্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাই এদের প্রেমাবেগ অনেকটা ভাসা ভাসা। প্রজাপতির মতো এরা ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়াতে চায়। চোখের বাইরে গেলে মনেরও বাইরে চলে যায়। বৈচিত্র্যের প্রতি ভালবাসা এদের ব্যক্তিজীবনকেও প্রভাবিত করতে পারে। গভীর প্রেমে পড়ে গেলে আলাদা কথা, তা না হলে আর্থিক বিবেচনা এদের বিচার সিদ্ধান্তকে বেশি প্রভাবিত করে। এদের জীবনে দ্বিতীয় বিয়ের সম্ভাবনা থেকে যায়। এরা পারিবারিক জীবনকে বৈচিত্র্য ও আনন্দে ভরপুর রাখতে চায়। সন্তানের পেছনে সময় ও শ্রম এরা খুব কমই দিতে পারে।

সুসম্পর্ক : ৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সাথে যে-কারো সহজ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ এরা মিশুক, সদালাপী ও কুশলী। কিন্তু এ সম্পর্ক সাধারণত গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয় না। বেশির ভাগ সময়েই এরা প্রয়োজনে বন্ধুত্ব করে, প্রয়োজনে দূরে সরে যায়। তাছাড়া বৈষয়িক লাভ লোকসানের চিন্তা এদের মনকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করে রাখে। এই প্রায়শ অর্থচিন্তা অন্যদের বিরক্তির কারণ হতে পারে। তবে বৈষয়িক সাফল্যকে যারা প্রাধান্য দেয়, তাদের সাথে এদের দ্রুত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। সাধারণভাবে এদেরকে ঠিক বন্ধুত্বে বিশ্বস্ত বলা যায় না। ৫-এর সাথে ৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সম্পর্ক সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়। যে-কোনো সংখ্যার সাথে এরা মিশতে পারলেও বন্ধুত্ব, প্রেম, বিয়ে ও ব্যবসায় ৩ ও ৭ সংখ্যার প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকবে।

যে-কোনো মাসের ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্মসংখ্যা ৫। এদের ৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকা বলা হয়। তবে ২১ মে থেকে ২৩ জুন এবং ২২ আগস্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উক্ত তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা সাধারণত স্নায়ু প্রদাহ, অনিদ্রা, টেনশন, প্যারালাইসিস, অন্ত্র ও পাকস্থলীর পীড়ায় আক্রান্ত হতে পারে। জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে শারীরিক অসুস্থতা বা অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদ থেকে এদের সতর্ক থাকা উচিত।

সুস্বাস্থ্য ও দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে ৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকার নিয়মিত দুধ, খেজুর, পেঁপে, আম, আনারস, গাজর, লাউ, লেবু, বাদাম, পুদিনা, নাশপাতি, জই, ডাঁটা, থানকুনি পাতা, লেটুস, মধু, ধনেপাতা, জৈন, গুয়ামৌরি খাওয়া উচিত।

নেতিবাচক : ৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকার মধ্যে অস্থিরতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটতে পারে। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অভাব এদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিতে পারে। অর্থ ও সম্পদের লোভ এদের জালিয়াতি, প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইলের মাঝে নিমগ্ন করে দিতে পারে। সর্বস্ব নিয়েও এরা জুয়া খেলতে পারে। চালাক হওয়া সত্ত্বেও লোভবশত এরা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে। এরা মানসিক শক্তিতে চলে, তাই সহজেই টেনশনে ভোগে ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অনেক কিছু করতে গিয়ে শক্তি ক্ষয় করে স্নায়বিক অবসাদ বা বৈকল্যে আক্রান্ত হতে পারে। এরা আত্মপ্রচারণা, অন্যের সমালোচনা ও মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। বাচালতা দ্বারা নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে পারে।

পরামর্শ : সংখ্যাবিজ্ঞানের বিচারে ৫ সংখ্যা মানসিক শক্তি ও বহুমুখী মেধার সংখ্যা। বৈচিত্র্য, নতুনত্ব ও চমৎকারিত্বে উদ্ভাসিত করার শক্তি রয়েছে এ সংখ্যায়। তবে শুধুমাত্র বৈষয়িক সাফল্যের চিন্তা আপনার সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিকে নষ্ট করতে পারে। আর্থিক লাভ লোকসানের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে আপনার জীবনে বড় ধরনের সাফল্য আসবে। আপনার বহুমুখী মেধাকে একক লক্ষ্যাভিসারী করতে হবে। বৈচিত্র্যপ্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা ও জুয়ার

মনোবৃত্তি পরিহার করতে হবে। সাহসী মনকে কাজে লাগাতে হবে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণে। বন্ধু ও প্রিয়জনদের প্রতি আরো আন্তরিক হতে হবে। তাহলে আপনার জীবন আরো সফল ও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

শুভাশুভ : যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার জন্যে ৫ সংখ্যার জাতক/জাতিকার শুভ তারিখ হচ্ছে ৫, ১৪ ও ২৩ তারিখ। ২১ মে থেকে ২৩ জুন এবং ২২ আগস্ট থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ তারিখ গুলো আরো ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ তারিখ হচ্ছে ৩, ৭, ১২, ১৬, ২১, ২৫ ও ৩০ তারিখ। শুভ দিন হচ্ছে বুধবার। বৃহস্পতিবারও এদের জন্যে ভালো। শুভ তারিখ গুলো শুভ দিনে পড়লে তা আরো শুভ হবে। শুভ সংখ্যা হচ্ছে ৫। এদের শুভ রঙ হচ্ছে হালকা ও উজ্জবল রঙ। হালকা নীল, হালকা ধূসর, ক্রিম ও সাদা। সংখ্যার শুভ স্পন্দন বাড়ানোর জন্যে এদের এ রঙের কাপড়-চোপড় বেশি ব্যবহার করা উচিত। কালো ও লাল রঙ এদের এড়িয়ে চলা উচিত। শুভ রত্ন ওপাল ও হীরক।

৫ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

এলবার্ট আইনস্টাইন, কার্ল মার্কস, আর্নল্ড টয়েনবি, কোপারনিকাস, ওয়ারনার ভন ব্রাউন, ম্যাক্স প্ল্যাংক, সোরেন কিয়ার্কেগার্ড, এডাম স্মিথ, গার্সিয়া লোরকা, জেরজি কজিনস্কি, আইজ্যাক বাশোভিজ সিঙ্গার, আর্থার কোয়েসলার, আর্থার হেইলি, রবার্ট ফুলটন, টাইকো ব্রাহা, মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, আল্লামা আবুল ফজল, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ড. আম্বেদকর, মেহের কবীর, সানাউল হক, সাযযাদ কাদির, মনিরুদ্দীন ইউসুফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জহির রায়হান, আমজাদ হোসেন, রশীদ করীম, শহীদ কাদরী, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, জহরলাল নেহেরু, সম্রাট শাহজাহান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, নেতাজী সুভাষ বসু, আইয়ুব খান, আইসেন হাওয়ার, চিত্তরঞ্জন দাশ, রেক্স হ্যারিসন, গ্রেগরি পেক, ওয়াসিম, ওস্তাদ আলী আকবর খান, জুলি ক্রিস্টি, লী মেজরস, জর্জ লুকাস, জোয়ান কলিন্স, চে গুয়েভারা, রাজ বাব্বার, মহাদেব সাহা, জসীম, উত্তম কুমার, র‍্যাকুয়েল ওয়েলচ, রজার মূর, পেলে, হানিফ সংকেত, ওয়াল্ট ডিজনি, লিন পিয়াও, এ এ আদমজী, টমাস ম্যালথাস, ওয়াল্টার লিপম্যান।

জন্মসংখ্যা ৬

সংখ্যাবিজ্ঞানে ৬ সংখ্যা শুক্রের প্রতীক। এ প্রতীক সৌন্দর্য, মমতা ও প্রেমের। এ প্রেমের লক্ষ্য সৃষ্টি, সমন্বয় ও শান্তি।

৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা সহজাত মাধুর্য ও আকর্ষণীয় ক্ষমতার অধিকারী। দৈহিক গঠন নিখুঁত না হলেও এদের মাধুর্য সহজেই অন্যকে কাছে টানে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এদের রয়েছে এক অদৃশ্য টান। তেমনি বিপরীত লিঙ্গও এদের প্রতি সহজে মোহিত হয়। এরা রোমান্টিক ও সৌন্দর্যপ্রিয়। সুন্দরের মাঝেই এরা থাকতে চায়। শিল্প, কবিতা ও সংগীতের মাঝে এরা সহজেই ডুবে যেতে পারে। রঙের সুষম প্রয়োগে এরা দক্ষ। সুর ও ছন্দ সহজেই এদের মনে দোলা দেয়। বেসুরো কোনকিছুই এরা পছন্দ করে না। তাই সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এদের সবচেয়ে প্রিয়। সাধারণভাবে শান্তি ও সৌহার্দ্যের জন্যে এরা ত্যাগ স্বীকারেও কুণ্ঠিত হয় না।

৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকা রোমান্টিক হলেও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আদর্শবাদী হলেও বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন। জীবনের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি সুষম। আচার-আচরণ মার্জিত হলেও নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাধারণত এরা দৃঢ়। কোনো উদ্দেশ্য বা কর্তব্যের খাতিরে এরা অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে পারে। তবে জীবন চলার পথে এরা ধীরে অগ্রসর হয়। প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে এরা শিক্ষা গ্রহণ করে। জীবনের ক্রমবিকাশে এরা বিশ্বাসী। আকস্মিকতা ও হঠাৎ পরিবর্তন বা গোলযোগ এরা অপছন্দ করে।

৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা বুদ্ধিমান ও খোলামনের অধিকারী। এরা শক্তির চেয়ে কৌশলে বিশ্বাসী। প্রতিপক্ষকে কৌশলে কাবু করতে চায়। যে-কোনো আলোচনায় এরা সূক্ষ্ম ও সাবলীল। কথার মারপ্যাঁচে প্রতিপক্ষ নিজের অজান্তেই পরাজয় মেনে নেয়। এরা বন্ধুবান্ধব বা সঙ্গী ছাড়া চলতে পারে না। সৌন্দর্য ও আরামপ্রিয়তার জন্যে এদের মাঝে এক ধরনের আলস্য দেখা দিতে পারে। তাই এদের জীবনে অনুপ্রেরণা প্রয়োজন। বন্ধু ও প্রিয়জন এদের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। সবকিছুর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময়েই এরা টেনশনে ভোগে। তবে মনের ভেতরে দুশ্চিন্তা থাকলেও এরা মূলত আশাবাদী।

প্রেম-সংসার : ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকা মূলত প্রেমিক। এরা স্নেহের কাঙাল। ভালবাসার জন্যে এরা যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। প্রেম-ভালবাসায় এরা পুরোপুরি মানসিক ও দৈহিক তৃপ্তি পেতে চায়। দেহ ও মন দিয়ে এরা পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে। অবসর সময় এরা প্রিয়জনদের মাঝে কাটায়। সাধ্যের মধ্যে পরিবার-পরিজনের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে কোনো ত্রুটি করে না। ঘরে সকল সৌন্দর্য ও আনন্দ উপকরণের সমাবেশ ঘটায়। এরা ঘর ও পারিবারিক পরিমন্ডলকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে রাখে। বন্ধু ও আত্মীয়দের সুসজ্জিত ঘরে আপ্যায়ন করে গর্ববোধ করে। পারিবারিক জীবনে এরা সবসময়ই ঝগড়া ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলতে চায়। তবে এদের প্রতি বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে।

সুসম্পর্ক : ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সাথে সৌন্দর্য পিপাসু ও শান্তিপ্রিয়দের সহজেই সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এরা মূলত বন্ধুবৎসল। বন্ধুরা এদের অনুপ্রেরণার উৎস। কারো সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হলে ধীরে ধীরে তা গভীর হতে থাকে। ব্যক্তিগত মাধুর্যের কারণে অন্যেরা খুব সহজেই এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে এদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে বন্ধুদের মেজাজ সবসময় সংযত রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ একবার এদের রাগিয়ে দিলে এরা সমালোচনামুখর হয়ে উঠতে পারে। এদের বন্ধুত্ব দেয়ার ও নেয়ার। দেয়া-নেয়া সুষম হলেই এদের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি হলে তা আর টেকে না। ৫-এর পর ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকাদের বন্ধুত্ব করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। ৬ ছাড়াও ৩ ও ৯ সংখ্যার প্রতি ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সহজাত টান রয়েছে। এদের পারস্পরিক মিলও ভালো। বন্ধুত্ব, ব্যবসা, প্রেম ও বিয়ের ক্ষেত্রে এ সংখ্যাগত আকর্ষণ ফলপ্রসূ রূপ নিতে পারে।

যে-কোনো মাসের ৬, ১৫ ও ২৪ তারিখে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্মসংখ্যা ৬। এদের ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকাও বলা হয়। তবে ২১ এপ্রিল থেকে ২৮ মে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে উক্ত তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা সাধারণত গলা, নাসিকা, ফুসফুস, লিভার, কিডনি ও মূত্রাশয়ের ব্যাধি, কটিবাত, গেঁটে বাত ও এলার্জিতে আক্রান্ত হয়। প্রত্যেক বছরে মে, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অসুস্থতা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদ থেকে এদের সতর্ক থাকা উচিত। সুস্বাস্থ্য ও দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকার নিয়মিত মটরশুঁটি, ছোলা, শিম, তুলসি পাতা, যষ্টিমধু, আদা, লবঙ্গ, পুঁইশাক, ধনেপাতা, পেঁপে, কিশমিশ, কলা, পুদিনা, তরমুজ, আখ, কচু, বাদাম, ডুমুর, ঘৃতকমল খাওয়া উচিত।

নেতিবাচক : ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকার মধ্যে সুবিধাবাদের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। ইন্দ্রিয়সুখপ্রিয়তা এদের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করতে পারে। আলস্য ও সিদ্ধান্তহীনতা এদের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিতে পারে। আলাপচারিতাকে এরা গুজব ও স্ক্যান্ডাল প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করতে পারে। অন্যের মনে ছাপ ফেলার জন্যে এরা নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দিতে গিয়ে সহজেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। প্রেমাসক্তি এদের কাল হতে পারে। প্রেমের নামে কোনো চতুর পুরুষ বা ছলনাময়ী নারী এদের কৃতদাসে পরিণত করতে পারে। শান্তির নামে বা অন্যের মন রক্ষার জন্যে অন্যায়কে মেনে নিতে পারে। কেউ কেউ হতে পারে-'না' বলতে, প্রতিবাদ করতে অক্ষম।

পরামর্শ : সংখ্যাবিজ্ঞানের বিচারে ৬ সংখ্যা প্রেম ও আনন্দের সংখ্যা। শৈল্পিক সৃজনশীলতার বিকাশ ও শান্তিপ্রিয়তার শক্তি নিহিত আছে এ সংখ্যায়। ব্যক্তিগত মাধুর্যই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। সৌন্দর্য, রঙ, ছন্দ ও সুর সম্পর্কিত সহজাত চেতনাকে কাজে লাগালে আপনি বড় লেখক বা শিল্পীতে পরিণত হতে পারেন। শান্তিপ্রিয়তার সাথে সাথে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে আপনাকে দৃঢ় ভূমিকা নিতে হবে। জীবনকে এক আদর্শিক ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। সৌন্দর্যপ্রিয়তা যেন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। আর সতর্ক থাকুন, প্রেমই যেন আপনার জীবনের অভিশাপ না হয়। ঈর্ষা ও ক্রোধ থেকে দূরে থাকুন। জীবনে সফল হওয়ার অনেক গুণই আপনার মধ্যে রয়েছে।

শুভাশুভ : যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর জন্যে ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকার শুভ তারিখ হচ্ছে ৬, ১৫ ও ২৪ তারিখ। ২১ এপ্রিল থেকে ২৮ মে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে এ তারিখগুলো আরো ফলপ্রসূ হবে। এদের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ তারিখ হচ্ছে ৩, ৯, ১২, ১৮, ২১, ২৭ ও ৩০ তারিখ। শুভ দিন হচ্ছে বৃহস্পতি ও শুক্রবার। শুভ তারিখগুলো শুভ দিনে পড়লে তা আরো শুভ। শুভ রঙ হচ্ছে সকল শেডের নীল, বেগুনি, গোলাপি ও লাল। সংখ্যার শুভ স্পন্দন বাড়ানোর জন্যে এ রঙের কাপড়-চোপড় বেশি পরা উচিত। শুভ রত্ন হচ্ছে ফিরোজা ও পান্না।

৬ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

দাঁন্তে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খলিল জিবরান, ইবনে বতুতা, সিগমন্ড ফ্রয়েড, এলবার্ট শোয়াইজার, গ্যালিলিও, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, মিখাইল শোলেকভ, টমাস ম্যান, আলেকজান্ডার পুশকিন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জন কেনেথ গলব্রেথ, মেঘনাদ সাহা, মারিয়ো পুজো, পি জে ওডহাউজ, ভার্জিল, ফ্রেডরিখ নিটশে, ম্যাক্স মূলার, ড. আখলাকুর রহমান, ম্যাথু আর্নল্ড, শামসুর রাহমান, প্রমথেশ বড়ুয়া, আব্দুল হাফিজ, শিকদার আমিনুল হক, আতিকুল হক চৌধুরী, আবুল হোসেন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এনামূল হক, অরবিন্দ, রশীদ হায়দার, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, এম এন রায়, সম্রাট বাবর, সম্রাট আকবর, রোনাল্ড রিগান, জামাল আব্দুন নাসের, সম্রাট হুমায়ুন, আঁদ্রে গ্রোমিকো, নেপোলিয়ান, খালেদা জিয়া, খন্দকার মুশতাক, গুস্তফ ইফেল, এরিস্টটল ওনাসিস, নেইল ডায়মন্ড, ইভা ব্রাউন, এ এন হামিদুল্লাহ, খায়রুল আলম সবুজ, দিলীপ ভেং সরকার, হ্যারি হুডিনি, সৈয়দ আমীর আলী, শার্লি ম্যাকলেইন, বারবারা স্ট্রেইস্যান্ড, নে উইন, শোয়েকার্নো, সুনীল দত্ত, সিলভেস্টার স্ট্যালোন, রাইসুল ইসলাম আসাদ, আদনান খাশোগী, বোরহান জাদেহ, লে করভেস্যর, সিদ্দিকুর রহমান, মোহাম্মদ রফি, আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ।

জন্মসংখ্যা ৭

সংখ্যাবিজ্ঞানে ৭ সংখ্যা নেপচুনের প্রতীক। এ প্রতীক সূক্ষ্ম অনুভূতি, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও দিগন্তের তৃষ্ণার। এ তৃষ্ণা উচ্চতর মানসিক স্তরে উত্তরণের।

৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকা মুক্তমনা। এরা সহজাতভাবেই অস্থিরচিত্ত। তাই পরিবর্তন ও ভ্রমণ এদের প্রিয়। তবে এরা চাপা, মার্জিত, পরিশীলিত ও নির্জনতাপ্রিয়। এদের চেহারায় একটা সৌম্য আকর্ষণ ও গাম্ভীর্য সুপ্ত থাকে। তাই পরিধানের ছেঁড়া কাপড় এদের ব্যক্তিত্বের মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে ম্লান করতে পারে না। বৈষয়িক বিষয়ের চেয়ে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ধ্যান-ধারণার প্রতিই এদের আকর্ষণ বেশি। এদের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ক্ষমতা আছে। এদের স্বপ্নে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত থাকে। সহজাত দিগন্তের তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে এরা সুযোগ পেলেই দূরদেশ সফরে বেড়িয়ে পড়ে। দূরের মানুষের সাথে মিলে গড়ে তোলে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। চিন্তার আন্তর্জাতিকতা এদের প্রভাবিত করে সহজে। মানবিক শান্তি ও সম্প্রীতি এদের কাম্য।

৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকা কল্পনাপ্রবণ। নিরস বিষয়েও এরা গভীরভাবে কল্পনা করতে পারে। এরা সাধারণত ইনটুইশন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যের সম্পর্কে এরা সহজেই ধারণা করতে পারে। বহুমুখী মেধার জন্যে সবকিছুর

সাথেই নিজেকে জড়াতে চায়। কোনো নিয়মে এরা নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে না। সাগরের গভীরতা, বৈচিত্র্য ও সদা পরিবর্তনশীলতার এক ক্ষুদ্র সংস্করণরূপে এরা প্রতিভাত হতে পারে। শিল্প সাহিত্যের প্রতি এদের অনুরাগ জন্মগত। এক্ষেত্রে এরা রাখতে পারে স্বকীয় সম্ভাবনার স্বাক্ষর।

৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকা বৈষয়িক সাফল্যের প্রতি তেমন মনোযোগী নয়। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে এদের ধারণা স্পষ্ট। এদের বৈষয়িক পরিকল্পনাও বেশ চমৎকার। কিন্তু সাধারণত এরা এই পরিকল্পনা নিজে বাস্তবায়িত করতে পারে না। এদের ইনটুইশনকে কাজে লাগিয়ে অন্যেরা লাভবান হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ বা ব্যবসার অধিকারী হলে এরা তা দেখাশোনার জন্যে অন্য লোক নিয়োগ করে। আর নিজে ছোটে মন ও আত্মার সন্তুষ্টির পেছনে। এরা গতানুগতিক ধর্মীয় রীতিনীতির চেয়ে আধ্যাত্মিকতার মাঝেই ডুব দিতে চায়। বিত্তবান হলে এরা সমাজ ও আর্তের সেবায় অর্থব্যয়ে দ্বিধা করে না। অনুপ্রেরণা পেলে বা মহৎ কিছু করার জন্যে এরা প্রবল ইচ্ছা ও ধীশক্তির পরিচয় দিতে পারে।

প্রেম-সংসার : ৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকা মূলত স্বাপ্নিক ও রোমান্টিক। কল্পনার চোখে এরা প্রিয়জনকে দেখে। অল্প বয়সেই এরা প্রেমে পড়ে। বিয়ের পরও এরা রোমান্সে জড়িয়ে পড়তে পারে। এরা কারো অনুভূতিকে সহজে আহত করতে পারে না। তাই বিয়ের ব্যাপারে সহানুভূতিবশত ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রেমিক/প্রেমিকা হিসেবে এরা কিছুটা দোদুল্যমান। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে এরা প্রায়ই দুশ্চিন্তায় ভোগে। প্রিয়জনকে এরা কখনো আহত করতে চায় না। পরিবার-পরিজনের সন্তুষ্টির জন্যে এরা অনেক সময়ই সাধ্যের বাইরে ব্যয় করে। এরা একই সাথে দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তি পেতে চায়। ৭ সংখ্যার জাতিকারা সাধারণত বিয়ের ব্যাপারে ভাগ্যবতী।

সুসম্পর্ক : আত্মিক বা শৈল্পিক চেতনাসম্পন্ন যে-কারো সাথে ৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সহজেই সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এদের জীবনে বন্ধুদের ভূমিকা অনেকটা নোঙরের মতো। বন্ধুদের দ্বারা এরা সহজেই প্রভাবিত হয়। তাই একজন ভালো বন্ধু যেমন এদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তেমনি অসৎ বন্ধুরা এদের দ্রুত অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দিতে পারে। এরা অন্যের মুড সহজেই বোঝে। কথার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা সহজেই আঁচ করতে পারে। তাই বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে এদের তেমন কোনো সমস্যা হয় না। এদের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকটা নির্ভর করে বন্ধু বাছাই করার ওপর। এদের জীবনে বিশ্বস্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বন্ধুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ১, ২, ৪ ও ৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সাথে ৭ সংখ্যার ভালো মিল হয়। এদের পারস্পরিক আকর্ষণও যথেষ্ট। বন্ধুত্ব, ব্যবসা, প্রেম ও বিয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগত আকর্ষণ ফলপ্রসূ রূপ নিতে পারে।

যে-কোনো মাসের ৭, ১৫ ও ২৫ তারিখে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্মসংখ্যা ৭। এদের ৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকাও বলা হয়। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ মার্চ এবং ২১ জুন থেকে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে উক্ত তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা পারিপার্শ্বিকতার সামান্য বিরূপতায় টেনশন, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতায় আক্রান্ত হতে পারে। স্নায়বিক ব্যাধি, এলার্জি, চর্মরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পাকস্থলীর পীড়া, মাথাব্যথা ও অনিদ্রায় এরা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, জুলাই ও আগস্ট মাসে অসুস্থতা বা পরিশ্রমজনিত অবসাদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

সুস্বাস্থ্য ও দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে এদের নিয়মিত লেটুস, করলা, উচ্ছে, বাঁধাকপি, ভাউত্তাশাক, হেলেঞ্চা শাক, টক পালং, শশা, মাশরুম, তরমুজ, আখ, পেঁপে, লেবু, কমলা, মধু ও দুধ পান করা উচিত। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণে আপনি মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

নেতিবাচক : ৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা হতে পারে অবাস্তব কল্পনাবিলাসী। পরনির্ভরশীলতা এদের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে ব্যাহত করে। সিদ্ধান্তহীনতা, দোদুল্যমানতা ও দীর্ঘসূত্রিতায় এদের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এরা সবকিছু তালগোল

পাকিয়ে ফেলতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এরা সবসময় অনিশ্চয়তায় ভোগে। বিরূপ পারিপার্শ্বিকতা বা ভাগ্যবিপর্যয়ের আশঙ্কা এদের বিষণ্ন করে রাখে। এরা সহজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়তে পারে। পরিবর্তনশীলতার জন্যে স্থানীয় নোঙরের অভাব এদের জীবনের বাস্তব সম্ভাবনাকে অলীক স্বপ্নে রূপান্তরিত করতে পারে।

পরামর্শ : সংখ্যাবিজ্ঞানের বিচারে ৭ সংখ্যা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও ইনটুইশন এর সংখ্যা। আত্মিক, মানসিক ও শৈল্পিক বিকাশের স্বর্ণসম্ভাবনা নিহিত আছে এ সংখ্যায়। ইনটুইশনই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের মন-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করুন। পরনির্ভরতা বাদ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হোন। আপনার প্রচন্ড কল্পনাশক্তিকে সৃজনশীলতায় পরিণত করুন। শুধু কল্পনায় গা না ভাসিয়ে পরিশ্রমী হোন। আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি বৈষয়িক দিকের প্রতি খেয়াল রাখুন। পরিবর্তনশীল মনকে নদীর মতো প্রবহমান ও লক্ষ্যাভিসারী করুন। আর ভবিষ্যৎ নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না। কারণ ৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা মূলত ভাগ্যবান।

শুভাশুভ : যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর জন্যে ৭ সংখ্যার জাতক/জাতিকার শুভ তারিখ হচ্ছে ৭, ১৬ ও ২৫ তারিখ। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ মার্চ ও ২০ জুন থেকে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে এ তারিখগুলো আরো শুভ হবে। এদের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ তারিখ হচ্ছে ১, ২, ১০, ১১, ১৯, ২০, ২৮ ও ২৯ তারিখ। শুভ দিন হচ্ছে সোমবার ও রবিবার। শুভ তারিখগুলো শুভ দিনে পড়লে তা আরো শুভ হবে। এদের শুভ রঙ হচ্ছে সকল শেডের সবুজ, হলুদ, গোলাপি ও সাদা। সংখ্যার শুভ স্পন্দন বাড়ানোর জন্যে এ রঙের কাপড় বেশি পরা উচিত। শুভ রত্ন হচ্ছে জেড, ক্যাটস আই।

৭ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

ওস্তাদ আমীর খসরু, রবিশঙ্কর, সমারসেট মম, ভার্জিনিয়া উলফ, আলফ্রেড এডলার, চার্লস ডিকেন্স, সিনক্লেয়ার লুই, আনাতোল ফ্রাঁস, মার্কোনি, রবার্ট ব্রাউনিং, রবার্ট লুডলাম,

রালফ ওয়াল্ডো ইমারসন, এরিখ সেগাল, গুন্টার গ্রাস, অস্কার ওয়াইল্ড, ইউজিন ও'নিল, ইবনে হাজম, নূরুদ্দীন জামী, জেন অস্টিন, আর্থার ক্লার্ক, মার্গারেট মীড, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, আব্দুশ শাকুর, আবু হাসান শাহরিয়ার, কামাল লোহানী, খোন্দকার আলী আশরাফ, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, পাবলো পিকাসো, চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কটরমন, আবু রুশদ, সৈয়দ শাহাদাত হোসেন, খন্দকার শাহাদত হোসেন, হেলাল হাফিজ, আরেফিন বাদল, মুনতাসির মামুন, হাশেম খান, আবেদ খান, সরকার কবীর উদ্দীন, রাজিয়া খান, পিয়েরে রেনিওর, জর্জ সিমন ওহম, ডেভিড লিন, চার্লি চ্যাপলিন, শন কনারী, এঞ্জেলা ল্যান্সবেরী, শবনম মুশতারী, আতাউস সামাদ, আজরা জাবিন, কাজী হাসান হাবীব, চেঙ্গিস খান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়ন ট্রটস্কি, আনোয়ার হোজ্জা, হেনরিখ হিমলার, আল্লামা মাশরেকী, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, শওকত আকবর, সুচরিতা, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জোশেফ টিটো, শেখ আব্দুল হাকিম।

জন্মসংখ্যা ৮

সংখ্যাবিজ্ঞানে ৮ সংখ্যা শনির প্রতীক। এ প্রতীক দায়িত্ব, শ্রম, সীমাবদ্ধতা ও অধ্যবসায়ের। এ অধ্যবসায় দুঃখ, কষ্ট ও নিষ্ঠুর নিয়তি জয়ের লক্ষ্যাভিসারী। ৮ সংখ্যার মাঝে খেয়ালিপনা, বিষণ্নতা ও নৈরাজ্যের পাশাপাশি দৃঢ়তা ও গঠনমূলক শক্তি সহ-অবস্থান করছে।

৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এরা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। এদের রয়েছে এক সুপ্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ। এরা দায়িত্বশীল ও সিরিয়াস। কোনোকিছুকে মিশন হিসেবে গ্রহণ করলে এরা সকল কটূক্তি ও বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে

লক্ষ্যপানে এগিয়ে যায়। যে-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাধা মোকাবেলায় এরা সতর্ক। এরা অন্যের মতামত নিলেও নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করে। এদের অনুভূতিহীন মনে হতে পারে। কিন্তু এদের হৃদয় উষ্ণ। নিপীড়িতের জন্যে এদের সহানুভূতি প্রখর। তবে অনেক সময়ই এরা এই সহানুভূতি ব্যক্ত করতে পারে না। এরা নীরবে কাজ করে যেতে পারে। নিয়মানুবর্তিতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় এদের সাফল্যের ভিত্তি। জীবনের সবক্ষেত্রে এরা ন্যায়বিচার করতে চায়।

৮ সংখ্যা দ্বৈতসত্তার প্রতীক। মুদ্রার একপিঠ যেমন সবসময় দৃষ্টির আড়ালে থাকে, তেমনি ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকার ব্যক্তিত্বের একাংশ সবসময় অগোচরে থেকে যায়। ধর্ম, কর্ম ও চিন্তায় এরা চরমপন্থী। এরা গভীর ধর্মবিশ্বাসী বা একেবারেই নাস্তিক হতে পারে। মূলত রক্ষণশীল হলেও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এরা সহজেই বিদ্রোহ করতে পারে। অনেক ব্যাপারে এরা আপসহীন। কিন্তু চাপা স্বভাবের জন্যে নিজের অনেক কিছুই এরা প্রকাশ করতে পারে না, অনেক কথাই থেকে যায় মনের গহীনে। অন্যেরা এদেরকে একটু আলাদা ভাবে। এরাও মনের গহীনে অনুভব করে নিঃসঙ্গতা। তাই এরা প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। জীবদ্দশায় এরা এদের কাজের প্রতিদান খুব কমই পায়। মৃত্যুর পর অনেক সময় এদের সম্মানিত করা হয়।

৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা নিয়তির সন্তান-ভাগ্যের ক্রীড়নক। এরা হয় চরম সাফল্য লাভ করে অথবা শোচনীয় ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হয়। এ দুইয়ের মাঝামাঝি কোনো অবস্থানে এরা থাকতে পারে না। ভাগ্যই যেন এদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। নীতিবোধের কারণে অবাঞ্ছিত দায়িত্বের বোঝা এরা এড়াতে পারে না। অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে এরা নিজেরাই বিপদে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতি বা জনজীবনে অনেক সময়ই এরা উচ্চপদে আসীন হয়। তবে অনেক ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্টের পরই এদের জীবনে সাফল্য আসে। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে ৮ সংখ্যা সাধারণভাবে শুভ নয়। কারণ এর প্রভাবাধীনরা প্রায়ই অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও অবমাননার সম্মুখীন হয়। তবে ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথমত, যাদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ৪ ও ৮ সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয়, যাদের জীবনে ১, ৩, ৬ ও ৭ সংখ্যার প্রভাব রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে জীবন হয় ভাগ্যের ক্রীড়নক। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাগ্যের অলঙ্ঘনীয় প্রভাব অনেকটা কমে যায়।

প্রেম-সংসার : ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী হলেও চাপা। এরা গভীরভাবে ভালবাসলেও এর বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে খুবই কম। কাজের মাধ্যমে, কর্তব্য পালনের মাধ্যমে এদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। তাই এদের শীতল মনে হতে পারে। প্রেমের জন্যে এরা নীরবে আত্মত্যাগ করতে পারে। প্রেম ও বিয়ে অনেক সময়ই এদের জীবনে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ৮ সংখ্যার অনেকে আবার বৈষয়িক বিচারেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এদের যৌন অনুভূতি প্রবল। তবে দৈহিক ও আত্মিক মিলনেই এদের আনন্দ। পরিবারের প্রতি এরা সবচেয়ে বেশি কর্তব্য ও দায়িত্ব সচেতন।

সুসম্পর্ক : মানবচরিত্রের গভীরতা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম এমন যে-কারো সাথেই ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সুসম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। তবে এমন মানুষের সংখ্যা যে খুবই কম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা প্রায়ই নিঃসঙ্গতায় ভোগে। এরা নিজেদের যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না, আর অন্যেরাও এদের পুরোপুরি বুঝতে পারে না। তাই এদের সাথে সম্পর্ক অনেক সময় সূচনায়ই শেষ হয়ে যায়। খুব কম মানুষের সাথেই এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে বন্ধুত্বের জন্যে এদের মতো আত্মত্যাগ সাধারণত অন্যেরা করতে পারে না। মনের দিক থেকে একাত্ম না হলেও এরা সম্পর্কের নীতিমালা সুন্দরভাবে অনুসরণ করে। ১, ২, ৪ ও ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সাথে এদের

ভালো মিল হয়। প্রেম, বিয়ে, বন্ধুত্ব ও ব্যবসায় এ সংখ্যাগত আকর্ষণ ফলপ্রসূ হতে পারে। তবে প্রেম ও বিয়ের ব্যাপারে ৪ ও ৮ সংখ্যার প্রতি ৮ সংখ্যার তীব্র আকর্ষণ থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা দুঃখ ও নিয়তির বিয়োগান্তক প্রভাব বাড়িয়ে দেয়।

যে-কোনো মাসের ৮, ১৭ ও ২৬ তারিখে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তির জন্মসংখ্যা ৮। এদের ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকাও বলা হয়। তবে ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উক্ত তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা দাঁত, লিভার ও পাকস্থলীর ব্যাধি, ঠান্ডা, চর্মরোগ, মাথাধরা, দুশ্চিন্তা, হতাশা ও বাতব্যথায় সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, জুলাই ও ডিসেম্বর মাসে অসুস্থতা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদ থেকে এদের সতর্ক থাকা উচিত। সুস্বাস্থ্য ও দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে এদের প্রচুর পরিমাণে গাজর, পেঁপে, টক পালং, জাম, কালোজিরা, কচু, আমলকি, থানকুনি পাতা, আখ, গুড়, কলা, আম, লালশাক, জাম্বুরা, লেবু, জৈন, ডাল, করমচা, কচুশাক, পুদিনা, লেটুস খাওয়া উচিত।

নেতিবাচক : ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা ভাগ্যের ক্রীড়নক। অনেক মহৎ গুণাবলির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এরা জীবনে যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। জীবনে এমনকি অনেক সময় মরণেও এরা বিতর্কিতই থেকে যায়। এরা গভীরভাবে ভালবাসে। আর বিশ্বাস ভঙ্গের সম্মুখীন হলে হতাশায় ডুবে যায়। পরিশ্রম ও আলস্য, ভালবাসা ও ঘৃণার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এরা পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে। এরা একগুঁয়ে, উদ্ধত, নীতিহীন ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। মধ্যপন্থা অবলম্বনে অক্ষমতায় এদের জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। ক্রনিক বিষণ্নতা ও হতাশা এদের অসামাজিক করে তুলতে পারে। এরা অগ্রসর হতে পারে আত্মপীড়ন ও আত্মহননের পথে।

পরামর্শ : সংখ্যাবিজ্ঞানের বিচারে ৮ সংখ্যা কঠিন বাস্তবতা ও আত্মিক উপলব্ধির সংখ্যা। চরম দুঃখকষ্ট, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্যের শিখরে আরোহণ করার শক্তি নিহিত আছে এ সংখ্যায়। তাই আপনাকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। আপনার বৈষয়িক ও আত্মিক উপলব্ধির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় করতে হবে। চরমপন্থা পরিহার করতে হবে। অন্যেরা আপনাকে ভুল বুঝলে, কষ্ট দিলে দুঃখ করবেন না। মনে রাখবেন, ওদের চেতনার স্তর আপনার চেতনার স্তরের মতো উন্নত নয়। বাধা ও প্রতিকূলতাকে নেবেন জীবনের সাধারণ ঘটনা হিসেবে। কখনো দ্রুত বা হঠাৎ সাফল্য আশা করবেন না। স্বীকৃতি পেতে দেরি হলেও ধৈর্য ও অধ্যবসায় আপনাকে পুরস্কৃত করবে। আর বিষণ্নতা ও হতাশা কাটানোর জন্যে নিজের আত্মিক শক্তি জাগ্রত করুন। এতে ৮-এর অশুভ প্রভাব অনেক কমে যাবে।

শুভাশুভ : ৮ সংখ্যার জাতক/জাতিকার জীবনে ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২২, ২৬ ও ৩১ তারিখের প্রভাব খুব বেশি। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সাধারণত এ দিনগুলোয় ঘটে। তবে এ তারিখগুলো এদের জন্যে শুভ হবে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। এদের সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ দিন হচ্ছে শনিবার ও রবিবার। শুভ রঙ হচ্ছে গাঢ় ধূসর, গাঢ় নীল, কালো ও চকলেট। হালকা রঙে এদের বড় বেমানান দেখায়। সংখ্যার শুভ স্পন্দন বাড়ানোর জন্যে এদের এসব রঙের পোশাক বেশি পরা উচিত। শুভ রত্ন নীলা, ব্ল্যাকস্টোন, ব্ল্যাক ডায়মন্ড।

৮ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, জর্জ বার্নার্ড শ, জুল ভার্ন, ভিক্টর হুগো, রবার্ট ফ্রস্ট, টেনিসি উইলিয়াম, থর্নটন ওয়াইল্ডার, বার্নার্ড মেলামুড, পার্ল বাক, কার্ল গুস্তাভ জাং, পিটার সেলার্স, টি এস ইলিয়ট, ইভান পাভলভ, আর্থার মিলার, সেন্ট সায়মন, হেনরি মিলার, পল গগিন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আলী আহসান, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, জীবনানন্দ দাশ, শহীদুল্লাহ কায়সার, কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, সৈয়দ শামসুল হক, আ ন ম বজলুর রশীদ, কামরুদ্দীন আহমদ, ইমদাদুল হক মিলন, এডমন্ড হ্যালি, মুহাম্মদ আব্দুল হাই, মেসবাহুল হক, জাহানারা আরজু, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, বিটোফেন, নিকোলাই চসেস্কু, ডগলাস ম্যাক আর্থার, টেংকু আব্দুর রহমান, জাকির হোসেন, আঁদ্রে মেজিনো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নিকিতা ক্রুশ্চেভ, সুহার্তো, স্যালভেদর আলেন্দে, এ কে ফজলুল হক, রেজা শাহ পাহলভী, সিরাজ শিকদার, ফ্রাঙ্গেসকো মিঁতারা, মাও সে তুঙ, রুডলফ হেস, এলভিস প্রিসলি, ফাতেমাতুজ জোহরা, জ্যাক লেমন, জাফর আলম, নাজমুল আলম, ওস্তাদ আয়াত আলী খান, রওশন জামিল, জি এ মান্নান, এম মঞ্জুর মোর্শেদ খান, দেব আনন্দ, রিটা হেওয়ার্থ, ড. ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড, রুনা লায়লা, দেবদাস চক্রবর্তী।

জন্মসংখ্যা ৯

সংখ্যাবিজ্ঞানে ৯ সংখ্যা মঙ্গলের প্রতীক। এ প্রতীক সাহস, সংঘাত, যুদ্ধ, ধ্বংস ও সংগ্রামের। এ সংগ্রাম বিরাজমান অবস্থা পরিবর্তনের, জীবনের পুনরুত্থানের। ৯ হচ্ছে অবিনাশী সংখ্যা। ৯ সংখ্যাকে যত দিয়ে গুণ করা হোক গুণের যোগফল শেষ পর্যন্ত ৯ হবে।

৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকা সহজাত ভাবেই সংগ্রামী মনোভাবের অধিকারী। সাহস ও উদ্যম এদের প্রধান চালিকাশক্তি। তাই জীবনপথে কোনো সংগ্রামেই এরা পিছপা হয় না। সংগ্রামের পথে নেতৃত্ব দিতে ও বিজয়ী হতে চায়। নিজের সম্পর্কে এদের ধারণা উচ্চ। তাই এরা কোনো ধরনের সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। নিজস্ব পরিকল্পনায় এরা অন্যের হস্তক্ষেপ একেবারেই অপছন্দ করে। এদের যথেষ্ট সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে। এরা সংগঠনকে পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। এরা সবসময় নেতা, কর্তা বা মালিক হিসেবে অন্যের কাছ থেকে সম্মান ও মর্যাদা পেতে চায়।

৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা মেধাবী। কিন্তু এরা তাড়নাপ্রসূত হয়ে কাজ করে। এরা হঠাৎ রেগে যায়। ভালো-মন্দ চিন্তা না করেই অনেক সময় তাড়নার বশে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। এরা দ্রুত কাজ শেষ করতে চায়। দ্রুত ফল লাভ করতে চায়। আবার অনেক সময় আকর্ষণীয় সুযোগ এলে হাতের কাজ শেষ না করেই নতুন কাজের পেছনে ছোটে। এরা উদারমনা ও স্পষ্টভাষী হলেও কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক। 'আমারটা আগে' এই চিন্তাই এদের মনের গহীনে বিরাজ করে। এদের ইনটুইশন প্রখর। সেই সাথে রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল ক্ষমতা। তবে বহুমুখী দৈহিক তৎপরতার ফলে অনেক সময়ই এরা সৃজনশীলতা ও চিন্তাকে সংহত রূপ দিতে পারে না।

৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা জাতযোদ্ধা। উচ্চাশা পূরণে এরা দ্রুতগতিতে বাধাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অগ্রসর হতে চায়। অসহিষ্ণু গতিময়তা, সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পষ্টভাষিতার জন্যে অনেকেই এদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। শত্রুতার ফলে কাজে বাধা বাড়ার সাথে সাথে এরা অনেক সময় দৈহিক আঘাত পায়। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এরা প্রায়ই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। তবে কোনোকিছুই এদের উদ্যম ও গতিকে অবদমিত করতে পারে না। সাধারণত জীবনের প্রথমভাগ দুঃখকষ্ট আর সংঘাতের মাঝে কাটলেও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও অবিচল নিষ্ঠা জীবনের শেষভাগে এদের সাফল্য এনে দেয়।

প্রেম-সংসার : ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকা চেতনায় সংগ্রামী হলেও হৃদয়ের ব্যাপারে দুর্বল, স্নেহের কাঙাল। প্রেম ও স্নেহ-মমতার জন্যে এরা করতে পারে না এমন কিছু নেই। এরা কাউকে একবার ভালবাসলে তাকে জয় করে নিতে চায়। এদের যৌনানুভূতি প্রবল। আকর্ষণ থাকা পর্যন্ত এরা প্রেমে বিশ্বস্ত। যে-কোনো চালাক পুরুষ বা মহিলা প্রেমের নামে এদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে। এরা অনেক সময়ই তাড়নাবশত বিয়ে করে ফেলে। তবে পারিবারিক জীবনে এরা অনেক ঝগড়াবিবাদের সম্মুখীন হয়। নিজের বা শ্বশুরপক্ষের আত্মীয়রাও ঝগড়ার কারণ হতে পারে। এদের পারিবারিক জীবনও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঘটনাবহুল হয়ে ওঠে। তবে সন্তানসন্ততিকে যথাযথভাবে মানুষ করার ব্যাপারে এদের ধৈর্যের অভাব থাকতে পারে।

সুসম্পর্ক : মোটামুটি সমযোগ্যতা সম্পন্ন ও গতিময় যে-কারো সাথেই ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকার ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। এরা সাধারণত মনের গহীনে কোনো রাগ পোষণ করে না। উপস্থিত বুদ্ধির ফলে এরা আলাপে পটু। গল্পে রঙ দিতে এরা দক্ষ। এদের কাজের প্রতি প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে সহজেই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। তবে অলস ও ধীর প্রকৃতির মানুষকে এরা সহ্য করতে পারে না। মতের মিল না হলে এরা সহজেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। এরা সহজেই প্রচন্ড রাগে ফেটে পড়তে পারে। তবে এদের রাগ কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণ পরই রাগ ঠান্ডা হয়ে যায়। তাই এদের সাথে বন্ধুত্ব ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ৩ ও ৬ সংখ্যার জাতক/জাতিকার সাথে এদের ভালো মিল হয়। ৯ সংখ্যার সাথে ৯ সংখ্যার ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দিলেও এক সহজাত আকর্ষণ থাকে। বন্ধুত্ব, ব্যবসা, প্রেম ও বিয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগত আকর্ষণ বেশ ফলপ্রসূ হতে পারে।

যে-কোনো মাসের ৯, ১৮ ও ২৭ তারিখে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তির জন্মসংখ্যা ৯। এদের ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকাও বলা হয়। ২১ মার্চ থেকে ২৮ এপ্রিল এবং ২১ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে উক্ত তারিখে জন্মগ্রহণকারীদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্য : ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা সাধারণত মাথাব্যথা, জ্বর ও প্রদাহ জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়। এরা দুর্ঘটনা ও দৈহিক আঘাতের সম্মুখীন হয়। সাধারণত এদের একাধিক অস্ত্রোপচার হয়। এপ্রিল, মে, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অসুস্থতা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত অবসাদ থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

সুস্বাস্থ্য ও শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকাদের নিয়মিত পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, গোলমরিচ, ডাব, তরমুজ, উচ্ছে, দই, ঘোল ও সব ধরনের শাকসবজি খাওয়া উচিত।

নেতিবাচক : ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকা হতে পারে অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহীন। আত্মম্ভরিতার জন্যে যে-কোনো সমালোচনা এদের কাছে অসহ্য মনে হতে পারে। এরা অনেক সময়ই কথা বলার আগে চিন্তা করতে ভুলে যায়। হিতাহিত বিবেচনা না করেই

কিছু করে বসে। অনেকেই নিষ্ঠুরতা ও চরম স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। এরা বেপরোয়া, মারমুখী ও চরম একগুঁয়েমির পরিচয় দিতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দুর্বলতা এদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হলে এরা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। অহেতুক ঝগড়াবিবাদ ও হানাহানিতে এরা সহজেই জড়িয়ে পড়তে পারে। আবার অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়লে দোষের ভাগী হিসেবে অন্যদের রেখে নিজেরা কেটে পড়তে পারে। কৌশলের অভাবে এরা হতে পারে জীবনসংগ্রামে পরাজিত বা নিহত সৈনিক।

পরামর্শ : সংখ্যাবিজ্ঞানের বিচারে ৯ সংখ্যা বলিষ্ঠতা ও সাহসের সংখ্যা। জীবন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে বিজয় কেতন ওড়ানোর শক্তি নিহিত আছে এই সংখ্যায়। কিন্তু আপনি হিতাহিত বিবেচনাহীন কথা ও কাজের মাধ্যমে শত্রুতা ও নিজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেন। তাই যে-কোনো কথা বলার আগে চিন্তা করুন। যে-কোনো কাজে হাত দেয়ার আগে পূর্বাপর ভালোভাবে ভেবে নিন। অন্যের প্রতি সহনশীল হোন। হঠাৎ রেগে যাওয়ার প্রবণতা সংযত করুন। সাফল্যের পথে এগোতে গিয়ে অন্যের পাকা ধানে মই দিচ্ছেন কিনা, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে-কোনো অবাঞ্ছিত আকর্ষণ ও অযৌক্তিক দুর্বলতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। একটু কুশলী হতে পারলে আপনি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করার সুযোগ পাবেন।

শুভাশুভ : ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকার যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার জন্যে শুভ তারিখ হচ্ছে ৯, ১৮ ও ২৭। ২১ মার্চ থেকে ২৮ এপ্রিল, ২১ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর এবং ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে এই তারিখগুলো আরো শুভ। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুভ তারিখ হচ্ছে, ৩, ৬, ১২, ১৫, ২১, ২৪ ও ৩০। শুভ দিন হচ্ছে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। শুভ তারিখগুলো শুভ দিনে পড়লে তা আরো শুভ। শুভ রঙ হচ্ছে সকল শেডের গোলাপি, লাল ও নীল। সংখ্যার শুভ স্পন্দন বৃদ্ধির জন্যে এদের এ রঙের কাপড়-চোপড় বেশি পরা উচিত। শুভ রত্ন হচ্ছে রুবি, গোমেদ ও রক্তপ্রবাল।

৯ সংখ্যার বিশিষ্ট জাতক

ইবনে খালদুন, ওমর খৈয়াম, বার্ট্রান্ড রাসেল, নাসিরুদ্দীন তুসী, ফ্রেডরিখ হেগেল, লিও টলস্টয়, ইভান তুর্গানেভ, কার্ল সাগান, জোহান কেপলার, মীর্জা গালিব, সি ম্যন দ্য বুভার, লুই ক্যারল, ইলিয়া এরেনবুর্গ, আঁদ্রে ব্রেতোঁ, আরউইন শ, জন স্টেইনবেক, রুডলফ স্টেইনার, জন উপডিক, কনরাড রনজেন, হার্বার্ট স্পেনসার, জর্জ স্টিফেনসন, লুই পাস্তুর, আবুল হাশিম, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, মমতাজ উদ্দীন আহমদ, কবীর চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, ইমরান নূর, আনিসুজ্জামান, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ফজলে খোদা, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, কুদরত-এ-খোদা, আহমেদ হুমায়ুন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম আর আখতার মুকুল, হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, আবু বকর সিদ্দিক, আমান উল্লাহ, সেলিম আল দীন, বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, রাবেয়া খাতুন, মোজার্ট, জন লেনন, মোবারক হোসেন খান, আয়াতুল্লাহ খোমেনী, রিচার্ড নিক্সন, আহমদ সেকেতুরে, রানা প্রতাপ সিং, হেনরি কিসিঞ্জার, হেরম্যান ওক, নেলসন ম্যান্ডেলা, সৈয়দ ফারুক রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, লিওপোল্ড সেংহর, কোয়ামী নক্রুমা, থিওডর রুজভেল্ট, আনোয়ার হোসেন, রামেন্দু মজুমদার, মিয়া ফ্যারো, এলিজাবেথ টেলর, ববি ফিশার, ইউরি গ্যাগারিন, ম্যারি পিকফোর্ড, রোজী, রাশেদ খান মেনন, আব্দুল আলীম, হাসান ইমাম, রোমান পোলনস্কি, আববাস উদ্দীন আহমদ, স্টিফেন স্পিলবার্গ, আফজাল হোসেন, রোকনুজ্জামান খান, ক্যাপ্টেন কুক।

অধ্যায়-৩

কর্মসংখ্যা

জীবন কর্মের জন্যে। কর্মহীন জীবন কল্পনা করা যায় না। কিছু সহজাত বৈশিষ্ট্য নিয়েই মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এই বৈশিষ্ট্য ও ঝোঁক-প্রবণতা বিকশিত হতে থাকে। সহজাত ঝোঁক-প্রবণতা অনুসারেই জাতক তার কর্মজীবন বেছে নেয়। আবার অনেক সময় কর্মজীবনের সঙ্গে সহজাত ঝোঁক-প্রবণতা বা ইচ্ছার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় নেশা আর পেশা হয় এক। অনেক সময় নেশা আর পেশা পরস্পরের পরিপূরক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার নেশা আর পেশায় থাকে বিরাট বৈপরীত্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাতক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে। পরে আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। সহজাত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নীরবে নেপথ্যে প্রভাবিত হচ্ছে জন্মসংখ্যা দ্বারা। আর কর্মজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সাফল্য-ব্যর্থতার পেছনে অদৃশ্যভাবে কাজ করে যাচ্ছে কর্মসংখ্যার স্পন্দন।

জন্মসংখ্যার মতো জাতক/জাতিকার কর্মসংখ্যা বের করাও সহজ। জন্মসংখ্যা বের হয় জন্ম মাসের তারিখ থেকে। আর কর্মসংখ্যা বের হয় জন্ম বছর, মাস ও তারিখ থেকে। জন্মসংখ্যা হচ্ছে জন্ম মাসের শুধু তারিখের যোগফল। আর কর্মসংখ্যা হচ্ছে জন্ম বছর, মাস ও তারিখের সংখ্যার যোগফল। দুটি উদাহরণে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে। ধরুন, জাতকের জন্ম তারিখ হচ্ছে ১ নভেম্বর, ১৯৪৮ সাল। নভেম্বর যেহেতু ১১ তম মাস, সেজন্যে আমরা লেখার সময় লিখি ১-১১-১৯৪৮। এখন জাতকের ১ তারিখে জন্ম। তাই তার জন্মসংখ্যা ১। আর কর্মসংখ্যা বের করতে হলে জন্ম তারিখের সবগুলো সংখ্যা পাশাপাশি লিখে যোগ করতে হবে। যেমন ১-১১-১৯৪৮।

এখন ১+১+১+১+৯+৪+৮=২৫

আবার ২+৫=৭

অর্থাৎ জাতকের জন্মসংখ্যা ১। আর কর্মসংখ্যা ৭।

এভাবে, ধরুন জাতিকার জন্ম তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সাল। ফেব্রুয়ারি যেহেতু দ্বিতীয় মাস, সেজন্যে আমরা লেখার সময় লিখি ২৬-২-১৯৫৬। জাতিকার জন্ম মাসের ২৬ তারিখে। এখন ২৬=২+৬=৮ তাই তার জন্মসংখ্যা ৮। এবার কর্মসংখ্যা বের করার জন্যে আগের মতোই জন্ম তারিখের সবগুলো সংখ্যাকেই পাশাপাশি যোগ করতে হবে। যেমন, ২৬-২-১৯৫৬।

এখন ২+৬+২+১+৯+৫+৬=৩১

আবার ৩+১=৪

অর্থাৎ জাতিকার জন্মসংখ্যা ৮। আর কর্মসংখ্যা ৪।

কর্মসংখ্যা বের করার জন্যে কেউ কেউ আবার পৃথক পৃথকভাবে দিন, মাস, বছরের মৌলিক সংখ্যা বের করে তা যোগ করেন। যেমন, জন্ম তারিখ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।

এখন জন্মদিনের সংখ্যা ২৬=২+৬=৮। মাসের সংখ্যা ফেব্রুয়ারি=২।

বছরের সংখ্যা ১৯৫৬=১+৯+৫+৬=২১=৩

কর্মসংখ্যা ৮+২+৩=১৩=১+৩=৪

যে পদ্ধতিতেই যোগ করা হোক না কেন, কর্মসংখ্যা এক ও অভিন্ন হবে। তবে যোগ করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে কোনো সংখ্যা যেন বাদ না পড়ে। জন্মসংখ্যা ও কর্মসংখ্যা নিরূপণ করার সূত্রটি ভালোভাবে মনে রাখুন : শুধু জন্মদিনের সংখ্যা হচ্ছে জন্মসংখ্যা। আর জন্ম দিন, মাস ও বছরের সংখ্যার যোগফল হচ্ছে কর্মসংখ্যা।

জন্মসংখ্যা নির্দেশ করে জাতক/জাতিকার সহজাত চরিত্র বৈশিষ্ট্য। আর কর্মসংখ্যা থেকে জানা যায় জাতক/জাতিকার জীবনে কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত, কোন পেশায় তার অগ্রগতি নিহিত, কোন শিক্ষা ও গুণাবলি কাজে লাগানো ও কোন ভুলভ্রান্তি দূর করা কর্তব্য। আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন পথে লক্ষ্যাভিসারী হয়ে সাফল্যের সোনালি সোপানে পৌঁছতে সক্ষম হবে। জন্মসংখ্যা যেমন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ৯টি। কর্মসংখ্যাও তেমনি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ৯টি।

কর্মসংখ্যা-১

আপনার কর্মসংখ্যা ১ হলে নিয়তি আপনাকে দেখতে চায় অগ্রপথিক হিসেবে। আপনি নতুন উদ্যোগ গ্রহণে নতুন কিছু করতে সচেষ্ট হোন। উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও মৌলিকত্বকে কাজে লাগান। সৃজনশীলতার পথে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটান। দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিন। আত্মবিশ্বাসী ও মনোযোগী হোন। আত্মপ্রকাশের নয়া দিগন্তে প্রবেশ ও বিচরণে ভীত বা দ্বিধান্বিত হবেন না। সামনে এগিয়ে যান। পেছনে ফিরে তাকাবেন না। দক্ষতা বাড়ান। সুসংগঠিত হোন। যখনই সম্ভব হবে স্বাধীন ও এককভাবে কাজ করার চেষ্টা করুন।

পেশা : ব্যবসাবাণিজ্য, আইন, রাজনীতি, প্রশাসন ও সেনাবাহিনী এবং ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত যে-কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে আপনি ভালো করবেন। আপনি ডাক্তার, ধর্মপ্রচারক, গণসংযোগ কর্মকর্তা, অভিনেতা, আবিষ্কারক, ডিজাইনার, স্বর্ণকার, মণিকার, লেখক, সম্পাদক, ম্যানেজার, পরিচালক, প্রিন্সিপ্যাল, চেয়ারম্যান, অনুষ্ঠান-সংগঠক, ফোরম্যান, সুপারভাইজার, পরিদর্শক ও সংগঠক হিসেবে সহজে সাফল্যের সোপানে উপনীত হবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বাধাগ্রস্ত হতে পারে আলস্য, স্বার্থপরতা, সিদ্ধান্তহীনতা, একগুঁয়েমি , একনায়কত্ব ও দাম্ভিকতার কারণে।

পরামর্শ : বাধা অতিক্রমে আপনার নিজস্ব উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শিখতে হবে। আপনাকে জানতে হবে, আপনার সীমাবদ্ধতা কোথায়। অন্যদেরও হিসেবের মধ্যে নিন। বিনয়ী ও ধৈর্যশীল হতে চেষ্টা করুন। পরিমিতিবোধ জাগ্রত রাখুন। সাফল্য ও খ্যাতি প্রত্যাশা করুন। কিন্তু অহেতুক স্বীকৃতি দাবি করতে যাবেন না। সময় হলে সাফল্য এমনি আসবে।

কর্মসংখ্যা-২

আপনার কর্মসংখ্যা ২ হলে আপনি হচ্ছেন চিরয়াত সহযোগী। এককভাবে আপনার সাফল্য আসবে না, সাফল্য আসবে অনেকের সঙ্গে মিলে। অন্যদের ছাড়া আপনি চলতে পারবেন না। তাই আপনাকে মনে রাখতে হবে, অন্যদের সহযোগিতা করার মাধ্যমেই আপনার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। কুশলী, ডিপ্লোম্যাটিক, ধৈর্যশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন হোন। শক্তিমত্তা নয়, যুক্তি দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করুন। অন্যদের প্রতি সুবিবেচনা করুন। অন্যদের সহযোগিতা করুন। ওদের সাফল্যের সঙ্গে

আপনার সাফল্য একই সূত্রে গাঁথা। সবসময় পরীক্ষিত পথে চলুন। যে-কোনো পরিবর্তনে সতর্ক থাকুন। নীরব অধ্যবসায়কে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগান।

পেশা : সমাজসেবা, চিকিৎসা, সাহিত্য, বিজ্ঞাপন, সাজসজ্জা, শিক্ষকতা, খাদ্যদ্রব্য ও তরল দ্রব্যের সঙ্গে জড়িত পেশায় আপনি ভালো করবেন। আপনি শিক্ষক, সেলসম্যান, নার্স, কেরানি, সেক্রেটারি, এজেন্ট, সমাজকর্মী, কূটনীতিক, পরামর্শদাতা, রাজনীতিক, মধ্যস্থকারী, সাংবাদিক, হোটেলকর্মী, গৃহকর্মী, বাবুর্চি, ওয়েটার, চাষী, পুরনো সামগ্রী বিক্রেতা, মাঝি, সারেং, নাবিক, মৎসজীবী, মৎস ব্যবসায়ী, অপারেটর, আইনবিদ, ব্যাংককর্মী, সম্পত্তি ব্যবসায়ী, সেবক/সেবিকা, আর্কিটেক্ট, প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে সহজেই সাফল্যের সোপানে উপনীত হবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে অতিরিক্ত ভাবাবেগপ্রবণতা, স্পর্শকাতরতা, গুজব ও গালগল্পপ্রিয়তা ও গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতার কারণে।

পরামর্শ : আপনাকে অন্যদের সঙ্গে মিশতে শিখতে হবে। জীবনে দেয়া-নেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। আপনাকে জানতে হবে আপনার শক্তির উৎস কোথায়। উৎসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। তথ্যকে কল্পনার রঙে রাঙানোর প্রবণতা কঠিনভাবে দমন করতে শিখতে হবে। শিখতে হবে প্রয়োজনে নিজেকে অটল পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ় করতে।

কর্মসংখ্যা-৩

আপনার কর্মসংখ্যা ৩ হলে নিয়তি আপনাকে দেখতে চায় উদ্যমী-আশাবাদীরূপে। সৃজনশীলতা ও উদ্যমের সুষ্ঠু সমন্বয়েই আপনার যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে। এই দুই শক্তির সমন্বয় সাধন করতে পারলে আপনাকে আর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না। আপনি তখন নিজেই জানবেন ভাগ্য কী। নিজের অগ্রগতি ও প্রতিষ্ঠায় ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সহজ। নিজেকে অকপটে প্রকাশ করুন। বন্ধু ও সহকর্মীকে উৎসাহ দিন। অন্যদের আপনার আশাবাদে সিঞ্চিত করুন। সততার প্রতি দুর্বলতা ও দুর্নামের ভয় সাধারণভাবে আপনাকে বিব্রতকর কাজ থেকে দূরে রাখবে। স্বাধীন আত্মবিকাশের সুযোগ আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই অংশীদারী কাজের ঝামেলায় জড়াবেন না। সৃজনশীল মেধার উন্নয়ন ও কাজের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকাশই আপনাকে সফল করতে পারে।

পেশা : আইন, বিচার, ধর্ম, খনি ও নির্মাণ প্রকৌশল ও প্রাকৃতিক আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত পেশায় ভালো করবেন। আপনি বিচারক, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, দার্শনিক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, প্রশাসক, প্রকাশক, পেশকার, নাজির, রাজনীতিক, খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক, নির্মাণ প্রকৌশলী, খনিজবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, আমদানি-রপ্তানিকারক, থিয়েটার সংগঠক, মধ্যস্থতাকারী, গায়ক, গৃহায়ণ কর্মী, কাজী, সমাজ সংগঠক, সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী হিসেবে সহজে সাফল্য লাভ করবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে আত্মম্ভরিতা, ছিদ্রান্বেষিতা, কর্তৃত্বপরায়ণতা, সময় রক্ষা না করা এবং সহানুভূতিহীন সমালোচনার কারণে।

পরামর্শ : আপনাকে অন্যের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অকপট ও সৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। অন্যের ওপর আপনার অকপট কথার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা আগেই

বিবেচনা করতে হবে। আপনার উদ্যম ও সৃজনশীলতার মূল সূত্রকে উপলব্ধি করে, তাকেই কর্মের ভিত্তি বানাতে হবে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সর্বক্ষেত্র আপনাকে দায়িত্বশীল আচরণের প্রকাশ ঘটাতে শিখতে হবে।

কর্মসংখ্যা-৪

আপনার কর্মসংখ্যা ৪ হলে নিয়তি আপনাকে দেখতে চায় স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল কর্মী রূপে। ব্যতিক্রমী ও একটু ভিন্ন পথেই আসবে আপনার সাফল্য। আপনার আপাত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের অন্তরালেও আপনি অনেকটা নির্লিপ্ত। স্বাধীনতার গুরুত্ব আপনার কাছে অনেক বেশি। বাঁধনে আটকে যাওয়া ও হুকুম তামিল করাকে আপনি ঘৃণা করেন। স্বাধীনভাবে সৃজনশীল বা উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় এমন পেশার প্রতিই আপনি

আকৃষ্ট হবেন। সাফল্য আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কে কী ভাবল, এ নিয়ে আপনার মাথাব্যথা খুবই কম। তাই আপনাকে সফল হওয়ার জন্যে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই মনোযোগী হতে হবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে দৃঢ় ভিত্তি গড়তে হবে।

পেশা : বিদ্যুৎ, ইলেক্ট্রনিকস, কম্পিউটার, মনস্তত্ত্ব, কৃষিকাজ ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত পেশায় ভালো করবেন। আপনি বৈমানিক, বিদ্যুৎ প্রকৌশলী, মেকানিক্স, জ্যোতিষী, মনস্তত্ত্ববিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, রাজনীতিক, আবিষ্কারক, গায়ক, গবেষণাকর্মী, লাইব্রেরিয়ান, ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক, ডিজাইনার, বিনোদনকর্মী, নৃত্যশিল্পী, নাট্যকর্মী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, বেতারকর্মী, টিভিকর্মী, প্রকাশক, বিমানচালক, ট্রাভেল এজেন্ট হিসেবে সহজে সাফল্য লাভ করবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে খেয়ালিপনা, নির্লিপ্ততা, কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা ও দায়িত্বানুভূতির অভাবের কারণে।

পরামর্শ : নিজের কাজের ব্যাপারে আপনাকে দায়িত্বশীল হতে শিখতে হবে। অহেতুক ঝুঁকি নেবেন না। বাধার মুখে ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হোন। মিতব্যয়ী হোন। বাস্তবতার মুখোমুখি হতে এবং নিজের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে শিখুন। কর্তব্য পালনে কখনো পিছপা হবেন না । আপনাকে নিজের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কেও বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে।

কর্মসংখ্যা-৫

আপনার কর্মসংখ্যা ৫ হলে নিয়তি আপনাকে দেখতে চায় গতিশীলতার প্রতীকরূপে। গতিই আপনার জীবন। বৈচিত্র্যেই আপনার আনন্দ। সদা তৎপর মস্তিষ্ক ও অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আপনি এগিয়ে যেতে চান। তবে এককভাবে কাজ করার চেয়ে টিমের অংশ হিসেবে কাজ করতেই আপনি পছন্দ করেন বেশি। নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করে যে-কোনো সমস্যা সমাধানে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাতে হবে। একঘেয়েমি ও কাজের স্থবিরতা পরিহার করুন। ভ্রমণ ও সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করুন। দূরদৃষ্টির সঙ্গে অর্থের সদ্ব্যবহার করুন। সর্বতোভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করুন। গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। কিন্তু নিজের শিকড়কে অবহেলা করবেন না।

পেশা : ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবহণ, ভ্রমণ, ভাষা, বিজ্ঞাপন, বিপণন, সংবাদপত্র, ছাপাখানার সঙ্গে জড়িত পেশায় ভালো করবেন। আপনি এজেন্ট, সরবরাহকারী, মধ্যস্থতাকারী, নিলামকারী, বাহক, পরিবহণকারী, ড্রাইভার, সেলসম্যান,

অপারেটর, জনসংযোগ কর্মী, সেক্রেটারি, বিজ্ঞাপন কর্মী, অনুষ্ঠান ঘোষক, প্রুফ রিডার, কম্পোজিটার, টাইপিস্ট, সাংবাদিক, কলাম লেখক, অভিনেতা, স্থপতি, উদ্ভাবক, ভ্রমণ গাইড, প্রেস ম্যানেজার, শিক্ষক, ইনস্ট্রাকটর, সরকারি কর্মচারি, ট্রাভেল এজেন্ট, পরামর্শদাতা, বীমা কর্মী, কেরানি, অনুবাদক, লেখক, রেল ও মটর কর্মী হিসেবে সহজে সাফল্য লাভ করবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে অস্থিরতা, আত্মসুখপ্রিয়তা, উচ্চাশার অভাব, অমিতব্যয়ী, গুরু দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা ও কাজে ধারাবাহিকতার অভাবের কারণে।

পরামর্শ : আপনাকে নিজের স্বাধীনতা সঠিকভাবে প্রয়োগ করে যথার্থভাবে গতিশীল হতে শিখতে হবে। গতি ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রজাপতির মতো উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিটি কৌতূহলে নিজেকে ভাসিয়ে দেবেন না। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে তার পেছনে ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে। একটি ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে তারপর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আগ্রহের বিস্তার ঘটাতে হবে।

কর্মসংখ্যা-৬

আপনার কর্মসংখ্যা ৬ হলে নিয়তি আপনাকে দেখতে চায় দায়িত্বশীল সেবাব্রতী রূপে। আপনার সাফল্য সমমর্মিতাবোধ ও সেবায়। আপনি বন্ধুভাবাপন্ন। সহজ ব্যবহার দ্বারা অন্যদের সঙ্গে অবলীলায় মিশতে পারেন। অন্যের সঙ্গে সাধারণত কোনো দ্বন্দ্ব বিরোধে জড়ান না। তবে কায়িক শ্রমের প্রতি আপনার বিরাগ সহজাত। আপনি হালকা পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের মানসিক ও সৃজনশীল গুণাবলিকে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের পথে এগোতে চান। শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও সহজাত শান্তিপ্রিয়তা সহযোগিতার উচ্চস্তরে উত্তরণকে সহজ করতে পারে। অনেকের মধ্যে এবং অনেক কিছুর মাঝে সমন্বয়ের মাধ্যমেই সহজে আপনার সাফল্য আসতে পারে।

পেশা : সমাজসেবা, শিল্প-সাহিত্য, সৌন্দর্য, অলংকার, প্রসাধন, আইন, জনসংযোগ, বিনোদন, প্রকাশনা, কূটনীতি ও চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত পেশায় আপনি ভালো করবেন। আপনি শিল্পী-সাহিত্যিক, ডাক্তার-নার্স, কূটনীতিক, কাজী, ঘটক, সেবিকা, বিমানবালা, অভিনেতা, বিউটিশিয়ান, ফ্যাশন ডিজাইনার, দর্জি, নরসুন্দর, জুয়েলার, রূপকার, স্থপতি, ইনটেরিয়র ডেকোরেটর, সুগন্ধিকার, সেট নির্মাতা, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, আইনবিদ, সমাজ সেবক, রাজনীতিক, শিক্ষক, গোয়ালা, মিষ্টিকার, হোটেল পরিচালক, প্রসাধনবিদ, খেলোয়াড় হিসেবে সহজে সাফল্য লাভ করবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে আলস্য, বিলাসিতা, অন্যের ওপর নিজের মত চাপাতে গিয়ে, অন্যের ওপর আবেগপ্রসূতভাবে নির্ভর করায় এবং অন্যের মনোরঞ্জনের হীনপথে নিজেকে নিয়োগ ও বলিষ্ঠতার অভাবের কারণে।

পরামর্শ : আপনাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে শিখতে হবে। বাড়িতে হোক বা সামাজিক পরিমন্ডলে আপনাকে মমতা ও দক্ষতার সঙ্গে সেবা করতে শিখতে হবে। সেবা ও মোসাহেবির মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে হবে। দ্বন্দ্বসংঘাত এড়িয়েও প্রয়োজনে কীভাবে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা জানতে হবে। দায়িত্ব, সৌন্দর্য, শান্তি ও সমন্বয়ের মূল সুর উপলব্ধি করতে হবে।

কর্মসংখ্যা-৭

আপনার কর্মসংখ্যা ৭ হলে নিয়তি আপনাকে দেখতে চায় চিন্তাশীল ধ্যানীরূপে। পড়াশোনা, চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে জীবনের অর্থ বের করা, জীবনের সমস্যার জবাব খুঁজে বের করার মধ্যেই আপনার আনন্দ। আধুনিক জীবনের চাকচিক্য ও গতির মধ্যে আপনার নিজেকে বেমানান মনে হতে পারে। কারণ নেপথ্যে থেকেই আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন। আপনার অন্তর ও আত্মিক উন্নতির জন্যে একাকিত্বের প্রয়োজন। নীরবতার মধ্যেই আপনি জীবনের সমস্যার জবাব খুঁজে পাবেন। নিজের মধ্যেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যায়, এটা অনুভব করার পরই আপনি অন্যদের পরিচালিত করতে পারবেন। আপনি কল্পনাপ্রবণ ও সৃজনশীল। লক্ষ্য অর্জনে পরিশ্রমী হলেও আপনি নিয়মশৃঙ্খলা অপছন্দ করেন। অস্থিরতার কারণে দ্রুত সাফল্যলাভে ব্যর্থ হলে মাঝেমধ্যেই পেশা পরিবর্তন করতে পারেন। স্বকীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিই আপনাকে সফল করতে পারে।

পেশা : গবেষণা, দর্শন, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ওষুধ, চিকিৎসা, সমুদ্র ও তরল পদার্থের সঙ্গে জড়িত পেশায় আপনি ভালো করবেন। আপনি ডাক্তার, জ্যোতিষী, ম্যাজিসিয়ান, গায়ক, দার্শনিক, শিক্ষক, গবেষক, লাইব্রেরিয়ান, প্রত্নতত্ত্ববিদ, রসায়নবিদ, তেলবিদ, নৌ-বিশেষজ্ঞ, নাবিক, মাদকদ্রব্য বিশেষজ্ঞ, মৎসজীবী, হাসপাতাল কর্মী, সম্মোহনবিদ, পেইন্টার, গুপ্তচর, ওষুধ বিক্রেতা, পশু চিকিৎসক, হোটেল কর্মী, পরামর্শদাতা, অতীন্দ্রিয় চিকিৎসক হিসেবে সহজে সফল হবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে অযৌক্তিক আচরণে, তাড়াহুড়ো করার কারণে, শিখতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, একাকিত্বকে ভয় পাওয়ায় বা অহেতুক ব্যর্থতার আশঙ্কা করায়।

পরামর্শ : আপনাকে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির জন্যে চেতনার উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু সময় নীরবে নির্জনে ধ্যান করতে শিখতে হবে। চিন্তা, পড়াশুনা ও অতীত থেকে শিক্ষালাভের জন্যে নিজস্ব একটা সময় বের করে নিন। কোনো কথা বলার আগে আপনার বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। যে-কোনো মূল্যে নিজের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখুন।

কর্মসংখ্যা-৮

আপনার কর্মসংখ্যা ৮ হলে নিয়তি আপনাকে দেখতে চায় বস্তুনিষ্ঠ কর্মী রূপে। জীবনের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সনাতন ও রক্ষণশীল পথেই আপনি চলতে চান। কঠিন শ্রম, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পথেই আসে আপনার সাফল্য। নিজের অন্তরে আপনি নিঃসঙ্গ হলেও বাহ্যিকভাবে অন্যদের সঙ্গে বিশেষত, বয়স্কদের সঙ্গে আপনার মিশতে কোনো অসুবিধা হয় না। পেশা হিসেবে নিরাপদ এবং ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়া যায় এমন কাজেই আপনি আনন্দ খুঁজে পান। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে আপনি কাজে ডুবে থাকতে পারেন। তাছাড়া আপনি সহজে উত্তেজিত হন না। ভাষার ওপরও দখল আছে। মনেও রাখতে পারেন অনেক দিন। বিচার ক্ষমতাও আপনার প্রবল। উচ্চাভিলাষী ও আত্মবিশ্বাসী হলে ব্যাপক বৈষয়িক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে পাবেন কর্তৃত্বও।

পেশা : খনিজ দ্রব্য, মাটিজাত দ্রব্য, জায়গাজমি, চাষাবাদ, নির্মাণ, বিজ্ঞান, গণিত, অর্থ ও ব্যাংকিং-এর সঙ্গে জড়িত যে-কোনো পেশায় আপনি ভালো করবেন। আপনি অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, ঠিকাদার, স্থপতি, নির্মাতা, কৃষিবিদ, চাষী, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি,

কর্মকার, খনি কর্মচারী, খনি প্রকৌশলী, খনিবিদ, পদার্থবিদ, পাথর খোদাইকারী, ব্যবসায়িক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি, মহাজন, পুলিশ, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা হিসেবে সহজে সাফল্য লাভ করবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে হতাশাবাদী মনোভাব, অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

পরামর্শ : আপনাকে আশাবাদী হতে হবে এবং উদার ও উষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে শিখতে হবে। আপনাকে আত্মবিশ্বাসী ও অন্যের ওপর আস্থাশীল হতে শিখতে হবে। বৈষয়িকের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক বিকাশের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল যুক্তিসঙ্গত পরিবর্তনকে শুরুতেই স্বাগত জানাতে শিখতে হবে।

কর্মসংখ্যা-৯

আপনার কর্মসংখ্যা ৯ হলে নিয়তি আপনাকে দেখতে চায় সংগ্রামী অভিযাত্রী রূপে। কিছু একটা শুরু করার মধ্যেই আপনার আনন্দ। উৎসাহ ও উদ্যমে আপনি সহজেই অগ্রপথিকের ভূমিকা নিতে পারেন। আপনি সহজেই অন্যকে উৎসাহিত করতে পারেন। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। আপনি স্বাধীনচেতা। তাই দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পুরোপুরিই নিজে নিতে চান। অন্যের অধীনে কাজ করাকে আপনি মূলত ঘৃণা করেন। আপনি বুদ্ধিমান হলেও অভিযাত্রার মতো কিছু করার এক চিরচঞ্চল নেশা ও তারুণ্যের খেয়ালিপনা আপনার মধ্যে রয়েছে। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার ঝোঁক আপনার মধ্যে রয়েছে। আপনার গতির সঙ্গে তাল মেলানো অন্যের পক্ষে কঠিন। তবে আপনি কোনো কিছু শুরু করে তা শেষ করার দায়িত্ব অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে চান। অনেক ব্যাপারেই আপনি দ্রুত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। জীবনের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং ধৈর্যই আপনাকে সফল করতে পারে।

পেশা : লোহা, ধাতব দ্রব্য, সেনাবাহিনী, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞাপন, আইন, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত পেশায় ভালো করবেন। আপনি প্রশাসন, সৈনিক, সমরবিদ, অস্ত্র নির্মাতা, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, পুলিশ, সার্জন, অপরাধ বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী, নির্মাতা, কর্মকার, স্টিল মিল কর্মকর্তা, কামার, ওয়েল্ডার, মেকানিক, ডককর্মী, জাহাজ নির্মাতা, দমকল কর্মী, আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ, লেদ মেশিন কর্মী, কসাই, ক্রীড়াবিদ, শিকারি, অভিনেতা, আইনবিদ, ব্যাংকার, যন্ত্রপাতি নির্মাতা, রেল ও জাহাজ কর্মী হিসেবে সহজে সফল হবেন।

নেতিবাচক : আপনার সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে স্বার্থপরতা, কুসংস্কার, সংকীর্ণ চিন্তা, কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখা, অস্থিরতা ও ধৈর্যহীনতার কারণে।

পরামর্শ : আপনাকে জীবনের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে শিখতে হবে। অন্যের সেবায় নিজেকে নিবেদিত করতে ও অন্যের প্রতি সমমর্মিতাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে শিখতে হবে। নিজের আদর্শ মোতাবেক নিজেকে চালাতে, ধৈর্য ধারণ এবং কাজ অসমাপ্ত না রেখে তা সমাপ্ত করতে শিখতে হবে। নিজের অন্তর্নিহিত কুসংস্কার কাটিয়ে উঠতে হবে। অন্যকেও দেখতে হবে নিজের মতো করে।

অধ্যায়-৪

নামসংখ্যা

জন্মসংখ্যা ও কর্মসংখ্যার মতো আপনার রয়েছে একটি নামসংখ্যা। জন্মসংখ্যা ও কর্মসংখ্যা নিরূপণ করা হয় জন্ম তারিখ থেকে। আর নামসংখ্যা নিরূপণ করা হয় নাম থেকে। নাম থেকে নামসংখ্যা বের করা তেমন কঠিন কিছু নয়। নামসংখ্যা বের করতে হলে প্রথমে আপনার নাম ইংরেজিতে লিখতে হবে। এরপর প্রতিটি হরফের সংখ্যা বসিয়ে পাশাপাশি যোগ করে সর্বশেষ যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সেটিই আপনার নামসংখ্যা। অবশ্য হিসাব শুরু করার আগে আপনাকে জানতে হবে প্রতিটি ইংরেজি হরফের সংখ্যা মান। ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি হরফের সংখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপ :

A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F-8, G=3, H=5, I=1, J=1, K=2, L=3, M=4, N=5, O=7, P=8, Q=1, R=2, S=3, T=4, U=6, V=6, W=6, X=5, Y=1, Z=7.

হরফের সংখ্যাগুলোকে একটা ছকে ফেললে মনে রাখা সহজ হবে। যেমন-

1	2	3	4	5	6	7	8
A I J Q Y	B K R	C L S G	D M T	E H N X	U V W	O Z	F P

এবার একটি উদাহরণ সবকিছু সহজভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। ধরুন, জাতকের নাম আব্দুল মতিন। ইংরেজিতে

ABDUL MATIN

12463 41415

16=7 15=6

7+6=13=1+3=4

এখানে (ABDUL=1+2+4+6+3=1+6=7) আবার (MATIN=4+1+4+1+5=15=1+5=6) এখন আব্দুল-এর সংখ্যা ৭ এবং মতিন-এর সংখ্যা ৬। দুটো যোগ করলে (6+7=13=13=4) সর্বশেষ যোগফল হচ্ছে ৪। অর্থাৎ আব্দুল মতিন-এর নামসংখ্যা হচ্ছে ৪। এভাবে আপনার বা পরিচিত যে কারো নামসংখ্যা বের করতে পারেন। জন্মসংখ্যা যেমন আপনার চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও শুভাশুভের ইঙ্গিত দেয়, তেমনি নামসংখ্যা বলে দেয় জীবনের লক্ষ্য বা মিশন কী হওয়া উচিত। জীবনে সাফল্য লাভের জন্যে কোন কোন দোষগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে, তার নির্দেশনাও পাওয়া যায় নামসংখ্যায়।

আপনি ইতোমধ্যেই নামসংখ্যা বের করে ফেলেছেন। এবার দেখুন, আপনার নামসংখ্যার মাঝে আপনার লক্ষ্য বা মিশন সম্পর্কে কী নির্দেশনা লুকিয়ে আছে। আপনি ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, আপনাকে কোন গুণাবলি অর্জন করতে হবে, কী কী বর্জন করতে হবে, আর কোন কোন ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

নামসংখ্যা-১

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে নেতৃত্ব প্রদান ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটানো। নিজে নেতা হওয়ার সাথে সাথে অন্যদের উত্তরণেও সহযোগিতা করা। সাহস এদের ভূষণ। সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এরা এদের মৌলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এদের বড় সম্পদ। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উদ্দীপনার জন্যে অন্যেরা এদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনার নামসংখ্যা ১ হলে আপনাকে শিখতে হবে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হতে, নিজস্ব সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে হবে। যে-কোনো পরিস্থিতিতে আপনাকেই নিতে হবে সাহসী ও উদ্যোগী ভূমিকা। সম্ভব হলে নিজে সরাসরি সব কাজ করতে হবে। কাজে ও চিন্তায় মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে হবে। কাজ করে যেতে হবে নিরলসভাবে আর ফলাফল ছেড়ে দিতে হবে নিয়তির হাতে।

আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আপনি স্বার্থপর না হয়ে উঠেন। অযৌক্তিক কর্তৃত্বপরায়ণতা ও হামবড়া ভাব পরিহার করতে হবে। বাধা, ঝামেলা বা সংকটে পলায়নী মনোবৃত্তি দমন করতে হবে।

নামসংখ্যা-২

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো। এরা বলপ্রয়োগে নয়, কৌশলে মসৃণভাবে জয় করে। এককভাবে নয়, অন্যদের সাথে মিলে কাজ করাতেই এদের আনন্দ। শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাই এদের লক্ষ্য। সংশ্লিষ্ট সবার ভাগ্যের সাথে এদের ভাগ্য একসুতোয় গাঁথা। সংশ্লিষ্ট সবার সাথে নিজেকে একসুতোয় গাঁথতে ব্যর্থ হলে এদের জীবনের মিশনও বরবাদ হয়ে যায়।

আপনার নামের সংখ্যা ২ হলে আপনাকে কুশলী হতে হবে। আপনার সহজাত সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে হবে। অন্যের কথা শুনতে ও অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। শান্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। আপনার সচেতনতা বাড়াতে হবে। সমমর্মিতাবোধ ও ইনটুইশন কাজে লাগাতে হবে।

আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আপনি কল্পনাবিলাসী ও খুঁতখুঁতে না হয়ে উঠেন। বিব্রতকর শালিসীর মধ্যে জড়িয়ে না পড়েন। সংঘাত নয়, কৌশলে প্রভাবিত করার; নায়ক নয়, নেপথ্য নায়ক হওয়ার মধ্যেই আপনার সহজ সাফল্য নিহিত।

নামসংখ্যা-৩

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে কথা ও কাজের মাধ্যমে জীবনের উপলব্ধি ও আশাবাদের বিস্তার। বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথে নিজে এগোনোর সাথে সাথে অন্যদেরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দর্শন, আইন, বিধান, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আশাবাদের জন্যে অন্যেরা এদের দিকে তাকিয়ে থাকে। নেতৃত্ব দেয়া ও উদ্দীপনা সঞ্চারে রয়েছে এদের সহজাত দক্ষতা। আপন চিন্তার সহজ প্রকাশ এদের কামিয়াব করে। আর এতে ব্যর্থ হলে এদের জীবনের মিশনও বরবাদ হয়ে যায়। আপনার নামসংখ্যা ৩ হলে আপনাকে সকল স্তরে যোগাযোগ করা শিখতে হবে। পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াতে হবে। বুদ্ধিমত্তার সাথে সময় ও সুযোগের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। এক এক করে কাজ শেষ করতে হবে। আপনার চিন্তা, দর্শন ও আশাবাদের ছায়াতলে অন্যদের নির্দ্বিধায় আশ্রয় দিতে হবে। আন্তরিক বন্ধুত্বের অর্থ বুঝতে হবে। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন বিক্ষিপ্তভাবে

কাজ করে আপনি সময়ের অপচয় না করেন। একসাথে অনেক কিছুর সাথে জড়িয়ে ক্লান্ত না হয়ে পড়েন। অতিরিক্ত কথা বলে যেন বিরক্তি উৎপাদন না করেন। বিনয়ের অভাবে যেন কেউ আপনাকে আত্মম্ভরি ভাবতে না পারে।

নামসংখ্যা-৪

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তনে আত্মনিয়োগ। প্রতিবাদী চেতনা এদের কণ্ঠে সহজেই ভাষা পায়। ভিন্নমত ও ভিন্নপথের প্রতি এরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে এরা সবকিছুকে বিচার করতে চায়। বঞ্চিতের পাশে দাঁড়াতে চায়। একটু ব্যতিক্রমী পথেই এরা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়। তবে ব্যতিক্রমী পথে এগোতে ব্যর্থ হলে এদের জীবনের মিশনও বরবাদ হয়ে যায়।

আপনার নামের সংখ্যা ৪ হলে আপনাকে সুসংগঠিত ও লক্ষ্যাভিসারী হতে শিখতে হবে। কাজে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্ধবিশ্বাস ও চিরায়ত মানবীয় মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখতে হবে। মিতব্যয়ী ও মিতাচারী হতে হবে। চিন্তাভাবনা ও ধ্যানের পথে নিজের উন্নয়ন করতে হবে। গোপনীয়তা রক্ষা করতে জানতে হবে।

আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তাড়াহুড়া করে কাজ না করে ফেলেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে যেন চিরায়ত সত্যেরই বিরুদ্ধাচরণ না করেন। অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে না পড়েন। মনমতো সবকিছু সব সময় করা সম্ভব নয়, এটা মনে রাখলেই আপনার কষ্ট কম হবে।

নামসংখ্যা-৫

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে যোগাযোগ ও অগ্রগতি। সৃজনশীল কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে কথা, লেখা, প্রচার বা যোগাযোগের মাধ্যমে এরা সাফল্য লাভ করে। ভ্রমণ এদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত ও মুক্তির দিগন্তে বিচরণের জন্যে পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো ও সময়ের সাথে এগিয়ে যাওয়ার মাঝেই এদের সাফল্য। এতে ব্যর্থ হলে এদের জীবনের মিশন বরবাদ হয়ে যায়।

আপনার নামসংখ্যা ৫ হলে আপনাকে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে এগিয়ে যেতে শিখতে হবে। নতুন ধ্যানধারণা ও মতবাদকে কাজে লাগাতে হবে। নিজের ধ্যানধারণাকে গ্রহণযোগ্য করে পেশ করতে হবে। ভ্রমণ ও সফরকে করতে হবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের বাহন।

আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আপনার মধ্যে অতিরিক্ত ঝুঁকি ও জুয়ার মনোবৃত্তি বাসা না বাঁধে। আপনি যেন খেয়ালিপনার শিকার না হন। অতীতকে আঁকড়ে রাখার বৃথা চেষ্টা না করেন। কোন সম্পর্ককে অহেতুক ধরে রাখার কোশেশ করে গলদঘর্ম না হন।

নামসংখ্যা-৬

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে শান্তি ও সমৃদ্ধির অন্বেষণ। শিল্প, সংগীত ও সুন্দরের মাঝে বিচরণ। প্রেম ও আনন্দ এদের চালিকা শক্তি। নিজ পরিবারের প্রতি এরা দায়িত্ববান। ঘরে শান্তি এদের সৃজনশীল মেধার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

পরিবারে ও সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সুবিচার কামনা এদের কার্যধারাকে প্রভাবিত করে। বঞ্চিত ও অবহেলিতদের সেবায় এদের প্রাণ সহজেই সাড়া দেয়। কল্যাণমূলক মনোভাবের কারণে এরা জীবনে অপ্রত্যাশিত সাহায্য লাভ করে।

আপনার নামের সংখ্যা ৬ হলে আপনাকে নিজ পরিবারের প্রতি যত্নবান ও পরিবার নিয়ে গর্ববোধ করতে সক্ষম হতে হবে। আপনার বাসস্থানকে আরামদায়ক ও শান্তির নীড়ে পরিণত করতে হবে। অন্যদের সাথে সহজে মিশতে হবে। নিজেকে আদর্শ মেজবানে পরিণত করতে হবে। আপনার শিল্প ও সৌন্দর্য সচেতনতাকে ফলপ্রসূ রূপ দিতে হবে। অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতাকে নবসৃষ্টিরূপে উদ্ভাসিত করতে হবে। অবহেলিতদের সেবায়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন সৌন্দর্যপ্রিয়তা ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণতায় পরিণত না হয়। সুন্দর সামগ্রী সংগ্রহে অসততা অবলম্বন না করেন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দুর্বলতা বা আকর্ষণ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। আরাম-আয়েশে যেন ডুবে না যান। কোনোভাবেই যেন আপনার সততা নষ্ট না হয়। দুশ্চিন্তা ও আত্মগর্বী মনোভাব যেন আপনার ব্যক্তিত্বের ক্ষতি না করে।

নামসংখ্যা-৭

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে আত্মিক গুণাবলির বিকাশ। প্রেম, সৃজনশীলতা, সমমর্মিতা ও আধ্যাত্মিকতার স্ফুরণ ঘটানো। সৃজনশীলতা এদের ভূষণ। সেবার মাধ্যমে মানবকল্যাণই এদের ব্রত। অন্যের জন্যে নীরবে আত্মবিসর্জন দিতে এদের কুণ্ঠা নেই। নিজেকে সাধারণত নেপথ্যেই রাখতে চায়। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইলেও অন্যেরা দার্শনিক বা আত্মিক দিক-নির্দেশনার জন্যে এদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনার নামের মৌলিক সংখ্যা ৭ হলে আপনাকে কল্পনা থেকে সত্যকে আলাদা করা শিখতে হবে। চিন্তা করতে, দেখতে ও বুঝতে হবে। জীবনের নিগূঢ় রহস্য খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হতে হবে। নীরবতা ও একাকিত্বকে উপভোগ করতে শিখতে হবে। নিজের নৈতিক দর্শনে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে। নিজেকে গড়ে তুলতে হবে নৈতিক ও আত্মিক আশ্রয়স্থল হিসেবে।

আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আপনি কল্পলোকে বিচরণকারীতে পরিণত না হন। আপনি যেন বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়েন। আপনাকে মনে রাখতে হবে, পা মাটি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে যে-কোনো সময় ধপাস করে পড়ে যেতে পারেন। সর্তক থাকতে হবে যেন ঝামেলামুক্ত থাকতে গিয়ে অন্যায়ের সাথে আপস করে না ফেলেন, আপনার আত্মিক পরাজয় যেন না ঘটে।

নামসংখ্যা-৮

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে নির্মাণ। নিয়ত কর্মের মাঝে বিচরণ। শ্রমের পথে ধুলার তাজমহল রচনা। ধীরে ধীরে একটার পর একটা ইট গেঁথে এরা সাফল্যের ভিত্তি রচনা করে। দূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে এরা অগ্রসর হতে জানে। তেমনি কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি অনড় মনোভাবের পরিচয় দিয়ে অর্জন করে অন্যের আস্থা। প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে নিরলস প্রচেষ্টা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনড় মনোভাব দ্বারা শুধু নিজের উত্তরণ নয়, সামগ্রিকভাবে সামাজিক উত্তরণ ও অগ্রগতিতে এরা রাখতে পারে বলিষ্ঠ ভূমিকা।

আপনার নামের মৌলিক সংখ্যা ৮ হলে আপনাকে নিজ প্রচেষ্টায় সফল হতে শিখতে হবে। বিনয়ের সাথে পারিপার্শ্বিকতাকে মেনে নিয়ে ধৈর্যের সাথে কঠিন শ্রম করতে হবে। যত কঠিন পরিস্থিতিই সামনে আসুক হতোদ্যম হবেন না। মনে রাখবেন, কঠিন শিলাখন্ডও আঘাতে আঘাতে একসময় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। দায়িত্বের যত কঠিন বোঝা-ই আপনার ওপর অর্পিত হোক না কেন, তা অম্লান বদনে পালনের মাঝেই আপনার সাফল্য নিহিত। শ্রম, নিষ্ঠা ও সেবার পথেই আপনি আপনার নিয়তিকে জয় করতে পারবেন।

আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, আপনি যেন প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে আকস্মিক বিদ্রোহ করে না বসেন। তেমন করলে আপনি চোরাবালিতে আরো ডুবে যাবেন। প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে হতে হবে ধীরস্থির। সতর্ক থাকতে হবে, যাতে খুব ভালো কিছুর বিকল্প হিসেবে মন্দের ভালো কিছুকে গ্রহণ না করে ফেলেন। জীবন চলার পথে যেন কখনো অহেতুক দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় না দেন। হতাশা যেন কখনোই আপনার মনের জানালায় উঁকি দিতে না পারে। নিজের ওপর আস্থার অভাব যেন না ঘটে।

নামসংখ্যা-৯

দুনিয়ায় এদের মিশন হচ্ছে ক্ষমতা। সাংগঠনিক দক্ষতায় সংগ্রামের পথে আসে সাফল্য ও ক্ষমতা। জাত যোদ্ধার মতোই এরা জয়ের পথে অগ্রসর হয়। কোনো বাধা ও ভয় এদের পথে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করতে পারে না। এরা সরাসরি লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। এরা অর্জিত অর্থ ও ক্ষমতা আপনজনদের সাথে ভাগ করে নিতে পারে। জনহিতকর কাজেও এরা সহজে জড়িয়ে পড়ে। অন্যের দুঃখকষ্ট এদের সহজেই ভাবাবেগে আপ্লুত করতে পারে। তাই সংকট উত্তরণে নেতৃত্বের জন্যে অন্যেরা সহজেই এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এদের জজবা ও সাহস সহজেই অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে।

আপনার নামের মৌলিক সংখ্যা ৯ হলে আপনাকে দয়াশীল ও মিতাচারী হতে শিখতে হবে। সংগ্রামী চেতনার সাথে সাথে ক্ষমার মনোভাব নিয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আপনার পরিচয়ের চৌহদ্দি বাড়াতে হবে। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্তকে প্রসারিত করতে হবে।

নিজ স্বার্থের চেয়ে সামাজিক লাভ-লোকসানকে বড় করে দেখতে হবে। জাত সৈনিকের মতো যুদ্ধের মাঝেও বিশ্রাম নিতে শিখতে হবে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সুফলকে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা আপনাকে গ্রাস না করে। রাগ যেন আপনাকে জ্ঞানশূন্য না করে ফেলে। সাহস যেন হঠকারিতায় পরিণত না হয়। দ্রুত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা যেন আপনাকে হতাশ না করে। আপনি যেন ধৈর্য না হারান। ধৈর্যহীনতা আপনার পতনের কারণ হতে পারে। আপনার মনে রাখতে হবে, যে-কোনো কাজ সম্পাদনে সময়ের প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো করে বড় কিছু, মহৎ কিছু করা যায় না।

অধ্যায়-৫

৪ ও ৮ সংখ্যা

নিউমারোলজির ৯টি মৌলিক সংখ্যার মধ্যে ৪ ও ৮ সংখ্যা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী সংখ্যা। ৪ এক কথায় খেয়ালি সংখ্যা। আর ৮ নিয়তির সংখ্যা। এজন্যে অন্য যে-কোনো সংখ্যার জাতকের চেয়ে ৪ ও ৮ সংখ্যার জাতকদের জীবনে এই সংখ্যা দুটির আবর্তন ঘটে বেশি। প্রায়ই যে-কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার ক্ষেত্রে তারা এ সংখ্যা দুটোর সম্মুখীন হন। কিন্তু পার্থিব দিক থেকে সংখ্যা দুটি তাদের জন্যে সাধারণত সুখকর হয় না। তাদের কর্মপ্রচেষ্টায় তারা বার বার এক অলঙ্ঘনীয় নিয়তির সম্মুখীন হন।

৪ সংখ্যার জাতকদের জন্যে শুধু ৪-এর আবর্তনে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তবে ৮ সংখ্যার মধ্যে যেহেতু দুটি ৪ প্রচ্ছন্ন আছে (যেমন ৪+৪=৮), তাই ৪ সংখ্যার জাতকদের জীবনে ৮ সংখ্যা সাধারণত অলঙ্ঘনীয় নিয়তির মতো এসে পড়ে। ৮-এর মধ্যে দুটি ৪ প্রচ্ছন্ন থাকায় ৪ সংখ্যার জাতকরা ৮ সংখ্যার জাতকদের প্রতি সহজাত আকর্ষণ অনুভব করেন। অনেক ক্ষেত্রে ৪ সংখ্যার জাতকরা ৮ সংখ্যার জাতককে জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেন। তারা বিপদে-দুঃখে-রোগে-শোকে পরস্পরের প্রতি সর্বোচ্চ সমমর্মিতাবোধ ও আত্মত্যাগমূলক মনোভাব প্রদর্শন করলেও পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সাধারণত সৌভাগ্যের অধিকারী হন না। নিয়তি সাধারণত দুঃখ, দুর্ভাগ্য ও ভাগ্যের পরিহাস বয়ে আনে।

৮ সংখ্যার জাতকদের জীবন নিয়তির সাথে আরো অলঙ্ঘনীয়ভাবে জড়িত। অন্য যে-কোনো সংখ্যার চেয়ে ৮ সংখ্যা পরিচিত নিয়তির মানস পুত্ররূপে। তারা মহান চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন। তারা অন্য যে-কারোর চেয়ে বেশি আত্মত্যাগী হতে পারেন। অন্যের কল্যাণে তারা সর্বস্ব নিয়োজিত করতে পারেন। কিন্তু তারা এর প্রতিদান পান খুব কম। তারা জীবনে উচ্চাসনে আসীন হতে পারেন, কিন্তু তা হয় সাধারণত গুরুদায়িত্ব ও দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ। তারা অনেক ধনী হতে পারেন, কিন্তু সম্পদ তাদের শান্তি দিতে পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বেশি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু প্রেমের জন্যে তাদের জীবনে মূল্য দিতে হয় সবচেয়ে বেশি।

নিয়তির এই পীড়াদায়ক বিধান সম্পর্কে ৮ সংখ্যার জাতকরাও সচেতন। কারণ সাধারণত ৮ তাদের কাছে কিছু পাওয়া বা কিছু হারানোর ইঙ্গিত। তাই ৮, ১৭ ও ২৬ তারিখ এলে তারা ভাবেন, হয়তো কিছু পাবেন বা হারাবেন। ভারতের প্রথম মহিলা বিচারপতি শ্রীমতি মঞ্জুলা বসু এই ৮-এর প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন, 'ক্যালেন্ডারের ১৭ তারিখ আমার জীবনের হাসি আর কান্না দিয়ে ঘেরা। ১৯৪৩ সালে ১৭ ডিসেম্বর বাবা প্রখ্যাত ব্যারিস্টার সুধীর রঞ্জন রায়কে চিরদিনের জন্যে হারাই। তারপর ১৯৫৬ সালে ১৭ ডিসেম্বরে বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করে স্বদেশের মাটিতে এসে পৌঁছি। ১৯৫৮ সালে ১৭ নভেম্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আর ১৯৭৭ সালে ১৭ জুন কলিকাতা হাই কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। তাই ১৭ তারিখগুলো আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয় দিন। যে-কোনো ১৭ তারিখ আসার আগের রাতে আমি আশা করি আগামীকাল হয়তো কিছু পাব বা হারাব।'

৪ আর ৮-এর বাঁধনে নিয়তি যে কত অলঙ্ঘনীয়ভাবে বেঁধে ফেলতে পারে, তার একটি নজির হচ্ছে ইংল্যান্ডের এককালের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ক্রিপেনের মামলা। স্ত্রী হত্যার দায়ে ক্রিপেনকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। ক্রিপেনের জন্ম তারিখ হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি ১৮৬২ সাল। ২৬=৮ আবার ২৬ জানুয়ারি পড়েছে ৪ সংখ্যার মাসে। তাই জন্ম মাসের সংখ্যা হচ্ছে ৪।

জন্ম সালের সংখ্যা ১+৮+৬+২=১৭=৮।

ক্রিপেনের স্ত্রীকে ৩১ জানুয়ারি শেষবারের মতো তার সাথে খেতে দেখা গিয়েছিল। ৩১=৪ আবার মাসের সংখ্যাও ৪। ক্রিপেন পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে প্রথম জবানবন্দী পেশ করেন ৮ জুলাই। তার স্ত্রীর দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয় ১৩ জুলাই। ১৩ জুলাই =৪। তিনি ভুয়া নামে জাহাজে করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। জাহাজে তাকে শনাক্ত করা হয় ২২ জুলাই=৪। জাহাজ কানাডা পৌঁছলে তাকে গ্রেফতার করা হয় ৩১ জুলাই =৪। তাকে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠানোর পর তার বিচার শেষ হয় শনিবার ২২ অক্টোবর। ২২=৪ আবার শনিবার হচ্ছে ৮ সংখ্যার দিন।

ক্রিপেনের মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করার দিন ধার্য করা হয় ৮ নভেম্বর। মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে তার আপিল প্রত্যাখ্যান হয় ৫ নভেম্বর শনিবার। শনিবার ৮ সংখ্যার দিন, তাই ৫-এর সাথে ৮ যোগ করলে দাঁড়ায় ১৩=৪।

তার আপিল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার দিন পরিবর্তিত করে ২৩ নভেম্বর ধার্য করা হয়। ২৩=৫। আর মাসটি হচ্ছে ৩ সংখ্যার মাস। ৫-এর সাথে ৩ যোগ করলে দাঁড়ায় ৮। তাছাড়া ক্রিপেনের ভাগ্যের ৪ ও ৮-এর মিশ্রণের বছরেই তার ওপর নিয়তির অমোঘ বিধান নেমে আসে। মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার সময় তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

৪ ও ৮ সংখ্যার পুনরাবৃত্তি যাদের জীবনে বার বার ঘটেছে, তাদের এ সংখ্যা দুটোর প্রভাব বাড়াতে পারে এমন কিছু করা উচিত নয়। এটি পার্থিব অর্থে তাদের সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ৪ সংখ্যার জাতকরা ৪ ও ৮-এর বিকল্প হিসাবে ১ সংখ্যাকে বেছে নিতে পারেন। প্রথমে নামের বানান পরিবর্তন করে ১ সংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে। তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ১-এর সিরিজের দিনগুলোকে বেছে নিতে হবে। ১ সংখ্যার জাতকদের মধ্যে বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে হবে। ১ সংখ্যার রঙ ব্যবহার করতে হবে। দৃঢ়তার সাথে ৪ ও ৮ সংখ্যাকে এড়িয়ে চলতে হবে। ক্রমাগত চেষ্টার মাধ্যমে ১ সংখ্যার ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার পর আস্তে আস্তে তাদের জীবনে ১ সংখ্যার সমলয়তা সৃষ্টি হবে। ১ সংখ্যার মতোই সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন তিনি।

৮ সংখ্যার জাতকরা ৪ ও ৮-এর প্রভাব হ্রাসের জন্যে জন্মসংখ্যার পরিবর্তে জন্মমাসের সংখ্যাকে বেছে নিতে পারেন। যেমন, ৮ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি তার মাসের সংখ্যাকে বেছে নিতে পারেন। তার মাসের সংখ্যা হচ্ছে ৩। তেমনি ১৭ আগস্ট জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি ১ সংখ্যাকে বেছে নিতে পারেন। কিন্তু ২২ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জন্মগ্রহণকারী ৮ সংখ্যার জাতকদের মাসের সংখ্যা বেছে নেয়া উচিত নয়। কারণ এ সময়টা যথাক্রমে ৮ ও ৪ সংখ্যার মাস। তাদের ১, ৫ বা ৬ সংখ্যা বেছে নেয়া উচিত। নতুন সংখ্যা বেছে নেয়ার পর ৮ সংখ্যার জাতকের নাম নতুন সংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করতে হবে। যে-কোনো পরিকল্পিত কাজের ক্ষেত্রে ৪ ও ৮ এর সিরিজকে এড়াতে হবে। নতুন সংখ্যার প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে নয়া সংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তারিখে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। নয়া সংখ্যার রঙ ব্যবহার করতে হবে। এভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তারা নতুন সংখ্যার সমলয়তার প্রভাব পেতে শুরু করবেন।

৪ সংখ্যার জাতকরাও ইচ্ছা করলে ১ সংখ্যা ব্যবহার না করে জন্মমাসের সংখ্যা ব্যবহার করতে পারেন। তবে ৪ ও ৮ সংখ্যার জাতকদের কোনো অবস্থায়ই নতুন সংখ্যা হিসাবে ৯ সংখ্যা বেছে নেয়া উচিত নয়। কারণ ৯ সংখ্যা তাদের ওপর মঙ্গলের প্রভাব বৃদ্ধি করে জীবনকে আরো সংঘাতময় করে তুলবে।

অবশ্য ৪ ও ৮ সংখ্যার জাতকরা যদি মনে করেন যে, পার্থিব ফলাফল যা-খুশি হোক, আমরা আমাদের জন্মসংখ্যা নিয়ে বাঁচব। তাহলে তারা তাদের সংখ্যার প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে অন্য সংখ্যার জাতকদের ন্যায় নিজ সংখ্যার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন।

তারা যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য ৪, ১৩, ২২, ৩১, ৮, ১৭ ও ২৬ তারিখ বেছে নিতে পারেন। সহজাত আকর্ষণে মিশতে পারেন ৪ ও ৮ সংখ্যার জাতকদের সাথে। এভাবেও তারা সাফল্য অর্জন করতে পারেন। কিন্তু তাদের এই সাফল্য হবে ব্যতিক্রমী সাফল্য। তাদের জীবনও বহুলাংশে হয়ে উঠবে নিয়তি নির্ভর।

অধ্যায়-৬

বিতর্কিত ১৩

কথাশিল্পী ভিক্টর হুগোর জন্মগত বিশ্বাস ছিল, ১৩ তার জন্যে অপয়া, অশুভ। তার নোটবই পূর্ণ ছিল ১৩ সম্পর্কিত তথ্যে। ১৮৭১ সালে জাতীয় পরিষদে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্যারিস ত্যাগের সময় তিনি নোট বইয়ে লেখেন যে, তারা ১৩ ফেব্রুয়ারি প্যারিস ত্যাগ করেন। যে রেলকারে তারা ভ্রমণ করেন, তাতে ১৩ জন যাত্রী ছিল। তাদের জন্যে বদে'তে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ১৩ নং বাড়িতে। ১৩ মার্চ রাতে হুগো ভালোভাবে ঘুমোতে পারেন নি। তিনি সংখ্যা নিয়ে ভাবছিলেন। রাতে তিনি পিথাগোরাসকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি জানুয়ারি মাস থেকেই ১৩ সংখ্যার পুনরাবৃত্তি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ১৩ নং বাড়ি ত্যাগ করবেন। কারণ ঐ ১৩ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি খবর পান চার্লস হুগো মারা গেছেন।

শুধু ভিক্টর হুগোই নন, ১৩ সম্পর্কে অনেকেরই আতঙ্ক রয়েছে। বহু হোটেলে ১৩ নং কক্ষ বলতে কিছু নেই। এমন কি বাংলাদেশের একজন সাবেক প্রেসিডেন্টও ১৩-এর আতঙ্ক থেকে মুক্ত নন। কারণ তার মালিকানাধীন একটি বিল্ডিং-এ একতলা ও দোতলা মিলিয়ে ২৫টি কক্ষ আছে। কিন্তু সে বিল্ডিং-এ ১৩ নং কক্ষ নেই। অনেকে আবার ১৩ তারিখে কখনো যাত্রা করেন না। পাছে দুর্ঘটনা ঘটে এই ভয়ে।

পাশ্চাত্য জগতে ১৩-এর আতঙ্ক আরো বেশি। যেহেতু লাস্ট সাপারে ১৩ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন, কোনো ভোজসভায় ১৩ জনের অংশগ্রহণকে অত্যন্ত অশুভ মনে করা হয়। তাদের ধারণা, ১৩ জন কোনো ভোজে অংশ নিলে বছর শেষ হওয়ার আগেই ১৩ জনের ১ জন মারা যাবে।

পাশ্চাত্যে শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই ১৩ এর আতঙ্ক সীমিত নয়, জ্ঞানী-গুণীরাও এ আতঙ্কে ভুগছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে যারা নিয়মিত যান তাদের চেয়ে বেশি বিদ্বজ্জন আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে! কিন্তু পাঠাগার স্থাপিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ১৩ নং আসনগুলো কখনো একসাথে পূর্ণ হয় নি। এ-১৩ থেকে টি-১৩ পর্যন্ত প্রতিটি ১৩ নং আসন সবশেষে পূর্ণ হয়। অধিকাংশ পাঠকই ১৩ নং-যুক্ত হলে বিপুলায়তন ডেস্কের চেয়ে ছোট্ট অতিরিক্ত টেবিল পছন্দ করেন।

১৩ সম্পর্কিত এ ভীতির অবশ্য একটা কারণ হচ্ছে ট্যারট কার্ডে ব্যবহৃত প্রতীক। ১৩ সংখ্যার জন্যে ট্যারট কার্ডে ব্যবহৃত হয়েছে একটা কঙ্কালের ছবি। কঙ্কালের একহাতে বিরাট কাস্তে। কাস্তে দিয়ে সে শুধু মানুষ কেটে যাচ্ছে। তার চারদিকে দিগন্তপ্রসারী সবুজ ঘাসের প্রান্তর। এ প্রান্তরের চারদিক থেকে আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে অসংখ্য শিশুর মুখ।

১৩ সংখ্যার প্রতীকী অর্থ উপলব্ধির জন্য ৪ সংখ্যার রহস্য উপলব্ধি প্রয়োজন। কারণ ১৩ সংখ্যা ৪-এর উচ্চতর পর্যায়। ৪ সংখ্যার ব্যাখ্যায় আমরা আগেই আলোচনা করেছি, এটা একটা ব্যতিক্রমী সংখ্যা। এ সংখ্যার প্রভাবাধীন জাতক সাধারণত ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়। নিজের একান্ত ভুবনে তারা একা। তাদের বিরোধীরা সবসময়ই তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকে। সমাজ সংস্কার ও সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে তারা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সরকার ও সামাজিকতার বিধিবিধান পাল্টাতে পারলেই তারা সবচেয়ে খুশি। তারা সবসময়ই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করে।

১৩ সংখ্যার মধ্যেও এ সবগুলো বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। বরং বলা যায়, বৈশিষ্ট্যগুলো উচ্চতর পর্যায়ে সম্পৃক্ত রয়েছে। এটি ক্ষমতা, বিপ্লব, অভ্যুত্থান, বিপর্যয়, উত্থান ও পতনের সংখ্যা। এ সংখ্যা পুরাতনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সংখ্যা। ১৩ নতুন ক্ষমতার সংখ্যা। তবুও যেহেতু এর প্রতীকে ব্যবহৃত হয়েছে কঙ্কালের ছবি, তাই অকাল্টের নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম ব্যক্তিরা একে মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাই ১৩ সংখ্যাকে তারা খুব বেশি ভয় পান।

অবশ্য ১৩ সংখ্যার সত্যিকারের মর্ম উদ্ধার করতে পারলে আর ভয়ের কিছু থাকে না। ১৩ তখন প্রমাণিত হয় শক্তিশালী সংখ্যা হিসেবে। কারণ অকাল্ট সাধকরা আদিকাল থেকে বলে এসেছেন, '১৩ সংখ্যার রহস্য যে উপলব্ধি করতে পেরেছে সে অর্জন করেছে ক্ষমতা ও প্রভুত্বের চাবিকাঠি।' ১৩ তাই অত্যন্ত ক্ষমতাবান সংখ্যা, তবে তা বহুলাংশে নিয়তি নির্ভর।

অবশ্য ১৩ সংখ্যার প্রভাব যাদের ওপর রয়েছে, তারা সবাই যে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে তা নয়। তবে তাদের জীবনে ১৩ সংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। আর সে প্রভাবকে অশুভ বলে গণ্য করা যায় না। ফরাসী নাট্যকার হেনরী কিস্টেমেকার ১৩ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ তারিখে তিনি ডিগ্রি লাভ করেন। তার, নাটক 'মার্থা' মঞ্চায়নের জন্য গৃহীত হয় ১৩ তারিখে। এর পূর্ণাঙ্গ রিহার্সেল অনুষ্ঠিত হয় ১৩ তারিখে। তার নাটক 'লা প্লেসার' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৩ তারিখে। ব্রাসেলসে এর পরবর্তী মঞ্চায়নও হয় ১৩ তারিখে। 'লা ইনস্টিংক্ট'-এর পূর্ণাঙ্গ রিহার্সেল ও 'লা রিফালে'-এর প্রথম মঞ্চায়ন অনুষ্ঠিত হয় ১৩ তারিখে। 'লা এম্বাসেডে' মঞ্চায়নের জন্যে গৃহীত হয় ১৩ তারিখে। তিনি ১৩ তারিখেই ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অব অনার'-এ ভূষিত হন।

ব্রিটিশ এম.পি. স্যামুয়েল স্টোরির ঘটনা উল্লেখ করেছেন কিরো। স্যামুয়েল স্টোরি ১৮৪০ সালের ১৩ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। (১৮৪০=১৩) তিনি ১৩ বছর বয়সে অর্থোপার্জন শুরু করেন। তিনি প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা দান করেন ২৬ বছর বয়সে (=২৬)। ২৬ জানুয়ারির প্রদত্ত এক রাজনৈতিক বক্তৃতা তার সৌভাগ্যের সূচনা করে। সান্ডারল্যান্ড টাউন কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার ১৩ বছর পর তিনি এম.পি. নির্বাচিত হন। তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেন ১৩ বছর। তার স্ত্রী ২৬ তারিখে পরলোকগমন করেন। ৫৮ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন (৫৮=৮+৫=১৩)। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর জন্মতারিখও ছিল ১৩। মৃত্যুও হয় ১৩ তারিখে।

তিনি লিবারেল পার্টির সদস্য ছিলেন ৩৯ বছর (১৩×৩=৩৯)। ১৯০৩ সালে চ্যাম্বারলেনের ট্যারিফ রিফর্ম আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে দল ত্যাগ করেন। ট্যারিফ রিফর্ম নির্বাচনে তিনি মোট ভোট পান ১২,৩৩৪। (১+২+৩+৩+৪=১৩)। তার জীবনের সবচেয়ে ঘটনাবহুল ও সৌভাগ্যমন্ডিত বছর হচ্ছে ১৩, ২৬ (১৩×২), ৩৯ (১৩×৩) ও ৫২ (১৩×৪)।

বিখ্যাত জার্মান সংগীতজ্ঞ রিচার্ড ওয়াগনারের জন্ম হয়েছিল ১৮১৩ সালে (১+৮+১+৩=১৩)। সারাজীবনে রচনা করেছিলেন ১৩টি অপেরা। ১৩ বছর বয়সে তিনি সংগীত স্কুল পাশ করেন। তার বয়স যখন ১৩, তখন তার প্রিয় সংগীতজ্ঞ ওয়েবার মারা যান। ১৮৩৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি রিগার অপেরার সংগীত নির্দেশকের দায়িত্ব পান। ১৮৮২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি চলে যান ইতালির ভেনিসে। তিনি সেখানে ১৮৮৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

বার্লিনের ট্যাক্সি ড্রাইভার এডলফ অ্যামেরম্যান একবার পর পর তিন মাসের ১৩ তারিখে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হন। ভীত এডলফ চতুর্থ মাসের ১৩ তারিখে ট্যাক্সি নিয়ে রাস্তায় বের না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বাসার সামনে রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রেখে সারাদিন ঘরে বসে কাটান। হঠাৎ সন্ধ্যায় কষে গাড়ি ব্রেক করার শব্দে চমকে উঠে জানালার কাছে এসে দেখেন, আর

এক ড্রাইভার তার পার্ক করা গাড়ির পেছনটা একেবারে ধসিয়েই দিয়েছে। ভীত এডলফ এরপর পেশা পাল্টে ফেলারই সিদ্ধান্ত নেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৩ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। যুক্তরাষ্ট্রের গঠনলগ্নে ১৩টি রাজ্য এর অন্তর্ভুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ E pluribus Unum-এ ১৩টি অক্ষর রয়েছে। আমেরিকান ঈগলের প্রতিটি ডানায় রয়েছে ১৩টি পালক। ঈগলের এক পায়ে ছিল ১৩টি তীর অন্য পায়ে ছিল ১৩টি পাতা বিশিষ্ট একটি ডাল। জর্জ ওয়াশিংটন যখন রিপাবলিকের পতাকা উত্তোলন করেন তখন ১৩ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে অভিবাদন জানানো হয়। ১৩ সংখ্যার প্রভাব থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বের প্রধান মহাশক্তি। তাই ১৩ সংখ্যার আবর্তনকে শুধু অশুভ ভাবার যুক্তি নেই। ১৩ সৌভাগ্যের প্রতীকও হতে পারে।

অধ্যায়-৭

সংখ্যার পুনরাবৃত্তি

কবি ফররুখ আহমদের জীবনে ১ সংখ্যার আবর্তন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তার জন্ম তারিখ ১০ জুন ১৯১৮। তার জন্ম সংখ্যাও ১, আবার বছরের সংখ্যা (১+৯+১+৮=১৯=১০=১) ১। ১৯২৭ সালে তিনি প্রথম কোলকাতা যান ১+৯+২+৭=১৯=১০=১)। ১৯ বছর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৯ সালে তিনি আইএ পাস করেন। (১+৯+৩+৯=২২)। আমরা আগেই দেখেছি, ১, ৪, ২ আর ৭ সংখ্যার মধ্যে একটি আকর্ষণ রয়েছে। ১৯৪২ সালে তার বিয়ে হয়। (১+৯+৪+২=১৬=৭)। প্রথম চাকরিতে যোগ দেন ২৫ বছর বয়সে। ২৫=৭।

কবি ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'-তে মোট ১৯টি কবিতা রয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সিরাজুম মুনিরা'-তে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ১৯। তার 'মুহূর্তের কবিতা'-য় সংযোজিত সনেট সংখ্যা হচ্ছে ১০০। 'সিরাজুম মুনিরা' প্রকাশিত হয় তার ৩৪ বছর বয়সে (৩৪=৭)। তার 'নৌফেল ও হাতেম' প্রকাশিত হয় ৪৩ বছর বয়সে (৪৩=৭)। 'পাখির বাসা' প্রকাশিত হয় ৪৭ বছর বয়সে (৪৭=২)। ৪৭ বছর বয়সে তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পান। 'হাতেম তাই' প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে (১+৯+৬+৬=৪)। ১৯৬৬ সালেই তিনি আদমজী ও ইউনেস্কো পুরস্কার পান। ১৯৭৫ সালের ১০ জুন 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হয়। (১+৯+৭+৫=৪) 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থেরও একটি চমকপ্রদ দিক আছে। তা হচ্ছে অধ্যাপক আবুল ফজল এ গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ কথা' লিখেছেন ১ জুন। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ এর ভূমিকা লিখেছেন ১০ জুন।

কবি ফররুখ আহমদ ইন্তেকাল করেন ১৯ অক্টোবর ৫৬ বছর বয়সে। (৫৬=১১=২)। কবির জীবনে ১, ২, ৪ ও ৭ সংখ্যার ক্রমিক আবর্তন ঘটেছে।

বৃটেনের বিখ্যাত শিল্পী স্যার আলমা তাদেমা বলেছেন, তার গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে ১৭। ১৭ বছর বয়সে তার স্ত্রীর সাথে দেখা হয়। তারা প্রথম যে ঘরে বাস করেন তার নম্বর ছিল ১৭। ১৭ আগস্ট তিনি তার গৃহের পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ১৭ নভেম্বর তিনি পুনরায় ঘরে বসবাস শুরু করেন। ১৮৭১ সালে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন (১৮৭১=১৭)। সেন্ট জন উডের শিল্পী কোয়ার্টারে তার বাসার নম্বরও ছিল ১৭। আলমা তাদেমার জন্মতারিখ হচ্ছে ৮ জানুয়ারি। এজন্যেই ১৭ সংখ্যার প্রভাব তার জীবনে এত প্রবল।

অনেকের জীবনে আবার বিভিন্ন বারের প্রভাব দেখা যায়। যেমন, আমেরিকা আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ সালে পালোস পোতাশ্রয় থেকে তিনটি জাহাজ নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দিনটি ছিল শুক্রবার। সর্বপ্রথম এক শুক্রবার তিনি স্থলের পূর্ব চিহ্ন হিসেবে পাখি উড়তে দেখেন। ৭০ দিন একটানা জাহাজ চালানোর পর এক শুক্রবার (১২ অক্টোবর ১৪৯২) তিনি লুসিয়ামের এক ক্ষুদ্র দ্বীপে অবতরণ করে প্রথম আমেরিকার মাটিতে পা ফেলেন। ১৪৯৩ সালে ১৭ মে শুক্রবার তিনি বিজয়ীর বেশে বার্সেলোনা প্রবেশ করেন। ৩০ নভেম্বর শুক্রবার তিনি পুর্টো সান্টোতে ক্রুশ স্থাপন করেন। ৪ জানুয়ারি শুক্রবার তিনি স্পেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পালোস পোতাশ্রয়ে গর্বিত পদভরে তিনি যেদিন প্রবেশ করেন, সে দিনটিও ছিল শুক্রবার।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসেও শুক্রবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাচীন শহর সেন্ট আগাস্টাইনের পত্তন ঘটানো হয় এক শুক্রবারে (৭ সেপ্টেম্বর ১৬২০ সাল)। প্রিন্স টাউনে এসে প্রথম বৃটিশ বহিরাগতরা নামে এক শুক্রবার (১০ অক্টোবর ১৬২০)। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাইটোগো শহর প্রথম আত্মসমর্পণ করে শুক্রবার (১৭ নভেম্বর ১৭৭৭)। ইয়র্কটাউন শহরও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে শুক্রবার (১৯ অক্টোবর ১৮৮১)। নবগঠিত যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের দিনটিও ছিল শুক্রবার।

আর একটি রহস্যময় সংখ্যা হচ্ছে ৭। যুগে যুগে ৭-এর ব্যবহার হয়েছে বহুভাবে। রঙধনুতে আমরা দেখি ৭টি রঙের সমাহার। পৃথিবীর আশ্চর্যতম বস্তুর সংখ্যাও ধরা হয়েছে ৭। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থ সমূহে ৭ সংখ্যার পৌনঃপুনিক ব্যবহার রয়েছে। খ্রিষ্টধর্মে ধর্মীয় সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান ৭টি, প্রধান পাপ ৭টি, প্রধান দুঃখ ৭টি, প্রধান আনন্দ ৭টি, প্রধান গৌরব ৭টি, আত্মার উপহার ৭টি, যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশে ৭টি কথা বলেছিলেন, তিনি একটি বাস্কেটের ৭টি রুটি দিয়ে ৫ হাজার লোককে পরিতৃপ্তির সাথে আহার করিয়েছিলেন। মিশরের রাজা স্বপ্নে দেখেছিলেন ৭টি বলিষ্ঠ গাভী ও ৭টি কঙ্কালসার গরু। রাজা সুলায়মানের সিলের তারার মাথা হচ্ছে ৭টি। ক্যালডিনের দেবদূতের সংখ্যা হচ্ছে ৭টি। হিব্রু কাবালায় সিপারার সংখ্যা হচ্ছে ৭। দাউদের পর ৭ম পুরুষে যিশুখ্রিষ্টের অভ্যুদয় ঘটে। ৭-এর এমনি বহু প্রয়োগ রয়েছে।

ইংল্যান্ডের রাজা ৭ম এডওয়ার্ডের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল ৯ সংখ্যার। তার জন্ম তারিখ হচ্ছে ৯ নভেম্বর। জন্ম তারিখের সংখ্যাও ৯, আবার নভেম্বর হচ্ছে ৯ সংখ্যার মাস। তার বিয়ে হয় ১৮৬৩ সালে। (১+৮+৬+৩=১৮=৯)। তিনি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন ২৭ জুন (২+৭=৯)।

রাজা ৭ম এডওয়ার্ড প্রায়ই বলতেন, কিরো আমাকে ৬৯ বছরের বেশি বাঁচতে দেবে না। কিরো রাজা এডওয়ার্ডকে বলেছিলেন, আপনার ভাগ্য সংখ্যা হচ্ছে ৬ ও ৯। তাই ৬৯ বছর বয়স আপনার জন্যে মারাত্মক হতে পারে। রাজা এডওয়ার্ড ৬৯ বছর বয়সে ৬ মে পরলোকগমন করেন। তারিখের সংখ্যা ছিল ৬। আর মে মাসও হচ্ছে ৬ সংখ্যার মাস।

বৃটেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ছিল ২৯ মে। তিনি ২৯ মে, ১৬৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৬০ সালের ২৯ মে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৭২ সালে ২৯ মে ওলন্দাজরা তার নৌবহর ধ্বংস করে দেয়। ১৬৭৯ সালে ২৯ মে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হয়।

ইংল্যান্ডের বহুবিতর্কিত রাজনীতিজ্ঞ ক্রোমওয়েলের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ছিল ৩ সেপ্টেম্বর। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ৩ সেপ্টেম্বর। ডানবারের যুদ্ধে জয়লাভ করেন ৩ সেপ্টেম্বর। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ৩ সেপ্টেম্বর। তিনি ওরচেস্টারের যুদ্ধে জয়লাভ করেন ৩ সেপ্টেম্বর।

ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৪ সংখ্যার অদ্ভুত পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ফ্রান্সের প্রথম রাজা হেনরিকে উৎসর্গ করা হয় ১০২৯ সালের ১৪ মে। হেনরি নামের সর্বশেষ রাজা আততায়ীর হাতে নিহত হন ১৬১০ সালের ১৪ মে।

১৫৫৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর অর্থাৎ খ্রিষ্টজন্মের ১৪ শতক ১৪ দশক ১৪ বছর পর ফ্রান্সের রাজা ৪র্থ হেনরি জন্মগ্রহণ করেন। বছরের সংখ্যা অর্থাৎ ১৫৫৩ এর যোগফলও ১৪।

১৫৫৪ সালের ১৪ মে রাজা দ্বিতীয় হেনরি রু দ্য লা ফেরোনের সম্প্রসারণের ডিক্রিতে সই করেন। এই ডিক্রি কার্যকরী না হওয়ায় রাস্তা সম্প্রসারিত হয় নি। রাস্তার সংকীর্ণতার জন্যেই এ ঘটনার ৫৬ বছর (১৪৪=৫৬) পর রাজা চতুর্থ হেনরি নিহত হন।

১৫৫২ সালের ১৪ মে রাজা চতুর্থ হেনরির প্রথম স্ত্রী মারকোরেট দ্য ভেলোস জন্মগ্রহণ করেন।

১৫৮৮ সালের ১৪ মে গুইস-এর ডিউক রাজা তৃতীয় হেনরির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন। ১৫৯০ সালের ১৪ মার্চ তিনি আইভরির গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

১৫৯০ সালের ১৪ মে প্যারিসের ফক্সবার্গে চতুর্থ হেনরির বাহিনী পরাজিত হয়।

১৫৯০ সালের ১৪ নভেম্বর '১৬ ব্যক্তি' চতুর্থ হেনরিকে উৎখাত করার জন্যে মৃত্যু শপথ গ্রহণ করে।

১৫৯২ সালের ১৪ নভেম্বর ফরাসী পার্লামেন্ট পাপালবুল গ্রহণ করেন। পার্লামেন্ট ৪র্থ হেনরির পরিবর্তে অন্য কাউকে রাজা মনোনীত করার ব্যাপারে রোমকে অধিকার দান করেন।

১৫৯৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর স্যাভরের ডিউক চতুর্থ হেনরির নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ডফিনকে ব্যাপ্টাইজ করা হয়। তিনি পরে ত্রয়োদশ লুই নাম ধারণ করেন।

১৬১০ সালের ১৪ মে পূর্বে উল্লিখিত রু দ্য লা ফেরোনের সড়কে সংকীর্ণতার জন্যে রাজশকট একটি ঘোড়ার গাড়ির সামনে পড়ে থেমে যায়। আততায়ী রাভালাক এই সুযোগ গ্রহণ করে রাজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজা চতুর্থ হেনরি নিহত হন।

রাজা চতুর্থ হেনরির পুত্র রাজা ত্রয়োদশ লুই ১৬৪৩ সালের ১৪ মে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। একই মাসে একই তারিখে তার পিতা আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। রাজা ১৪শ লুই এর জীবনে ১৪-এর প্রভাব আরো বেশি। তিনি ১৪ বছর বয়সে সাবালকত্ব লাভ করেন। তিনি ১৪ মে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষিত হন। ১৬৫২ সালে তার প্রাণ অল্পের জন্যে রক্ষা পায়। ১৬৫২-এর যোগফল ১৪। তিনি ব্যক্তিগত শাসন শুরু করেন ১৬৬১ সালে (১+৬+৬+১=১৪)। ১৬৭০ সালে ইংল্যান্ডের সাথে ডোভারের চুক্তি স্বাক্ষর করেন (১+৬+৭+০=১৪)। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৭১৫ সালে (১+৭+১+৫=১৪)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ (৭+৭=১৪)। রাজা ১৫শ লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭১৫ সালে (১+৭+১+৫=১৪)।

রাজা ১৬শ লুই ১৪ বছর ফ্রান্স শাসন করার পর স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহবান করেন। এই অধিবেশন বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে ও তার পতন ঘটায়।

যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের জীবনে ১, ২, ৪ ও ৭ সংখ্যার আবর্তন অত্যন্ত চমকপ্রদ। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ তম প্রেসিডেন্ট। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২৮ ডিসেম্বর ১৮৫৬ সালে। তার জন্ম তারিখের সংখ্যা ১ আবার জন্ম বছরের সংখ্যাও ১। তিনি মার্চ মাসের ৪ তারিখে প্রথম প্রেসিডেন্টের আসনে আসীন হন। লুসিটানিয়া জাহাজ নিমজ্জিত করার প্রতিবাদে জার্মানির নিকট প্রথম প্রতিবাদ জানান ১৩ মে=৪। জার্মানির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করেন ৪ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ৪ মার্চ। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্বলিত বাণী তিনি কংগ্রেসে প্রেরণ করেন ২ এপ্রিল। তিনি ফ্রান্সে অবতরণ করেন ১৩ ডিসেম্বর=৪। প্রথম মহাযুদ্ধে প্রথম মার্কিন নৌবহর প্রেরণ করা হয় ১৩

জুন=৪। মার্কিনবাহিনী যুদ্ধের মোড় পরিবর্তনকারী লড়াইয়ে লিপ্ত হয় ১৩ ডিসেম্বর=৪। জার্মানির সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১১ নভেম্বর=২। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯২৪ সালে (১+৯+২+৪=৭)

যুক্তরাষ্ট্রের আর একজন প্রেসিডেন্ট হার্বাট হুভারের জীবনেও ১ ও ৪ সংখ্যার অদ্ভুত আবর্তন রয়েছে। হার্বাট হুভার জন্মগ্রহণ করেন ১০ আগস্ট ১৮৭৪ সালে। জন্ম তারিখের সংখ্যা হচ্ছে ১। জন্ম মাসের সংখ্যা ১। জন্ম বছরের সংখ্যা ২। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৩১ তম প্রেসিডেন্ট (৩১=৪)। হার্বাট হুভার ১৯ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগলিক সার্ভে বিভাগে যোগদান করেন। ১৯০০ সালে তিনি তঙসানে অবস্থিত চীনা কোম্পানিতে যোগ দেন। এ কোম্পানির শ্রমিক সংখ্যা ছিল ২৫০০০=৭।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই হার্বাট হুভার তার যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পান। তিনি একটি ত্রাণ সংস্থা গঠন করেন। ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে তার প্রথম জাহাজ রটরডামে পৌঁছে ১৯১৪ সালের ১৩ নভেম্বর (১৩=৪)। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে তিনি শুধু বেলজিয়ামের জন্যে চাঁদা তোলেন ৪০ লক্ষ ডলার (৪০=৪)। যখন তার ত্রাণ সংস্থার হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করা হয় তখন দেখা যায় যে, সংস্থা মোট ৯২৮০ লক্ষ ডলারের লেনদেন করেছে (৯+২+৮+০=১)।

হার্বাট হুভার প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রশাসনে যোগদান করেন ৪ মার্চ, ১৯২১ সালে। ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ৩১ তম প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। (৫৫=১ আবার ৩১=৪)।

পাকিস্তানের নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল বুধবার। তিনি তার বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বুধবার। তিনি জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদন করেন ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল, বুধবার। যে গণভোটে তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর, বুধবার। তার শাসনামলে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, বুধবার। তিনি আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েট সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত জেনেভা চুক্তিতে অনুমোদন প্রদান করেন ৬ এপ্রিল, বুধবার। মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট বাতিল করে তিনি তার নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন ৮ জুন, বুধবার। তিনি পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন ২০ জুলাই, বুধবার। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৬ নভেম্বর, বুধবার। জিয়াউল হক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন ১৭ আগস্ট, বুধবার।

আপনি নিজের জীবন বা পরিচিতদের জীবন নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে দেখবেন, সংখ্যার আবর্তনের আরো অনেক চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসবে।

অধ্যায়-৮

সংখ্যাচক্র

রাশিচক্রে গ্রহের অবস্থান থেকে আমরা জাতক/জাতিকার চরিত্র বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তেমনি সংখ্যাচক্রে সংখ্যার অবস্থানও জাতক/জাতিকার চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্রোতধারা উপলব্ধিতে সহায়তা করে। তাছাড়া রাশিচক্রে গ্রহের অবস্থান নিরূপণের চেয়ে সংখ্যাচক্রে সংখ্যার অবস্থান নিরূপণ করা অনেক সহজ।

সংখ্যাচক্রের ছক আমরা খুব সহজেই আঁকতে পারি। বরং বলা যায় আমরা কৈশোরেই এ ছক আঁকতে শিখেছি। কৈশোরে যে ছক কেটে আমরা শূন্য ও গুণ চিহ্ন দিয়ে পূরণ করে সরল রেখা সম্পন্ন করার প্রতিযোগিতা করেছি, সে ছক সংখ্যাচক্রের ছকেরই অনুরূপ। সংখ্যাচক্রের খালি ছক নিম্নরূপ :

এই ছকে মোট ৯টি ঘর রয়েছে, রয়েছে ৩টি লাইন। পাশাপাশিও ৩টি লাইন। নিচে থেকে ওপরেও ৩টি লাইন। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ৯টি সংখ্যা এতে সন্নিবেশিত হয় নিম্নরূপে :

৩	৬	৯	- শীর্ষ স্তর
২	৫	৮	- মধ্য স্তর
১	৪	৭	- নিম্ন স্তর

সংখ্যাচক্রের নিম্নস্তর নির্দেশ করে জাতকের বৈষয়িক চেতনা ও বাস্তবতাবোধ, বস্তুগত লাভ-লোকসানের জন্যে কাজকর্ম। মধ্যস্তর নির্দেশ করে জাতকের আবেগ, অনুভূতি, ভাবাবেগ, প্রেম, ঘৃণা, ভয়, কাম, ক্রোধ, লোভ। শীর্ষস্তর নির্দেশ করে জাতকের আত্মিক ও মানসিক সচেতনতা, কল্পনা, সৃজনশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য। সংখ্যাচক্রের যে-কোনো স্তরে সংখ্যার আধিক্য বা সংখ্যা শূন্যতা জাতক/জাতিকার মন-মানসিকতার সে স্তরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। চক্রের যে-কোনো স্তরের সংখ্যাধিক্য থেকে বোঝা যায় জাতক/জাতিকার কর্মপ্রক্রিয়ার পেছনের সুপ্ত চালিকা শক্তি কী? তাছাড়া সংখ্যাগুলো ছকে কোনো অখন্ডিত সরলরেখা সৃষ্টি করছে কিনা সংখ্যাচক্র বিচারের তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংখ্যার অভগ্ন রেখা জাতক/জাতিকার বিশেষ গুণাবলি নির্দেশ করে। এই বিশেষ অভগ্ন সরলরেখা পিথাগোরাসের তীর নামেই সাধারণভাবে পরিচিত। পিথাগোরাস সংখ্যাচক্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ষোড়শ দিক নির্দেশনা তীর পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তার পদ্ধতি অনুসারে সংখ্যাচক্রের ছক লম্বালম্বি, আড়াআড়ি বা কোনাকুনি, সমান্তরাল, উর্ধ্বমুখী বা নিম্নগামী কোনো সরলরেখা পূর্ণ হলে তা জাতকের বিশেষ চারিত্রিক শক্তি বা বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। আর কোনো সরলরেখা বরাবর ছকে সংখ্যা না থাকলে, তা জাতকের বিশেষ কোনো গুণাবলির অভাব বা চারিত্রিক দুর্বলতা নির্দেশ করে। পিথাগোরাসের ষোড়শ তীরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :
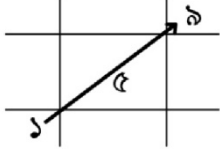
তীর ১ : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, ধৈর্য, একাগ্রতা, দৃঢ়তা, মনোযোগ ও অধ্যবসায় নির্দেশ করে।
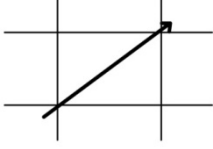
তীর ২ : সিদ্ধান্তহীনতা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ইচ্ছার অভাব, অনীহা ও অনুরাগের অভাব নির্দেশ করে।
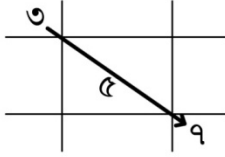
তীর ৩ : আত্মসচেতনতা, আত্মিক জাগৃতি, মানসিক উপলব্ধি ও সমঝোতা নির্দেশ করে।
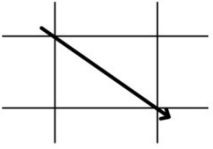
তীর ৪ : সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তা, আধ্যাত্মিকতায় অবিশ্বাস, মানবচরিত্র সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান নির্দেশ করে।
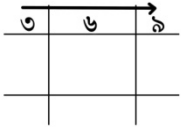
তীর ৫ : উপলব্ধি, সমঝোতা, যুক্তিক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, ধারণা, মানসিক ও আত্মিক ক্ষমতা, সুবিচার আধ্যাত্মিকতা নির্দেশ করে।
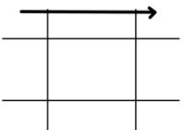
তীর ৬ : বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক ক্ষমতার অভাব, দুর্বল স্মৃতিশক্তি, ভুলোমনা, নিরস, একঘেয়েমি নির্দেশ করে।
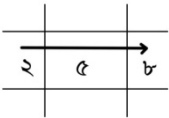
তীর ৭ : ভারসাম্যপূর্ণ ভাবাবেগ, পক্ষপাতহীনতা, নিয়মানুবর্তিতা, ভদ্রতা, সুন্দর মেজাজ নির্দেশ করে।
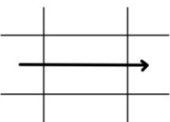
তীর ৮ : স্পর্শকাতরতা, অতিরিক্ত আবেগ প্রবণতা, লাজুক, সহজে উত্তেজিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া, হীনম্মন্যতা ও ভারসাম্যের অভাব নির্দেশ করে।
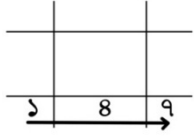
তীর ৯ : বৈষয়িক, চতুর, কারিগরি জ্ঞান, বাস্তববাদী, দক্ষ, কথা ও চিন্তার চেয়ে কাজের প্রতি অনুরাগ নির্দেশ করে।
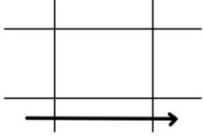
তীর ১০ : পরিকল্পনার অভাব, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা, বাস্তববুদ্ধির অভাব নির্দেশ করে।
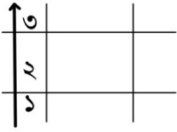
তীর ১১ : নিয়ম শৃঙ্খলা প্রিয়তা, পদ্ধতি, সংগঠন, পরিকল্পনা, আত্মপ্রকাশ, ইনটুইশন নির্দেশ করে।
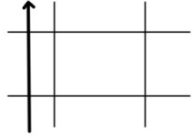
তীর ১২ : অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, জটিলতা, বিক্ষিপ্ততা ও সমন্বয়ের অভাব নির্দেশ করে।
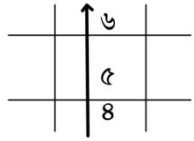
তীর ১৩ : স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, শক্তি অর্জন করার ইচ্ছা, প্রয়োজন, আনন্দ-ফুর্তির প্রতি দুর্বলতা নির্দেশ করে।
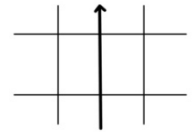
তীর ১৪ : হতাশা, আশাভঙ্গ, পরাজয়, প্রত্যাখ্যান, প্রতারণা, অনুশোচনা নির্দেশ করে।
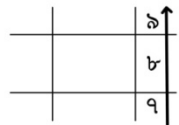
তীর ১৫ : কর্মক্ষমতা, তৎপরতা, উদ্যম, উদ্যোগ, প্রাণবন্ততা, পরিশ্রম অধ্যবসায় নির্দেশ করে।

তীর ১৬ : উদ্যমের অভাব, আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা, প্রাণশক্তির অভাব অনীহা ও আরামপ্রিয়তা নির্দেশ করে।

সংখ্যাচক্র : সংখ্যার বিশ্লেষণ

সংখ্যাচক্রে কোনো সংখ্যা একবার বা একাধিকবার থাকতে পারে। আবার কোনো সংখ্যা না-ও থাকতে পারে। কোনো সংখ্যা একবার থাকলে তার অর্থ এক, আবার সে সংখ্যার একাধিক বার উপস্থিতি সংখ্যার অর্থকে করে দিতে পারে ভিন্নতর। সংখ্যাচক্রে প্রতিটি সংখ্যার অবস্থিতির ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো।

১ : ব্যক্তিত্বের প্রকাশ

১ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ১-এর উপস্থিতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের অনুভূতির যথাযথ প্রকাশে অক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। এজন্যে এদের প্রায়ই অবিবেচক ও দয়ামায়াহীন মনে করা হয়।

১ দুবার : এরা নিজেদের সহজেই প্রকাশ করতে পারে। জীবনের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

১ তিন বার : অনেক ক্ষেত্রেই এদের নিজের জন্যে বলার অনেক কিছু থাকে। এরা আগ্রহী ও উৎসাহী। অনেক কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়ে।

১ চার বার : এদের অনুভূতি প্রখর। কিন্তু সাধারণত অন্যকে তা অবহিত করতে পারে না। এরা ভেতরে ভেতরে সহজেই আহত হয়। এরা প্রায়ই লড়াকু।

১ পাঁচ বার বা তার চেয়ে বেশি বার : অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এদের জন্যে কঠিন। এরা নিজেদের নিজের ভেতরে গুটিয়ে নেয়। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।

২ : অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া

২ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ২-এর উপস্থিতি প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির সাথে ভালোভাবে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। এরা সহজেই মনোবল হারিয়ে ফেলে। যে-কোনো সমালোচনাকে এরা সহজেই মনের গভীরে স্থান দেয়।

২ দুবার : এদের বোধশক্তি ও উপলব্ধি ক্ষমতা প্রবল। অন্যের ব্যাপারে এদের মূল্যায়ন সাধারণত নির্ভুল। ২ তিন বার : এরা অনেকটা কচ্ছপের মতো নিজেকে গুটিয়ে রাখে। অন্যের সাথে মানিয়ে চলা এদের জন্যে কঠিন। তবে এদের অনুভূতির কোনো ঘাটতি নেই। ২ চার বার : এরা ভাবাবেগবশত বা বিরূপ পরিস্থিতিতে সহজেই রেগে যায়। ধৈর্যের অভাব, বদমেজাজ বা শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদের সাথে চলা মুশকিল। ২ পাঁচ বার বা তার চেয়ে বেশি বার : বর্তমান জীবনধারা এদের কাছে তেতো নিমফলের মতো। এরা সহজেই বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে পড়ে।

৩ : জ্ঞান ও উচ্চাশা

৩ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৩-এর উপস্থিতি উচ্চাশা, বুদ্ধি, মানসিক সতর্কতা ও ভালো স্মরণশক্তি নির্দেশ করে।

৩ দুবার : এদের মধ্যে জ্ঞান ও উচ্চাশা প্রবল। তবে এর বাস্তব প্রয়োগ না হলে এরা দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠতে পারে। ৩ তিন বার : নিজস্ব চিন্তা ও ধ্যানধারণার মধ্যে এরা ডুবে থাকে। নিজের জন্যেই দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। বন্ধুবান্ধব এমন কি নিজের পরিবারের সাথেও এদের যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

৩ চার বার : এরা মানসিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয়। এরা জ্ঞান, উপলব্ধি ও পাগলামির সীমানায় বিচরণ করতে পারে।

৪ : নতুনত্ব ও উদ্ভাবন

৪ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৪-এর উপস্থিতি দক্ষতা নির্দেশ করে। উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল ক্ষমতার পাশাপাশি এদের রয়েছে কারিগরি জ্ঞান। খুঁটিনাটি দিকগুলো সহজেই এদের নজরে পড়ে। ৪ দুবার : এরা সহজেই পরিস্থিতি পরিবেশ ও অন্যদের মূল্যায়ন করতে পারে। এর ফলে ভাবাবেগজনিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। চিন্তা ও কাজে এরা দক্ষ। ৪ তিন বার : এরা অস্থিরতার কারণে অনেক কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্যহীনভাবে জীবনের পথে অগ্রসর হয়। বয়স ও অভিজ্ঞতাই এদের জীবনে স্থিতি আনে।

৪ চার বার : সিদ্ধান্তহীনতা, অস্থিরচিত্ততা ও বিপরীত দৃষ্টিকোণের কারণে এরা প্রায়ই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

৫ : বুদ্ধি, তৎপরতা ও যোগাযোগ

৫ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৫-এর উপস্থিতি যোগাযোগ দক্ষতা নির্দেশ করে। এরা বুদ্ধিমান, আত্মনিয়ন্ত্রিত ও সুযোগের সদ্ব্যবহারে দক্ষ। ৫ দুবার : এরা আত্মবিশ্বাসী। চিন্তাধারায় ভারসাম্য রয়েছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। ৫ তিন বার : অতিরিক্ত কথা বলার প্রবণতায় এরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে। চিন্তা করার আগেই এরা মন্তব্য করে ফেলতে পারে। ৫ চার বার : ঝুঁকি ও জুয়ার প্রবৃত্তি এদের জীবনের সর্বনাশ করতে পারে।

৬ : প্রেম ও ইন্দ্রিয়সুখ

৬ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৬-এর উপস্থিতি ঘর-সংসার গড়ার ক্ষমতা নির্দেশ করে। নিজের চারপাশে একটা শান্ত পরিমন্ডল গড়ে তোলার ব্যস্ততায়ই এরা সবচেয়ে সুখী। ৬ দুবার : এরাও সংসারী। তবে এরা এদের সংসারের প্রতি আগ্রহকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যায়। নীড় থেকে দূরে থাকলে এরা দুশ্চিন্তায় ভোগে। সুখের নীড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কাকে মন থেকে দূর করতে পারে না। ৬ তিন বার : এরা সাধারণত জীবনে শৃঙ্খলা আনতে পারে না। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। আর প্রিয়জনদের একেবারে আগলে রাখতে চায়। ৬ চার বার : এরা অসাধারণ শৈল্পিক ও সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। তবে এর সাথে ভাবাবেগজনিত সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৭ : অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিকতা

৭ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৭-এর উপস্থিতি নির্দেশ করে ব্যক্তিগত কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও সিদ্ধি লাভ।

৭ দুবার : এরা নিজেদের জন্যে উচ্চ মানদন্ড নির্ধারণ করে। চিন্তাচেতনায় এরা বেশ বেরসিক ও সমালোচক হয়ে উঠতে পারে।

৭ তিন বার : সাধনার জন্যে এদের সবসময় উচ্চ মূল্য দিতে হয়।

৭ চার বার : পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা এদের আত্মিক উন্নতির অন্তরায় হতে পারে। কেউ কেউ নিজেকে ভাবতে পারে মসিহরূপে। আধ্যাত্মিকতা ও পাগলামির সীমানায় এদের বাস।

৮ : শ্রম ও কর্ম

৮ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৮-এর উপস্থিতি নির্দেশ করে হাতের কাজে দক্ষতা। চিন্তা করার চেয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারলেই এরা সুখী।

৮ দুবার : এরা কাজের মাঝে বেশি ডুবে যেতে পারে এবং চিন্তা করতেও ভুলে যেতে পারে। কল্পনার অনুপস্থিতি এদের জীবনকে একঘেয়ে করে তুলতে পারে। ৮ তিন বার : এরা হতে পারে কর্ম পাগল। কাজের জন্যেই যেন এরা বেঁচে থাকে। ৮ চার বার : শুধু নিজের কাজ নয়, অন্যের কাজের বোঝাও এদের ওপর চাপতে পারে। তবে সে কাজের স্বীকৃতি এদের জীবনে সাধারণত আসে না।

৯ : সংগ্রাম ও সাফল্য

৯ একবার : জাতক/জাতিকার সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৯-এর উপস্থিতি সংগ্রাম ও অতৃপ্তি নির্দেশ করে। এদের সুখী হতে শিখতে হবে।

৯ দুবার : এদের জীবনের সামনে রয়েছে সুউচ্চ লক্ষ্য। আর তা অর্জনে এরা সিরিয়াস। লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে জীবনের অনেক আনন্দ থেকেই এরা বঞ্চিত হতে পারে।

৯ তিন বার : এরা সংগ্রামে বিরতি দিতে জানে না। জানে না কখন অস্ত্রসংবরণ করতে হবে। সাফল্যের জন্যে ক্রমাগত সংগ্রাম এদের বদমেজাজী ও অনিশ্চিত করে তুলতে পারে।

৯ চার বার : নিজের সাথে বা পারিপার্শ্বিকতার সাথে এরা এক চিরস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত। কোনোকিছুই এদের মানদন্ডে উৎরাতে পারে না। জীবন সংগ্রামে এদের পরাজিত বা সংঘাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

উদাহরণ :

সংখ্যাচক্রের আলোকে কারো চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্রোতধারা উপলব্ধি করার জন্যে আপনি প্রথম তার জন্ম তারিখ লিখুন। ধরুন, তার জন্ম তারিখ হচ্ছে ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৮ সাল। একে সংখ্যায় লিখলে ২৭-১-১৯৪৮। এখন ছকে ফেলে দেখা যাক।

		৯
২		৮
১১	৪	৭

এখানে আমরা জাতকের সংখ্যাচক্রে দুটি স্পষ্ট তীর পাচ্ছি। একটা হচ্ছে তীর ৯ এবং দ্বিতীয়টি তীর ১৫।

তীর ৯ বৈষয়িক, চতুর, কারিগরি জ্ঞান, বাস্তববাদী, দক্ষ, কথা ও চিন্তার চেয়ে কাজের প্রতি অনুরাগ নির্দেশ করে।

তীর ১৫ কর্মক্ষমতা, তৎপরতা, উদ্যম, উদ্যোগ, প্রাণবন্ততা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় নির্দেশ করে।

সংখ্যাচক্রে ১ রয়েছে ২ বার। এর অর্থ হচ্ছে, এরা নিজেদের সহজেই প্রকাশ করতে পারে। জীবনের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

২ সংখ্যা রয়েছে ১ বার। একবার মাত্র ২-এর উপস্থিতি প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির সাথে ভালোভাবে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। এরা সহজেই মনোবল হারিয়ে ফেলে। যে-কোনো সমালোচনাকে এরা সহজেই মনের গভীরে স্থান দেয়।

সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৪-এর উপস্থিতি দক্ষতা নির্দেশ করে। উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল ক্ষমতার পাশাপাশি এদের রয়েছে কারিগরি জ্ঞান। খুঁটিনাটি দিকগুলো সহজেই এদের নজরে পড়ে। সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৭-এর উপস্থিতি নির্দেশ করে ব্যক্তিগত কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও সিদ্ধিলাভ। সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৮-এর উপস্থিতি নির্দেশ করে হাতের কাজে দক্ষতা। চিন্তা করার চেয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারলেই এরা সুখী। সংখ্যাচক্রে একবার মাত্র ৯ সংখ্যার উপস্থিতি সংগ্রাম ও অতৃপ্তি নির্দেশ করে। এদের সুখী হতে শিখতে হবে। সংখ্যাচক্রে সংখ্যার অবস্থিতি ও তীরের ব্যাখ্যার সংমিশ্রণ করলে আমরা জাতকের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করতে পারি। আর তা হচ্ছে জাতক বৈষয়িক, বাস্তববাদী,

দক্ষ কর্মী, চতুর, পরিশ্রমী, সৃজনশীল, খুঁটিনাটি বিষয়েও সতর্ক। কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে তাকে উপলব্ধি ও সিদ্ধি লাভ করতে হবে। তবে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলার ব্যাপারে তার কিছু দুর্বলতা রয়েছে। সমালোচনা তাকে বেশ মনঃক্ষুণ্ন করে তুলতে পারে। অতৃপ্তি কাটিয়ে ওঠার জন্যে তাকে সুখী হতে শিখতে হবে।

একই পদ্ধতিতে আপনি নিজের ও পরিচিতদের জন্ম তারিখ নিয়ে চক্র তৈরি করে দেখুন না, চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কোন অন্তর্নিহিত স্রোতধারা দ্বারা আপনি ও আপনার পরিচিতরা পরিচালিত হচ্ছেন।

অধ্যায়-৯

বোধি পিরামিড

কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা দেয়ার পর ধীরে ধীরে আসে বুদ্ধির পরিপক্কতা। যৌবনে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আস্তে আস্তে আবেগ হয় নিয়ন্ত্রিত, আসে দায়িত্বজ্ঞান, বাড়ে আত্মসচেতনতা। যথার্থ অর্থে একজনের কর্মপরিধির বিকাশ ঘটে এ সময়। এ বছরগুলোয় অর্জিত সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে শেষ জীবনের গুণগত মান। মিসরীয় সংখ্যাবিজ্ঞান অনুসারে জীবন বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয় ২৭ বছর বয়স থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে। সাধারণভাবে মোট ৪টি স্তরে ২৭ বছরে এই বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। পিরামিড বোধির ৪টি শৃঙ্গ থেকে বোঝা যায় জাতক/জাতিকার জীবন বিকাশের কোন পর্যায়ে কোন ধারা ক্রিয়াশীল থাকবে, কোন পর্যায়ে কী করলে জাতকের সম্ভাবনা ও মেধার বিকাশ পূর্ণতা পাবে। বোধি পিরামিড থেকে কত বছর বয়সে ধাপে ধাপে জাতক ৪টি শৃঙ্গে পৌঁছবে, তা নিরূপণের জন্যে প্রয়োজন কর্মসংখ্যা। ৯-এর চতুর্থ ধাপ অর্থাৎ ৩৬ থেকে কর্মসংখ্যা বিয়োগ করে আমরা বোধি পিরামিডের প্রথম শৃঙ্গে জাতকের বয়স বের করতে পারি। আর প্রথম শৃঙ্গে উপনীত হওয়ার বয়সের সাথে ৯ যোগ করলে দ্বিতীয় শৃঙ্গ, আরো ৯ যোগ করলে তৃতীয় শৃঙ্গ এবং আরো ৯ যোগ করলে চতুর্থ বা সর্বোচ্চ শৃঙ্গে জাতকের বয়স বের করা যায়। এক শৃঙ্গ থেকে অপর শৃঙ্গের মধ্যবর্তী বয়সে কোন সংখ্যা প্রভাবশীল, তা জাতকের জন্ম তারিখকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় যোগ করে সহজেই বের করা যেতে পারে। বোধি পিরামিড নির্মাণ খুবই সহজ। নিচের পদ্ধতি অনুসারে আপনি ধাপে ধাপে অগ্রসর হোন।
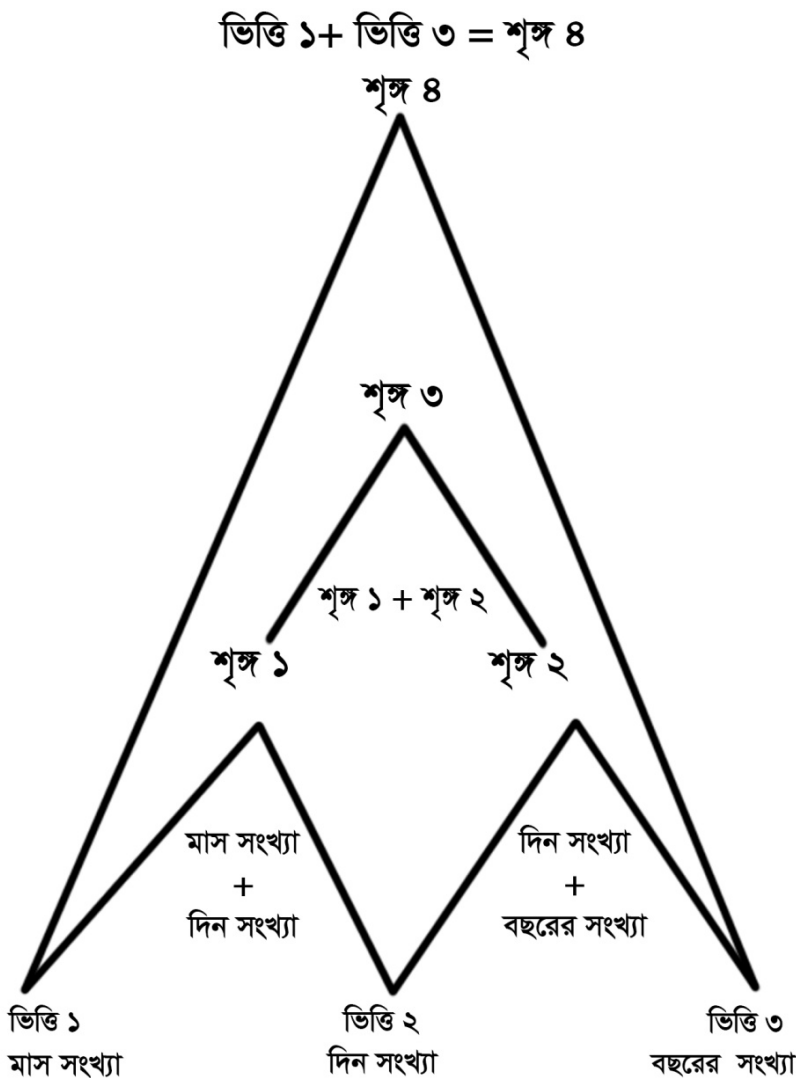
১। প্রথমে আপনার জন্ম মাস, তারিখ ও বছরের সংখ্যাকে আলাদা আলাদাভাবে মৌলিক সংখ্যায় পরিণত করুন। এরপর পিরামিডের ভিত্তিমূলে বামদিক থেকে প্রথমে মাসের মৌলিক সংখ্যা, তারপর তারিখের মৌলিক সংখ্যা এবং সবশেষে ডানদিকে বছরের মৌলিক সংখ্যা বসান। আপনার চারটি পিরামিডের ভিত্তিই হচ্ছে এই তিনটি সংখ্যা। তাই সঠিকভাবে সঠিক স্থানে এ সংখ্যাগুলো মনোযোগের সাথে বসাতে হবে। এতে একটু এদিক-সেদিক হলে অর্থাৎ বামের সংখ্যা মধ্যে বা মধ্যের সংখ্যা বামে বা ডানের সংখ্যা বামে বসালে সবগুলো পিরামিডই ভুলের ওপর নির্মিত হবে। আর তার ফলাফলও হবে ভুল।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় ভিত্তি সংখ্যা অর্থাৎ মাস ও তারিখের সংখ্যা যোগ করার পর প্রাপ্ত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে প্রথম পিরামিডের শৃঙ্গ সংখ্যা। এই শৃঙ্গ সংখ্যাকে চিত্রে নির্ধারিত স্থানে বসান।

৩। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভিত্তি সংখ্যা অর্থাৎ তারিখ ও বছরের সংখ্যা যোগ করে প্রাপ্ত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দ্বিতীয় পিরামিডের শৃঙ্গ সংখ্যা। এখন এই শৃঙ্গ সংখ্যাকে চিত্রে নির্ধারিত স্থানে বসান।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় পিরামিডের ওপর নির্মিত হবে তৃতীয় পিরামিড। প্রথম ও দ্বিতীয় পিরামিডের শৃঙ্গ সংখ্যার যোগফলের মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে তৃতীয় পিরামিডের শৃঙ্গ সংখ্যা। এই সংখ্যাকেও চিত্রে নির্ধারিত স্থানে বসান।

৫। চতুর্থ পিরামিড নির্মিত হয় প্রথম তিনটি পিরামিডের ওপর। প্রথম ও তৃতীয় ভিত্তি সংখ্যা অর্থাৎ মাস ও বছরের সংখ্যা যোগ করে প্রাপ্ত সংখ্যাই হচ্ছে চতুর্থ পিরামিডের শৃঙ্গ সংখ্যা। এটিও চিত্রে নির্ধারিত স্থানে বসান। আপনার বোধি পিরামিড এখন তৈরি।

আমরা আগেই বলেছি, ৩৬ থেকে কর্মসংখ্যা বিয়োগ করলে বোধি পিরামিডের প্রথম শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স পাওয়া যাবে। তারপর ৯ যোগ করে দ্বিতীয় শৃঙ্গে পৌঁছার, আরো ৯ যোগ করে তৃতীয় শৃঙ্গে এবং তৃতীয় বার ৯ যোগ করে চতুর্থ শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স পাওয়া যাবে। অবশ্য নিচের চার্ট থেকে আপনি যোগ-বিয়োগের ঝামেলা না করে এক নজরেই কর্মসংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স বের করতে পারেন :

বয়স	কর্মসংখ্যা								
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রথম শৃঙ্গে বয়স	৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১	৩০	২৯	২৮	২৭
দ্বিতীয় শৃঙ্গে বয়স	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬
তৃতীয় শৃঙ্গে বয়স	৫৩	৫২	৫১	৫০	৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৪৫
চতুর্থ শৃঙ্গে বয়স	৬২	৬১	৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪

শৃঙ্গ সংখ্যা

শৃঙ্গ সালের বছর খানেক আগে থেকেই শৃঙ্গ সংখ্যার প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। শৃঙ্গ বছরে এই প্রভাব তুঙ্গে পৌঁছায়। তারপর পরবর্তী বছরে আস্তে আস্তে প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। শৃঙ্গ সংখ্যা ৯ বছর পর পর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দেয় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শক্তি ও উদ্যম।

শৃঙ্গ সংখ্যা ১

শৃঙ্গ সংখ্যা ১ নির্দেশ করে এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়, সময় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের। কারো কারো ক্ষেত্রে এটি অতীতকে বিদায় দিয়ে নতুন যাত্রা শুরুর ইঙ্গিত দেয়। এসময় পেশা পরিবর্তন হতে পারে, প্রেম বা বিয়ের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ হতে পারে, নতুন কোনো বন্ধু জীবনে আসতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতক/জাতিকা অতিরিক্ত পরিশ্রমী হয়ে উঠবে। বিরাজমান পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালাবে। যে-কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করুন না কেন শৃঙ্গ সংখ্যা নির্দেশ করে পরিবর্তন ও অগ্রগতি।

শৃঙ্গ সংখ্যা ২

শৃঙ্গ সংখ্যা ২ নির্দেশ করে পরিশ্রম ও ধীর অগ্রগতি। কাজ এখন সহজে এগোবে না। বৈষয়িক অগ্রগতির প্রচেষ্টা বিলম্বিত হবে। তাড়াহুড়ো করতে গেলেই সৃষ্টি হবে সংঘাত ও হতাশা। এই সংখ্যার প্রভাবকালে অনুভূতি প্রকাশে যত্নবান, ভাবাবেগ ও তাড়না নিয়ন্ত্রিত, সহজাত বুদ্ধির সর্বোত্তম প্রয়োগ করতে হবে। সহযোগিতা ও কৌশলই হচ্ছে এখন সাফল্যের চাবিকাঠি।

শৃঙ্গ সংখ্যা ৩

শৃঙ্গ সংখ্যা ৩-এর প্রভাবাধীন বছর হচ্ছে ভ্রমণ ও শিক্ষার বছর, সাধনার বছর। ভ্রমণের সুযোগ আসবে। ভ্রমণের যে-কোনো সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আপনার অভিজ্ঞতা জীবন, জগৎ ও দর্শন সম্পর্কে আপনার অন্তর্দৃষ্টি বাড়াবে, কোনো কারণে ভ্রমণ সম্ভব না হলে পড়ুন, দৃষ্টিভঙ্গিকে দিগন্ত বিস্তৃত করুন বা সৃজনশীল, সাহিত্যিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে কর্মপরিধির বিস্তার ঘটান।

শৃঙ্গ সংখ্যা ৪

শৃঙ্গ সংখ্যা ৪-এর বছর হচ্ছে নিজের ওপর নির্ভর করার বছর। আপনাকে পুরোপুরি স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অন্যের ওপর নির্ভরতা পরিহার করতে হবে। নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালানোর জন্যে সময় শুভ। তবে বৈষয়িক সাফল্যের সম্ভাবনা এখন খুবই কম। জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা এখন সহজেই ফলপ্রসূ হবে।

শৃঙ্গ সংখ্যা ৫

শৃঙ্গ সংখ্যা ৫-এর বছর হচ্ছে যোগাযোগের ব্যাপ্তি ঘটানোর বছর। আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেমন বাড়বে, তেমনি অতীতের ভুল ভ্রান্তি থেকেও আপনি শিক্ষা গ্রহণ করবেন। নতুন যোগাযোগ ও উপলব্ধি আপনার মানসিক বিকাশকে করবে সহজ। জীবন হবে ঘটনাবহুল। আপনি কাটাবেন প্রাণোচ্ছল সময়।

শৃঙ্গ সংখ্যা ৬

শৃঙ্গ সংখ্যা ৬-এর বছর হচ্ছে সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। বিয়ে, সন্তান লাভ বা বাড়ি তৈরিতে হাত দিতে পারেন। ঘর-সংসারের সবকিছু গুছিয়ে নেয়ার এখনই সময়। এটি হতে পারে অত্যন্ত সৃজনশীল বছর। কোনো ধারণা পরিপূর্ণতা পেতে পারে, কোনো পরিকল্পনা কাজে পরিণত হতে পারে। পরিশ্রমের ফল পাওয়া এখন সহজ হবে।

শৃঙ্গ সংখ্যা ৭

শৃঙ্গ সংখ্যা ৭-এর বছরে যে-কোনো কিছুই ঘটতে পারে। নতুন সুযোগ আসবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা এখন খুব বেশি। কাজ বা বাসার পরিবর্তন হতে পারে। অন্যের জন্যেও আপনাকে বেশ কিছু সময় ব্যয় করতে হতে পারে। আর্থিক উন্নয়ন বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি আপনার নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।

শৃঙ্গ সংখ্যা ৮

শৃঙ্গ সংখ্যা ৮-এর বছর হচ্ছে বৈষয়িক অগ্রগতির বছর। তবে আপনার উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে এবং কঠিন শ্রম করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রেম বা আবেগজনিত জটিলতা যাতে বাস্তব কাজের ক্ষতি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কৌশলে পদস্থদের আনুকূল্য পেতে হবে।

শৃঙ্গ সংখ্যা ৯

শৃঙ্গ সংখ্যা ৯-এর বছর হচ্ছে সংঘাত ও পরিবর্তনের বছর। নতুন অভিজ্ঞতায় আপনি সমৃদ্ধ হবেন। তবে পরিকল্পনা অনুসারে এগোনো কঠিন হবে। পরিবর্তন সুযোগ করে দেবে আপনার ইতঃপূর্বে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর। সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার প্রেরণাও আপনি পাবেন নিজের ভেতরে।

উদাহরণ

ধরা যাক, জাতকের জন্ম তারিখ ১৩ জুন ১৯৬৬। সংখ্যায় লিখলে ১৩-৬-১৯৬৬। তার জন্ম দিনের সংখ্যা ১৩=১+৩=৪। জন্ম মাসের সংখ্যা ৬। জন্ম সালের সংখ্যা ১৯৬৬=১+৯+৬+৬=২২=২+২=৪। তার কর্মসংখ্যা ৪+৬+৪=১৪=১+৪=৫। এখন তার জন্যে বোধি পিরামিড নির্মাণ করা যাক :
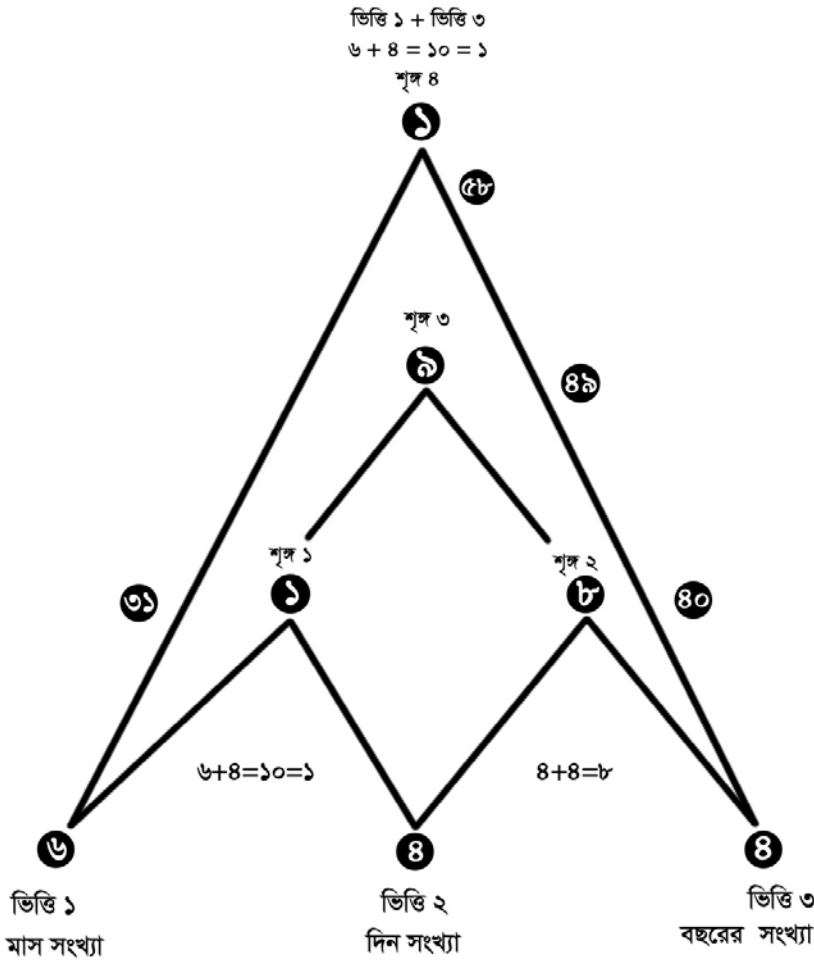
এই চার্ট থেকে আমরা জাতকের ৪টি শৃঙ্গ সংখ্যা পাচ্ছি। শৃঙ্গ ১-এর সংখ্যা ১। শৃঙ্গ ২-এর সংখ্যা ৮। শৃঙ্গ ৩-এর সংখ্যা ৯। শৃঙ্গ ৪-এর সংখ্যা ১। এখন ৩৬ থেকে জাতকের কর্মসংখ্যা বিয়োগ করলে আমরা বোধি পিরামিডের প্রথম শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স পাব। ৩৬-৫=৩১। জাতকের প্রথম শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স হচ্ছে ৩১। এবার ৩১-এর সাথে ৯ যোগ করলে দ্বিতীয় শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স পাব। ৩১+৯=৪০। দ্বিতীয় শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স হচ্ছে ৪০। এবার ৪০-এর সাথে ৯ যোগ করলে তৃতীয় শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স পাব। ৪০+৯=৪৯। তৃতীয় শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স হচ্ছে ৪৯। এবার ৪৯-এর সাথে ৯ যোগ করলে চতুর্থ শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স

পাব। ৪৯+৯=৫৮। চতুর্থ শৃঙ্গে পৌঁছার বয়স হচ্ছে ৫৮।

আমরা জাতকের প্রথম শৃঙ্গ সংখ্যা পাচ্ছি ১। ৩১ বছর বয়সে জাতক এই শৃঙ্গে উপনীত হবে। শৃঙ্গ সংখ্যা ১-এর ব্যাখ্যায় আমরা দেখতে পাই, ৩১ বছর বয়সের দিকে জাতকের নতুন সিদ্ধান্ত বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো উদ্যোগ নিতে হবে। এ সময় পেশা পরিবর্তন হতে পারে। প্রেম বা বিয়ের ক্ষেত্রে নতুন কিছু ঘটতে পারে। নতুন কর্মোদ্দীপনা আসতে পারে। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, তা পরিবর্তন ও অগ্রগতি নির্দেশ করে। আর আমরা জানি, শৃঙ্গ সংখ্যার প্রভাব নির্দিষ্ট বয়সের ১ বছর আগে থেকেই শুরু হয়। এবং তা পরবর্তী বছরে হ্রাস পেতে শুরু করে। তাই জাতকের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকালটা আমরা ৩০-৩২ বছর বয়সের মধ্যে ধরতে পারি।

দ্বিতীয় শৃঙ্গ সংখ্যা হচ্ছে ৮। বয়স হচ্ছে ৪০। শৃঙ্গ সংখ্যা ৮-এর ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখতে পাই, এটি বৈষয়িক অগ্রগতির বছর। তবে শর্ত হচ্ছে, উদ্দেশ্য সৎ হওয়া এবং কঠিন শ্রমের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখা। আর সতর্ক থাকতে হবে প্রেম বা আবেগজনিত জটিলতা থেকে। এই অবস্থাটা আমরা ধরতে পারি ৩৯-৪১ বছর বয়সে।

তৃতীয় শৃঙ্গ সংখ্যা হচ্ছে ৯। বয়স ৪৯। শৃঙ্গ সংখ্যা ৯-এর ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখি, সংঘাত ও পরিবর্তন। নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়া। জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ পাওয়া। সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার প্রেরণা পাওয়া। তবে বাধা আসায় পরিকল্পনা অনুসারে এগোনো কঠিন হবে। এ সময়কালের স্থায়িত্ব ৪৮-৫০ বছর বয়স পর্যন্ত।

চতুর্থ শৃঙ্গ সংখ্যা হচ্ছে ১। বয়স ৫৮। এর ব্যাখ্যা আমরা প্রথম শৃঙ্গ সংখ্যায় করেছি। এটিও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময়।

একইভাবে আপনি আপনার নিজের এবং পরিচিতদের বোধি পিরামিড নির্মাণ করে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা পেতে পারেন।

অধ্যায়-১০

নাম নিয়তির লিখন-১

নামেই আমাদের পরিচয়। নাম ছাড়া কোনো ব্যক্তিসত্তার কথা চিন্তা করা যায় না। প্রতিটি মানুষের পৃথক সত্তার রূপ দিয়েছে তার নাম। তবে নাম কি শুধু পরিচয়েরই বাহন নাকি নামের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আরো কিছু? সংখ্যা বিজ্ঞানের আলোকে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব, আপাত নিরীহ নামের মাঝেই সুপ্ত রয়েছে অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। মহাবিশ্বের সবকিছুর মতো নামকেও অনায়াসেই সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর যেমন নিজস্ব সংখ্যা রয়েছে, তেমনি নামে ব্যবহৃত প্রতিটি হরফের জন্যেও রয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যা। নামে ব্যবহৃত হরফের সংখ্যাগুলো পাশাপাশি যোগ করলেই বেরিয়ে আসবে আপনার নামের সংখ্যা। আর নামের সংখ্যাগুলোই বলে দেবে আপনার অনাগত ভবিষ্যতের কথা। সংখ্যা বিজ্ঞানে হরফের সংখ্যা নিরূপণে একাধিক মত রয়েছে। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও বেশির ভাগ সংখ্যা বিজ্ঞানী অনুসৃত মত হচ্ছে কিরোর মত। ক্যালডীয়, পিথাগোরীয়, হিব্রুকাবালা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে ধ্বনির সাথে সঙ্গতি রেখে কিরো প্রতিটি ইংরেজি হরফের জন্যে একটি করে সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছেন।

এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে- A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=8, G=3, H=5, I=1, J=1, K=2, L=3, M=4, N=5, O=7, P=8, Q=1, R=2, S=3, T=4, U=6, V=6, W=6, X=5, Y=1, Z=7.

হরফের সংখ্যাগুলোকে একটা ছকে ফেললে মনে রাখা সহজ হবে। যেমন-

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C	D	E	U	O	F
I	K	L	M	H	V	Z	P
J	R	S	T	N	W		
Q		G		X			
Y							

নামের সংখ্যা বের করার জন্যে প্রথম আপনার নাম ইংরেজি হরফে লিখুন। নাম লেখার সময় আপনি সাধারণত যে বানান ব্যবহার করেন, সে বানানই লিখবেন। ইংরেজিতে নাম লিখে তার নিচে প্রতিটি হরফের সমমানের সংখ্যা বসান। সংখ্যাগুলো পাশাপাশি যোগ করুন। সংখ্যাগুলোর যোগফলই নামের যৌগিক সংখ্যা। উদাহরণ স্বরূপ একটি নাম নেয়া যাক।

সাবিনা ইয়াসমীন। ইংরেজিতে-

SABINA	YASMIN
312151	113415
13=4	15=6

আবার, 4+6=10

সাবিনা ইয়াসমীন নামে সাবিনা-এর সংখ্যা হচ্ছে **১৩** এবং ইয়াসমীন-এর সংখ্যা হচ্ছে **১৫।** নামের দুই অংশের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে **১০। ১৩** সংখ্যা পরিবর্তনের সংখ্যা, ক্ষমতার সংখ্যা, বিপর্যয়ের সংখ্যা। এরা হয় খুব ভালো বা খুব খারাপ। তবে যে শ্রেণিভুক্তই হোক না কেন, এদের জীবন ঘটনাবহুল। পরিবর্তন এদের নিত্যসঙ্গী। দৃশ্যত হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিকেও এরা সাফল্যের উপাখ্যানে পরিণত করতে পারে।**১৫** সংখ্যা আকর্ষণীয় ক্ষমতা, নাটকীয় অভিব্যক্তি ও বাগ্মিতার সংখ্যা। শব্দ বা কথার জাদুজালে এরা অন্যকে আচ্ছন্ন করতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতে এদের মেধা রয়েছে। এরা সহজেই অর্থ, উপহার ও আনুকূল্য লাভ করে।

১০ সংখ্যা নিজের ইচ্ছানুসারে খ্যাতিমান বা কুখ্যাত হওয়ার সংখ্যা। ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে জাতক/জাতিকা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। খ্যাতির শীর্ষে

অবস্থানকারী গায়িকা সাবিনা ইয়াসমীনের জীবনে এই সংখ্যাগুলোর ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই ধরা যায়। নিজ ইচ্ছানুসারে সঙ্গীতের সাধনা করে নিঃসন্দেহে তিনি খ্যাতিমান হয়েছেন। আরেকটি নাম রুনা লায়লা। ইংরেজিতে-

RUNA	LAILA
2651	31131
14=5	9
5+9=14	

রুনা লায়লা নামের সংখ্যা হচ্ছে ১৪ এবং ৯। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৪। ১৪ সংখ্যার যোগাযোগ ও জনসংযোগের সংখ্যা। এদের ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বেশি। অর্থ, ব্যবসা, লটারি ও খ্যাতির ক্ষেত্রে এরা ভাগ্যবান। তবে অন্যদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি ও অন্যের বোকামির কারণে বিপদের আশঙ্কা থাকে। আর ৯ সংখ্যা জীবনের লক্ষ্য অর্জনে বাধার নির্দেশ করে। ধাপে ধাপে দুর্গম পথ অতিক্রম করার পরই এদের জীবনে সাফল্য আসে। রুনা লায়লার জীবনেও আমরা দেখি তাই। অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সাফল্য ও খ্যাতিলাভের পথে তাকে অহেতুক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহুবার হতে হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির শিকার। আরেকটি নাম উত্তম কুমার। ইংরেজিতে-

UTTAM	KUMAR
64414	26412
19	15
19+15=34	

উত্তম কুমার নামের প্রথম অংশের যৌগিক সংখ্যা ১৯। দ্বিতীয় অংশের যৌগিক সংখ্যা ১৫। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ৩৪। ১৯ সংখ্যা সাফল্য সম্মান ও মর্যাদার সংখ্যা। ১৫ সংখ্যার ব্যাখ্যা আমরা আগেই পেয়েছি। ৩৪ সংখ্যা পর্যবেক্ষণের সংখ্যা, সুযোগের সংখ্যা। এটি ক্রমিক বিবর্তন ও অগ্রগতির সংখ্যা। বাংলা চলচ্চিত্রের রোমান্টিক নায়ক উত্তম কুমার-এর আসন এখনো রয়েছে আগের জায়গাতেই। সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েই তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছেছেন। আর সুচিত্রার সাথে জুটিতে তিনি যে বেশি উপকৃত হয়েছেন তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। আরেকটি নাম মিঠুন। ইংরেজিতে-

MITHUN
414565
25

মিঠুন নামের সংখ্যা ২৫। ২৫ সংখ্যার সিন্দাবাদের মতো সংগ্রাম, সংঘাত ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অতিসাধারণ স্তর থেকে খ্যাতির আসনে নিজেকে আসীন করেছেন। তার আজকের সাফল্য যে স্ব-অর্জিত তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? আরেকটি নাম রেখা। ইংরেজিতে-

REKHA
25251
15

রেখা নামের যৌগিক সংখ্যা ১৫। আর ১৫ সংখ্যা হচ্ছে এক মায়াবী সংখ্যা। নাটকীয়তা, বাগ্মিতা ও সম্মোহনের জালে আচ্ছন্ন রাখার সংখ্যা। তাই দুই যুগ ধরে রেখা অভিনয়ের জাদু দিয়ে হিন্দি ছবির দর্শকদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পেরেছেন। আরেকটি নাম দিলীপ কুমার। ইংরেজিতে-

DILIP	KUMAR	
41318	26412	
17=8	15=6	8+6=14

দিলীপ নামের সংখ্যা ১৭। কুমার নামের সংখ্যা ১৫। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৪। ১৪ যোগাযোগ ও জনসংযোগের সংখ্যা। ১৫ হচ্ছে অবাক ও মোহিত করার সংখ্যা। আর ১৭ হচ্ছে অমরত্বের সংখ্যা। এরা এমন কিছু করেন, যার মাধ্যমে মৃত্যুর পরও তাদের নাম বেঁচে থাকে। এক সাধারণ ফল বিক্রেতা থেকে দিলীপ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে দুঃখকষ্ট অতিক্রম করে উন্নীত হন উচ্চতর স্তরে। পরিশ্রম,

উদ্যোগ, উদ্যম ও আশাবাদ তাকে পরিণত করেছে হিন্দি চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষে। আরেকটি নাম হচ্ছে শহীদুল্লাহ কায়সার। ইংরেজিতে-

SHAHIDULLAH	KAISER
35151463315	211352
37	14

37+14=51

শহীদুল্লাহ কায়সারের নামের প্রথম অংশের যৌগিক সংখ্যা ৩৭। দ্বিতীয় অংশের ১৪। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ৫১। ১৪ সংখ্যা যোগাযোগ ও জনসংযোগের সংখ্যা। খ্যাতির ক্ষেত্রে ভাগ্যবান হলেও অন্যের হঠকারিতার কারণে বিপদের ইঙ্গিত দেয়। ৩৭ সংখ্যা সহজাত আকর্ষণী ক্ষমতা দ্বারা সাফল্য, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিতবহ। আর ৫১ সংখ্যা সাফল্য সত্ত্বেও ঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে। প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের জীবনে এই সংখ্যাগুলোর ইঙ্গিত দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট। যোগাযোগ ও জনসংযোগে তিনি ছিলেন দক্ষ। সহজাত আকর্ষণী ক্ষমতাবলে সাংবাদিক ইউনিয়নের ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু ১৪ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা ও সতর্কতার অভাবের কারণে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ঢাকায়ই থেকে যান। আর ৫১ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে মুক্তিসংগ্রামের একেবারে শেষ দিকে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। আরেকটি নাম জহির রায়হান। ইংরেজিতে-

ZAHIR	RAIHAN
71512	211515
16=7	15=6

7+6=13

জহির রায়হান নামের প্রথম অংশের যৌগিক সংখ্যা ১৬। অপর অংশের যৌগিক সংখ্যা ১৫। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৩। ১৫ সংখ্যা সৃজনশীলতার সংখ্যা। ১৬ সংখ্যা সমস্যাসংকুল জীবন, ভাগ্যবিড়ম্বনা ও পরিস্থিতির শিকার হওয়ার সংখ্যা। আর ১৩ সংখ্যা পরিবর্তন, অভ্যুত্থান ও বিপর্যয়ের সংখ্যা হলেও দৃশ্যত হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিকেও সাফল্যের উপাখ্যানে পরিণত করার শক্তিতে ভরপুর। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী জহির রায়হান ১৩ ও ১৫ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে দৃশ্যত ব্যর্থতাকেও সাফল্যের উপাখ্যানে পরিণত করেছেন বার বার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তার সাহসিকতা ছিল প্রেরণার উৎস। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের অনুসন্ধান করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। খ্যাতি ও সাফল্যের এক তুঙ্গ মুহূর্তে জাতি যখন তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করছিল, তখনই তিনি ১৬ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে মুক্ত দেশেই পরিস্থিতি বা চক্রান্তের শিকার হন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইংরেজিতে-

SHEIKH	MUJIBUR	RAHMAN
355125	4611262	215415
21=3	22=4	18=9

3+4+9=16

তার নামের প্রথম অংশের সংখ্যা ২১। মাঝের সংখ্যা ২২। শেষ অংশের সংখ্যা ১৮। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৬।

SHEIKH	MUJIB
355125	46112
21	14

21+14=35

সংক্ষেপে তিনি পরিচিত ছিলেন শেখ মুজিব নামে। এখানে তার নামের প্রথম অংশের সংখ্যা ২১। আর দ্বিতীয়াংশের সংখ্যা ১৪। পুরো নাম যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫। এছাড়া ১৯৭০ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু নামেই তিনি বেশি পরিচিত। বঙ্গবন্ধু নামের যৌগিক সংখ্যা ৩৫।

BANGABANDHU

21531215456

35

২১ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে দীর্ঘ নিরলস প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় দৃঢ়তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি লাভ করেন

সাফল্যের শিরোপা। ১৮ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে তিনি জড়িয়ে পড়েন যুদ্ধ, অভ্যুত্থান ও সামাজিক বিপ্লবের সাথে। যুদ্ধ যে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আর ২২ সংখ্যার প্রভাব নির্দেশ করে 'এরা অমায়িক ভালো লোক হওয়া সত্ত্বেও সবসময় নিজের কল্পিত ভাবমূর্তির মাঝে বিচরণ করতে ভালবাসে। আত্মরক্ষায় আলস্য, চাটুকারিতায় বা অন্যের পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণই এদের ঠেলে দেয় বিপর্যয়ের ঘূর্ণাবর্তে।' তার নাম শেখ মুজিব এবং বঙ্গবন্ধু দুটিরই যৌগিক সংখ্যা ৩৫। ৩৫ সংখ্যা নির্দেশ করে 'এরা সরলভাবে বিশ্বাস করে। এরা সহজেই যৌথ ও সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। ইউনিয়ন বা আন্দোলনে সহজেই পুরোভাগে এরা চলে আসে। আর সরল বিশ্বাসের জন্যে এরা সহজেই অন্যের বেঈমানী ও হঠকারিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' আর পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৬। ১৬-এর ইঙ্গিত অত্যন্ত ভয়াবহ। ১৬ সংখ্যার জাতক ভাগ্যবিড়ম্বনা, অবিচার ও ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়ায়। সাধারণভাবে এরা হয় পরিস্থিতির শিকার। নিয়তি যেন এদের বিপক্ষে কাজ করে। ক্ষমতার উচ্চাসন থেকে পতনের ইঙ্গিত রয়েছে এ সংখ্যায়। ১৬ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে ক্ষমতার তুঙ্গ স্থান থেকে মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে বঙ্গবন্ধুর জীবনে। ১৪, ১৬, ১৮, ২১, ২২ ও ৩৫ সংখ্যার ইঙ্গিত তার জীবনে একেবারে হুবহু মিলে যায়। বাংলাদেশের জনজীবনের আরেকটি নাম শহীদ জিয়াউর রহমান। ইংরেজিতে-

ZIAUR	RAHMAN
71162	215415
17=8	18=9
8+9=17	

জিয়াউর রহমান নামের প্রথম অংশের যৌগিক সংখ্যা ১৭। শেষ অংশের ১৮। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৭। ১৮ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে তার জীবনেও জড়িত ছিল যুদ্ধ, অভ্যুত্থান ও সমাজ বিপ্লবে। পার্থিব সাফল্যের পাশাপাশি ঘাতকের হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা সুপ্ত রয়েছে এ সংখ্যায়। আর ১৭ সংখ্যা অমরত্বের সংখ্যা। এরা উদ্যমী, উদ্যোগী ও আশাবাদী। যে কোনো বাধা ও অন্যায়ের মুখোমুখি হতে এরা পিছপা হয় না। দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করে এরা উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। এরা এমন কিছু করে যার মাধ্যমে মৃত্যুর পরও তার নাম বেঁচে থাকে। জিয়াউর রহমানের জীবনে যুদ্ধ, বিপদ এবং সাফল্য ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঘাতকের হাতেই নিহত হন তিনি। তার জানাজায় শোকার্ত মানুষের ঢল ১৭ সংখ্যার ইঙ্গিতেরই বাস্তবরূপ।

ভারতীয় নেতা রাজীব গান্ধী।

ইংরেজিতে-

RAJIV	GANDHI
21116	315451
11	19
11+19=30	

তার নামের প্রথম অংশের যৌগিক সংখ্যা ১১। দ্বিতীয়াংশের যৌগিক সংখ্যা ১৯। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ৩০। ১৯ সংখ্যা সাফল্য, সম্মান ও মর্যাদার সংখ্যা। রাজীব গান্ধী প্রথমদিকে রাজনীতিতে জড়াতে না চাইলেও ছোট ভাই সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর তিনি ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিকসংখ্যক আসন লাভ করে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এত বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও ১১ সংখ্যা তার জীবনে নিয়ে আসে বিষাদ ও ঝামেলা। ১১ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে এক সময়ের বিশ্বস্ত বন্ধুরাও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। খুব আপনজনও লিপ্ত হয় গোপন শত্রুতায়। ফলে ক্ষমতার উচ্চাসন থেকে অপ্রত্যাশিত পতন ঘটে তার। তিনিও ঘাতকের বোমার আঘাতে নিহত হন। পাকিস্তানের এক দশকের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক। ইংরেজিতে-

ZIAUL	HAQ
71163	511
18=9	7
9+7=16	

তার নামের প্রথমাংশের যৌগিক সংখ্যা ১৮। দ্বিতীয়াংশের সংখ্যা ৭। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৬। ১৮ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে তার জীবন জড়িয়ে ছিল যুদ্ধ, অভ্যুত্থান ও সামাজিক বিপ্লবের সাথে। পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকির মুখেও তিনি আফগান মুজাহিদদের সবরকম সমর্থন দিয়েছেন। আফগান যুদ্ধ দেশে-বিদেশে তার মর্যাদা বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই, আবার ৭ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে আত্মিক উন্নতির জন্যে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। দেশে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি হয়েছিলেন বিতর্কিত। ১৬ ও ১৮ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে ক্ষমতা ও সাফল্যের এক তুঙ্গ মুহূর্তে পতন ঘটে তার। দীর্ঘ ১০ বছর যুদ্ধের পরিণতিতে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের চুক্তি স্বাক্ষরের পর জিয়াউল হক যখন কাবুলের মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করার স্বপ্ন দেখছিলেন তখনই বিমান বিধ্বস্ত হয়ে তিনি নিহত হন। ক্ষমতার সুউচ্চ মিনার থেকেই পতন ঘটে তার। আশির দশকের সবচেয়ে বিতর্কিত নাম আয়াতুল্লাহ খোমেনী। ইংরেজিতে-

AYATULLAH	KHOMEINI
111463315	25745151
25=7	30=3
7+3=10	

আয়াতুল্লাহ নামের যৌগিক সংখ্যা ২৫ এবং খোমেনী নামের যৌগিক সংখ্যা ৩০। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১০। ট্যারট কার্ডে ২৫ সংখ্যার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এরা অভিজ্ঞতাপুষ্ট, প্রাণচঞ্চল। প্রথম আলাপে এদের মনে হতে পারে অলীক কল্পনার অনুসারী ও দুর্বোধ্য। এদের বক্তব্যের যথার্থতা ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। জীবন ও জগৎ, মানুষ ও পারিপার্শ্বিকতার পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এরা খ্যাতি, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করে। প্রাথমিক জীবনে পর্যবেক্ষণ, সংগ্রাম, সংঘাত ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই পরবর্তী জীবনে আসে সাফল্য। ৩০ সংখ্যার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এরা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানপিপাসু। ঐতিহ্য ও দর্শনের প্রতি এদের অনুরাগ রয়েছে। এরা মানসিক স্তরেই বিচরণ করতে চায়। এরা অনেক সময় পার্থিব সবকিছু পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নিজেকে গুটিয়ে নেয়। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এদের জীবনে প্রাধান্য পায়। আর ১০ সংখ্যা সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এটি খ্যাতি, দুর্নাম, সম্মান-অসম্মান, উত্থান-পতনের সংখ্যা। ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে এরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। নিজের ইচ্ছা অনুসারে এরা খ্যাতিমান বা কুখ্যাত হতে পারে।

ট্যারট কার্ডের এই তিনটি সংখ্যার হুবহু প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আয়াতুল্লাহ খোমেনীর জীবনে। কয়েক যুগের পড়াশোনা, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, সংগ্রাম ও সংঘাতের পরই আসে তার জীবনের সাফল্য। সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় ইরানের শাহ-কে উৎখাত করে ইসলামী বিপ্লব ঘটানোর মতো অসম্ভবকে সম্ভব করেন তিনি। কিন্তু ইরানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ৩০ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে স্বেচ্ছায় নিজেকে পার্থিব সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেন। বাইরের কোনো প্রভাব এমনকি কোনো পরাশক্তিও তার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তিত করতে পারে নি। নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গিই তার জীবনে প্রাধান্য পেয়েছে সবসময়।

আমরা এতগুলো পরিচিত নাম নিয়ে আলোচনা করলাম শুধু তাদের জীবনে নামের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের বাস্তবতা দেখানোর জন্যে। নামও নিয়তিকে নেপথ্যে প্রভাবিত করতে পারে, তা এখন আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবার আপনি নিজেই দেখুন না, আপনার নামে নিয়তির কোন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে? আপনার নামের যৌগিক সংখ্যা বের করার জন্যে প্রথমে ইংরেজি বানানে আপনার নাম লিখুন। তারপরে প্রতিটি হরফের নিচে হরফের সংখ্যা বসান। বসানো সংখ্যাগুলো পাশাপাশি যোগকরুন। প্রাপ্ত যোগফলই হচ্ছে নামের যৌগিক সংখ্যা। নামের দুই বা ততোধিক অংশ থাকলে প্রতিটি অংশের যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করে যোগ করুন। তাহলে পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা বেরোবে। একটি উদাহরণ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে পারে। ধরুন আপনার নাম আব্দুর রহমান। ইংরেজিতে-

ABDUR	RAHMAN
12462	215415
15=6	18=9

6+9=15

এখানে ABDUR-এর সংখ্যা (1+2+4+6+2=15) অর্থাৎ যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে 15। আবার 15 পাশাপাশি যোগ করলে (1+5=6), সংখ্যা হয় 6। আর RAHMAN-এর সংখ্যা (2+1+5+4+1+5=18) অর্থাৎ যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে 18। আবার 18 পাশাপাশি যোগ করলে (1+8=9), সংখ্যা হয় 9। এবার তাহলে ABDUR RAHMAN-এর পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা দাঁড়ায় (6+9=15)। এখানে আমরা আব্দুর রহমান নাম থেকে তিনটি যৌগিক সংখ্যা পাচ্ছি 15, 18 এবং 15। প্রথম দুটি সংখ্যা তার নামের দুই অংশের সংখ্যা। আর শেষ সংখ্যাটি পুরো নামের সংখ্যা। ট্যারট কার্ড অধ্যায়-এ এই সংখ্যাগুলোর বিশ্লেষণ অনুধাবন করতে পারলেই আমরা আব্দুর রহমান নামের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রচ্ছন্ন নিয়তিকে উপলব্ধি করতে পারব। একইভাবে আপনি আপনার নাম বা পরিচিত যে কারো নামের সংখ্যা বের করে ট্যারট কার্ড অধ্যায় থেকে সংখ্যাগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করে নামে লুকিয়ে থাকা নিয়তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই অনুসারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সতর্ক হলে অনেক অশুভ প্রভাব কাটিয়েও ওঠা যায়।

নাম নিয়তির লিখন-২

'নামে কি-বা আসে যায়' এমনি একটি উক্তি করেছিলেন শেক্সপিয়ার। আমাদের অনেকের মনেও এ ধারণা বাসা বেঁধে রয়েছে। নাম এখনো আমাদের কাছে নেহাত পরিচয়েরই মাধ্যম। আমাদের জীবনে নামের যে আর কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে, তা আমরা অনেকেই ভাবতে পারি না। আপাত নিরীহ এ নাম যে আমাদের অলক্ষ্যে আমাদের ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে, এ চিন্তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই, আপাত নিরীহ এ নামের মধ্যেই সবার অজান্তে নিয়তি রেখে যাচ্ছে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। আদি পিতা আদম থেকেই শুরু করা যাক। তার দুই পুত্র হাবিল আর কাবিল। নারী নিয়ে শুরু হয় মন কষাকষি-শত্রুতা। এরই শেষ পরিণতিতে কাবিল হাবিলকে হত্যা করে। পৌরাণিক ইতিহাস অনুসারে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ষড়যন্ত্রের প্রথম শিকার হাবিল। তার নামের ইংরেজি বানান-

HABIL
51213
=12

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১২। তিনি শিকার হন কাবিলের ষড়যন্ত্রের। সংখ্যা ১২-র হুঁশিয়ারি হুবহু মিলে যায় তার ক্ষেত্রে। এবার আমরা ফিরে যাব ইতিহাসের পাতায়। যিশুখ্রিষ্ট থেকেই শুরু করা যাক।

JESUS	CHRIST
15363	352134
18	18
9+9=18	

মানব প্রেম আর শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। আর্তের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সর্বদা। 'এক গালে চড় মারলে আরেক গাল পেতে দাও' এই নীতিরই অনুসারী ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও ১৮ সংখ্যার অর্থানুসারে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন সামাজিক অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের সাথে। এই সংখ্যার অর্থানুসারে তিনি স্ব-অনুচরেরই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। খ্রিষ্ট ধর্মবিশ্বাস অনুসারে তিনি আত্মাহুতি দেন ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে। ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক। ন্যায়, সাম্য আর সুবিচারের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। একারণে তিনি অভিহিত হয়েছিলেন মহান ওমর নামে।

OMAR	FAROOQ
7412	812771
14	26
5+8=13	

১৪ সংখ্যার অর্থানুসারে তাঁর জীবন ছিল পুরোপুরি ঝুঁকিপূর্ণ। সংখ্যা ২৬ অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের কারণে বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেয়। সংখ্যা ১৩ অনুসারে তিনি হয়েছিলেন ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের অধিকারী। আর এই ক্ষমতার কারণেই তাঁকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল গুপ্ত ঘাতকের হাতে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনি। হযরত ওসমান নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

OSMAN	GHANI
73415	35151
20	15
20+15=35=8	

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সহজ সরল। তাঁর মতো দয়ালু ও দাতা তদানীন্তন আরবে আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর নামের দুই অংশের যোগফল ৩৫-এর ইঙ্গিতানুসারে ভুল অনুমান ও অসৎ উপদেশের কারণে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন তিনি। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী হায়দার।

ALI	HAIDER
131	511452
5	185+9=14

১৮ সংখ্যার অর্থানুসারে তাঁর সমগ্র জীবনই জড়িত ছিল যুদ্ধের সাথে। পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ

করেছিলেন। এর ফলে বাল্যকাল থেকেই তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন ইসলামের সামাজিক অভ্যুত্থানের সাথে। সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ১৮ সংখ্যার অশুভ প্রভাবের কারণে খেলাফত নিয়ে তাঁর সময়েই মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এতে তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন আমীর মোয়াবিয়া। আর বিরুদ্ধপক্ষের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রাঘাতেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তাঁকে। ইসলামের এক আলোচিত মহিলা হচ্ছেন বিবি আয়েশা।

AYESHA
115351
16

ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত সম্মানীয় মহিলা তিনি। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সহধর্মিনী হিসেবে তিনি হচ্ছেন সর্বাধিক হাদীসের বর্ণনাকারী। কিন্তু ১৬-এর অশুভ প্রভাব আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনে। অত্যন্ত সতীসাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অপপ্রচারের শিকার হন। তাছাড়া হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং রণক্ষেত্রে বন্দি হন। মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক বরণীয় আইনবেত্তা ইমাম আবু হানিফা।

ABU	HANIFA
126	515181
9	21

9+3=12

আইনবেত্তা হিসেবে বরণীয় হলেও বাগদাদের খলিফার কোপ দৃষ্টি পড়ে তাঁর ওপর। ফলে খলিফার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জীবনের ৪০ বছর সময় তাঁকে কাটাতে হয় কারার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। কারাগারেই তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ২১ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে তিনি ম্যাগি নক্ষত্রের ন্যায় মুসলিম চিন্তাকাশে ভাস্মর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১২ সংখ্যার পরিণতির ইঙ্গিত তিনি এড়াতে পারেননি। উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম অভিযান পরিচালনার নায়ক মোহাম্মদ বিন কাশিম। তরুণ সেনানায়কের রণকৌশল আর চাতুর্যের সামনে তাসের ঘরের মতোই উড়ে গিয়েছিল রাজা দাহিরের প্রতিরোধ। কিন্তু দাহির তনয়ার ষড়যন্ত্রে কাঁচা চামড়ার বস্তায় পুরে তাকে পাঠানো হয় খলিফার দরবারে। সেখানে তরুণ সেনানায়ককে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। কিছুদিন কারাগারে থাকার পর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। তার নামের ইংরেজি বানান :

MOHAMMAD	BIN	KASIM
47514414	215	21314
30	8	11

3+8+2=13

পানিপথ। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর সৈন্য সমাবেশ করেন ১৫২৬ সালের ১৩ এপ্রিল। তার বিরুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেন। আট দিন অপেক্ষার পর যুদ্ধ শুরু হয়। বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ইব্রাহিম লোদী পানি পথের প্রান্তরে পরাজিত ও নিহত হন।

IBRAHIM	LODHI
1221514	37451
16	20

7+2=9

১৬, ২০ আর ৯ সংখ্যার পরিণতির ইঙ্গিত ইব্রাহিম লোদীর জীবনে কত সুস্পষ্ট! পানিপথ। ৫ নভেম্বর ১৫৫৬ সালে। এবারের যুদ্ধে একদিকে বৈরাম খানের নেতৃত্বাধীন মোগল বাহিনী। অপর দিকে হিমুর নেতৃত্বাধীন পাঠান বাহিনী। হিমুর নেতৃত্বাধীন পাঠান বাহিনী মোগল বাহিনীর চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি শক্তিশালী। হিমুর অসাধারণ বীরত্বে পাঠানদের বিজয় যখন প্রায় সুনিশ্চিত, এসময় হিমু আহত হন। পাঠানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বৈরাম খানের আদেশে বন্দি হিমুকে হত্যা করা হয়।

HIMU
5146
16

পানিপথ। ১৩ জানুয়ারি ১৭৬১। ভারতের দুই মহাশক্তির বাহুবল পরীক্ষার দিন। একদিকে আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী। অপর দিকে পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের পুত্র বিশ্বাস রাও-এর নেতৃত্বে তিন

লক্ষাধিক সৈন্যের মারাঠা বাহিনী। যুদ্ধের প্রথমদিকে মারাঠাদের বিজয় লক্ষণ দেখা দিলেও নয় ঘণ্টার লড়াইয়ে যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়। মারাঠা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য নিহত হয়। সেনাপতি বিশ্বাস রাও নিহত হন।

ISWAS	RAO
213613	217
16	10

16+10=26=8

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা পক্ষে একমাত্র মুসলিম সেনাপতি ইব্রাহিম খান কার্দি। ফরাসি বাহিনীতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত এই মুসলিম সেনাপতির নেতৃত্বাধীন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল সিপাইরা যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যুদ্ধে কার্দি আহত ও বন্দি হন। পরে আহমদ শাহ আবদালী তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন।

IBRAHIM	KHAN	CARDI
1221514	2515	31241
16	13	11

7+4+2=13

ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনা হয় ১৭৫৭ সালে-ইংরেজ বাহিনীর নিকট বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের ফলে। ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে নামমাত্র যুদ্ধে মীর জাফর, জগতশেঠ, স্বরূপ চাঁদ, রায়দুর্লভ, ঘষেটি বেগম, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখের ষড়যন্ত্রে সিরাজ পরাজিত হন। সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন এবং পথে ধৃত হন। ২ জুলাই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইংরেজিতে-

SIRAJ	UD	DOWLA
31211	64	47631
8	10	21

8+1+3=12

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে হত্যা করার পর ষড়যন্ত্রকারীরা মীর জাফরকে সিংহাসনে বসান।

MIR	JAFAR
412	11812
7	13

7+4=11

৭ ও ১৩ আর ১১ এই হলো মীর জাফরের জীবনের ইঙ্গিত। বাংলার মসনদে আসীন হলেও মীর জাফর বেশি দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের ফলে তাকেও ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। আর এবার তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন তারই জামাতা মীর কাসিম। করুণ পরিণতি ঘটে মীর জাফরের। মীর জাফরের পর বাংলার নবাব হন মীর কাসিম।

MIR	KASIM
412	21314
7	11

7+11=18

মীর কাসিমের নামের সংখ্যা হচ্ছে ৭ এবং ১১। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১৮। মীর কাসিম নবাব হওয়ার পরই উপলব্ধি করতে পারলেন ইংরেজের ষড়যন্ত্র। শুরু হয় মীর কাসিমের ইংরেজ বিরোধী অভিযান। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে তার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। সুবে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে।

ROBERT	CLIVE
272524	33165
22	18

4+9=13

চক্রান্ত আর গাদ্দারীর রাজনীতিতে অভ্যস্ত ক্লাইভের নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ২২, ১৮ আর ১৩। যুদ্ধ তাকে ক্ষমতা দিয়েছে। অর্থ দিয়েছে। দিয়েছে স্বদেশে সম্মান। কেরানি ক্লাইভ হয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। ক্ষমতার অপব্যবহার ১৩ সংখ্যার অশুভ পরিণতির দিকেই ঠেলে দিয়েছে তাকে। ইংরেজ জাতির জন্যে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করে দিয়েও স্বজাতির সমালোচনা বানে জর্জরিত হতে হয় তাকে। আত্মহত্যার

মাধ্যমে এ যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের পথ বেছে নিতে শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হন। ১৭৫৭ সালে উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের সূচনা। সত্যিকার অর্থে এ শাসনের ভিত কেঁপে ওঠে ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ সিপাহী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। বারাকপুরে সূচনা হয় এ অভ্যুত্থানের। বিদ্রোহী সিপাহিরা দিল্লি অধিকার করে। ১৮৫৭ সালের মে মাসে বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। সিপাহি অভ্যুত্থানের সাথে যাদের নাম অমর হয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে মারাঠা সেনাপতি নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী, রানী লক্ষ্মী বাঈ, হাফিজ রহমত খাঁ প্রমুখ।

BAHADUR SHAH JAFAR
2151462 3515 11812
21 14 13
3+5+4=12

দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। নামের যৌগিক সংখ্যাসমূহ ২১, ১৪ আর ১৩। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১২। চার মাস অবরোধের পর ব্রিটিশ বাহিনী দিল্লী অধিকার করে। বাহাদুর শাহর দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে গুলি করে হত্যা করে এবং নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। রেঙ্গুনরাজের ষড়যন্ত্রে সেখানেই তিনি মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। কানপুরে বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেব। ব্রিটিশ বাহিনী কানপুর দখল করে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে পালিয়ে যান। তারপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

NANA
5151
12

কানপুরে সিপাহীদের সংগ্রামে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন নানা সাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া তোপী। তাঁতিয়া তোপী ইংরেজদের হাতে বন্দি হন। তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

TANTIA TOPI
415411 4781
16 20
7+2=9

সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল ঝাঁসি। ঝাঁসির রানী স্বয়ং নেতৃত্ব দেন এ বিপ্লবে। ইংরেজ বাহিনী ঝাঁসি দখল করার জন্যে অভিযান চালালে রানী লক্ষ্মী বাঈ রণক্ষেত্রেই নিহত হন।

LAXMI BAI
31541 211
14 4
14+4=18=9

এবার আমরা আবহমান বাংলায় আলোচনা সীমিত করব। উপমহাদেশে দিল্লির মসনদে যারাই অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদেরই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে বাংলার ওপর। বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা সর্বদাই সর্বাগ্রে অভিযান পরিচালনা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ কখনোই দিল্লির কর্তৃত্ব মেনে নেয় নি। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই বিদ্রোহ করেছে দিল্লির বিরুদ্ধে। প্রথম সুযোগেই তারা ছিন্ন করেছে দিল্লির নাগপাশ। ইংরেজ শাসনের সূচনা বাংলায় হলেও বাংলার মানুষ কখনো তা মেনে নেয়নি। বাংলার এই বিদ্রোহের প্রথম দৃপ্তপ্রকাশ তিতুমীর।

TITUMIR
4146412
22

২২ সংখ্যার ব্যাখ্যা আমরা পূর্বেই করেছি। স্বাধীনতার আগুন ছিল তার বুকে। কিন্তু এই সরল মানবপ্রেমিক জানতেন না তীর-ধনুক-গুলতি আর বাঁশের কেল্লার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। কামান-বন্দুকের মোকাবেলা এ দিয়ে করা যায় না। তাই তার নারিকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা একদিন উড়ে যায় ব্রিটিশের কামানের গোলায়। তিতুমীর শহীদ হন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসবাদ শুরু হয়

বাংলায়। বাংলার দামাল ছেলেরাই প্রথম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, অহিংসার পথে এদেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানো যাবে না। যদিও এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে। তবুও শেষ পর্যন্ত তা রূপ নেয় ব্রিটিশ শাসনের উৎখাতের সংগ্রামে। এ আন্দোলনে সর্বপ্রথম আত্মাহুতি দেন প্রফুল্ল চাকী।

PROFULLA CHAKI
82786331 35121
38 12

প্রফুল্ল চাকীর নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ৩৮ এবং ১২। মুজফফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে পালানোর সময় রাস্তায় ধৃত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে আত্মহত্যা করেন তিনি। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২০ বছর। এই একই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে সর্বপ্রথম ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মাহুতি দেন ক্ষুদি রাম।

KHUDI RAM
25641 214
18 7
9+7=16

ক্ষুদি রামের জন্ম ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯ সাল। মুজফফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপের দায়ে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট তার এই আত্মাহুতি বাংলার তরুণদের মনে এক নতুন প্রত্যয়ের সঞ্চার করে। বাংলার বিপ্লববাদের আর এক অগ্নিপুরুষ সূর্য সেন।

SURJA SEN
36211 355
13 13
13+13=26=8

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর হিসেবেই পরিচিত তিনি। ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে জন্ম তার। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাতে সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ১৯৩৪ সালে ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলে তার ফাঁসি হয়। বাংলা ভাষা আন্দোলনের কথাই ধরা যাক। ৫২-এর অমর ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জববার।

SALAM
31314
12
BARKAT
212214
12
RAFIQ
21811
13

এ চারজনের নামের সংখ্যার মধ্যে কী অদ্ভুত মিল! বিপ্লব আর অভ্যুত্থানের ইতিহাসে এবার ফিরে যাব আমরা। সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার বাণী সূচনা করেছিল ফরাসি বিপ্লবের। রাজা ষোড়শ লুইয়ের পতনের পর প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয় বিপ্লবী সরকার। মারা, দাঁতন আর রোবেসপিয়ার এই বিপ্লবের নায়ক। রাজতন্ত্রের সমর্থক ও বিপ্লব বিরোধীদের নির্মূল করার জন্যে বসানো হয় গিলোটিন। শত শত ব্যক্তিকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়। নিয়তির পরিহাস এই যে, মারা, দাঁতন ও রোবেসপিয়ারও পরিত্রাণ পাননি শিরচ্ছেদের হাত থেকে। মারাঁর পুরো নাম জাঁ পল মারা।

JEAN PAUL MARAT
1515 8163 41214
12 18 12

দাঁতনের পুরো নাম জর্জেস দাঁতন।

GEORGES DANTON
3572353 415475
28 26
10+8=18=9

রোবেসপিয়ারের পুরো নাম ম্যাক্সমিলান দ্য রোবেসপিয়ার।

MAXIMILIEN DE

4151413155 45
30 9
ROBESPIERRE
27253815225
42
3+9+6=18

১৯১৭ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবে লেনিনের পর যে নামটি সর্বাগ্রে স্মরণীয় তিনি ট্রটস্কি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়মান দলত্যাগী রুশ সৈনিকদের তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংগঠিত করে গড়ে তোলেন ইতিহাস বিখ্যাত লাল ফৌজ। অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ, আর শ্বেত রাশিয়ান আর বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে এই লাল ফৌজই সোভিয়েতের সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করে। লেলিনের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী তিনি হতে পারতেন। কিন্তু স্ট্যালিনের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তিনি পরাজিত হন। ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত হয়ে দীর্ঘদিন তিনি স্ট্যালিনকে উৎখাত করার জন্যে সম্ভাব্য সকল তৎপরতা চালান। কিন্তু তাতে প্রাথমিক ব্যর্থতার পর তিনি মেক্সিকোর এক সুরক্ষিত ভিলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু নিয়তি তাকে সেখানেও নিষ্কৃতি দেয় নি। ১৯৪০ সালে ক্রেমলিন প্রেরিত ঘাতকের কুঠারাঘাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন তিনি।

LEON TROTSKY
3575 4274321
20 23
20+23=43

৪৩ সংখ্যা হচ্ছে বিপ্লব, অভ্যুত্থান, সংঘাত, যুদ্ধ আর ব্যর্থতার প্রতীক। ট্রটস্কির জীবনও তাই। বিশ শতকে আরেকটি শক্তির অভ্যুদয়ে দুনিয়া কেঁপে উঠেছিল। সূচনা করেছিল বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের। এই শক্তি হচ্ছে নাজী জার্মানী। আর এই নাৎসী বিপ্লবের নায়ক ছিলেন এডলফ হিটলার।

ADOLF HITLER
14738 514352
23 20
23+20=43

নাজী বিপ্লবের নায়ক হিটলার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত জার্মান জাতিকে মাত্র ১০ বছরে দুনিয়ার প্রথম শ্রেণির শক্তিতে পরিণত করেন তিনি। ভার্সাই চুক্তি মানতে অস্বীকার করে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ করেন। কার্যত ১৫ দিনের যুদ্ধে ইউরোপের মূল ভূখন্ড থেকে ইঙ্গ-ফরাস শক্তিকে উৎখাত করে বিশ্বকে হতবাক করে দেন। কিন্তু নিয়তি বড় নির্মম। বিশ্বব্যাপী জার্মান প্রভুত্ব স্থাপনের স্বপ্ন তার সফল হয়নি। প্রাথমিক সাফল্যের পর মিত্র বাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণে পরাজিত জার্মানি পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। ৪৩ সংখ্যার মর্মার্থ অনুসারে চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে জার্মান ফুয়েরার হিটলার আত্মহত্যা করেন ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল লাল ফৌজের হাতে অবরুদ্ধ বার্লিনে। ইউরোপে ফ্যাসিবাদের আর এক নায়ক মুসোলিনী। কর্মকারের ঘরে জন্ম তার। ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। ফ্যাসিবাদী দল গঠন করেন ১৯১৯ সালে। হিটলারের 'বিয়ার হল পুৎস'-এর অনুরূপ মার্চ করে ক্ষমতাসীন হন তিনি ১৯২২ সালে। নাজীবাদ আর ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য অভিন্ন হওয়ায় হিটলারের সাথে আঁতাত করেন তিনি। কিন্তু বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইটালিয়ানদের পরাজয় তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। ১৯৪৩ সালের ২৫ জুলাই রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল তাকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। ১২ সেপ্টেম্বর জার্মান ছত্রী সেনারা তাকে মুক্ত করে পুনরায় ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান নিযুক্ত করেন। ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিল সুইজারল্যান্ডে পালানোর পথে কৃষকদের হাতে ধরা পড়েন। তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার লাশ মিলানে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

BENITO MUSSOLINI
255147 463373151
24 33
6+6=12

উপমহাদেশের সবচাইতে ত্রাস সৃষ্টিকারী আন্দোলন হচ্ছে নকশাল আন্দোলন। এর নেতা চারু মজুমদার। তার রাজনৈতিক দীক্ষা হয় দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের

নেতা হাজী দানেশের হাতে। পরে যোগ দেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে। ছয় দশকের শেষ ভাগে পার্লামেন্টারি রাজনীতির পথ ত্যাগ করে সশস্ত্র বিপ্লবকে সর্বহারার মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেন। ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি রানীগঞ্জ ও নকশাল বাড়ির কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মুক্ত এলাকা গঠন করেন। এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে জোতদার ও বুর্জোয়াদের হত্যা শুরু করার মাধ্যমে ত্রাসের সঞ্চার করেন। নকশাল বাড়ির অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও নকশাল আন্দোলন নামে তার সংগ্রাম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ কলকাতায় অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়ে লালবাজার থানায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত নকশাল শব্দেই আঁতকে উঠত ভারতের কংগ্রেসীরা। তার পুরো নাম চারু চন্দ্র মজুমদার।

CHARU	CHANDRA	MAJUMDAR
35126	3515421	41164412
17	21	23

8+3+5=16

বাংলাদেশ নকশাল আন্দোলনই বাস্তব রূপ লাভ করে সিরাজ শিকদারের পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির তৎপরতায়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র সিরাজ শিকদার সর্বহারার মুক্তির জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশব্যাপী তার নেতৃত্বে পরিচালিত গুপ্ত সংগঠনসমূহ আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে। ১৯৭৪ সালে তার আন্দোলন দাবানলের মতো বিস্তার লাভ করে। খ্যাতি ও ভাবমূর্তির এক তুঙ্গ মুহূর্তে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন।

SIRAJ	SIKDER
31221	312452
8	17

8+8=16

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সর্বাধিক মানবপ্রেমিক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন।

ABRAHAM	LINCOLN
1221514	3153735
16	27

7+9=16

লিংকনের জীবনের যাত্রা শুরু দিনমজুর হিসেবে। কিন্তু স্বাধীনচেতা মৌলিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী লিংকন আস্তে আস্তে জীবনে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হন। মানুষের প্রতি ভালবাসা আর অধ্যবসায়ে বলীয়ান মহান লিংকন ২৭ সংখ্যা প্রতীক রাজদন্ড লাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মহান লিংকনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি দাসপ্রথার উচ্ছেদ। এজন্যে তিনি গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। গৃহযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে নিরঙ্কুশভাবে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও ১৬ সংখ্যার ইঙ্গিত থেকে নিয়তি তাকে অব্যাহতি দেয়নি। ১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল তিনি আততায়ীর হাতে আহত হন। ১৫ এপ্রিল তার মহাপ্রয়াণ ঘটে।

এক শতাব্দী পর ১৯৬০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জন এফ কেনেডি।

JOHN	F	KENNEDY
1755	8	2555541
18	8	27

9+8+9=26=8

কেনেডীর জীবনই ১৮ সংখ্যার অর্থানুসারে দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর যুদ্ধের সাথে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন বীর সৈনিক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। মার্কিন রাজনীতিতে তিনি নিগ্রো নাগরিক অধিকার সমর্থক এবং উদার নৈতিক নেতা হিসেবে বিশেষভাবে খ্যাত। ২৭ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে রাজদন্ডের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ১৮ সংখ্যার ইঙ্গিত অনুসারে কিউবা সংকট বিশ্বের দুই মহাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধের মুখোমুখি নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর ডালাসে আততায়ীর গুলিতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন তিনি। নামের অশুভ ইঙ্গিতের বাস্তব রূপ আমাদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে দেখেছি বার বার। সাম্প্রতিক কালে নিয়তির নিষ্ঠুর যাঁতাকলে মর্মান্তিকভাবে যাদের জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে তাদের নাম নিয়ে একটু হিসাব করে দেখুন না, নামের অশুভ ইঙ্গিতে নিয়তির চাকা কেমন করে ঘুরছে অশ্রুত পদবিক্ষেপে।

নাম নিয়তির লিখন: ৩

নামে যে নিয়তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের আগের আলোচনা থেকেই তা সুস্পষ্ট। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে নামের শুভাশুভ ইঙ্গিত কি শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, না সামষ্টিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব রয়েছে? কোনো সংগঠন বা আন্দোলনে যারা একত্রিত হন, আদর্শিক যোগসূত্রই কি তাদের সেখানে টেনে আনে, না এর পেছনে নামের ইঙ্গিতও ক্রিয়াশীল থাকে? ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা মিলিত হন, তাদের এই সম্মিলনের পেছনে নামের অদৃশ্য ইঙ্গিতে চালিত নিয়তিই কি নেপথ্যে সক্রিয় থাকে? এক কথায় এর জবাব দেয়া কঠিন। চূড়ান্তভাবে হ্যাঁ বা না কোনোটা বলার মতো ব্যাপক তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে অনুপস্থিত। কারণ চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত আন্দোলনের অনেক তথ্যের মতো এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। তবে আমরা ইতিহাসের একটি ঘটনা পাই, যার সাথে জড়িত সকল ব্যক্তির পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে সরকারি উদ্যোগে।

জার্মানি ১৯৪৪ সাল। নাজী বাহিনীর অপ্রতিহত অগ্রযাত্রা অনেক আগেই রুদ্ধ হয়েছে। পূর্বদিক থেকে লাল ফৌজ ও পশ্চিম দিক থেকে মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে জার্মান প্রতিরোধ তিষ্ঠাতে পারছে না। হিটলারের এস্ট্রলজারস কাউন্সিলের প্রধান ভন ক্রাফট পোলান্ডের বন্দি শিবিরে। যুদ্ধে জার্মানির জয়ের কোনো আশা আর অবশিষ্ট নেই। আসন্ন সমূহ ভরাডুবির হাত থেকে জার্মানিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জার্মান সেনাবাহিনীর একটি অংশ হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু তারা জানতেন হিটলারকে হত্যা করা ছাড়া তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব নয়।

এডলফ হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার এই ষড়যন্ত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন জার্মান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত চীফ অব স্টাফ জেনারেল লুডউইগ বেক, চীফ অব জেনারেল আর্মি অফিস জেনারেল ফ্রেডরিক ওলব্রাইট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান গোয়েন্দা প্রধান এডমিরাল ক্যানারিস, মেয়র গোয়েরডেলার, ফিল্ড মার্শাল ভন উইনজলেবেন, কর্ণেল ক্লাউস-স্টাউফেনবার্গ প্রমুখ। তাদের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই হিটলারের সুরক্ষিত বাংকারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। হিটলার অল্পের জন্যে বেঁচে যান। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হিটলারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার দায়ে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন দুজন ফিল্ড মার্শাল, একজন এডমিরাল, ১৫ জন জেনারেল ও সেনাবাহিনীর বহু ফিল্ড অফিসার।

১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই হিটলারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা ছিলেন জেনারেল বেক। অভ্যুত্থানের শুরুতেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্যে তিনি হাজির হন বেন্ডলার স্ট্রেস-এ অবস্থিত যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় ওই দিন বিকেলেই যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে আত্মহত্যা করেন। তার পুরো নাম হচ্ছে- LUDWIG BECK

LUDWIG	BECK
364613	2532
23	12

23+12=35=8

তার নামের দুই অংশের সংখ্যা হচ্ছে ২৩ ও ১২। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ৩৫।

অভ্যুত্থানের আর একজন নেতা ছিলেন চীফ অব দি জেনারেল আর্মি অফিস জেনারেল ওলব্রাইট। তার জন্ম ৪ অক্টোবর ১৮৮৪ সাল। অভ্যুত্থান কার্যকর করার জন্যে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনি। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় নাজী বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। সেদিন বিকেলেই তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। রাত শেষ হওয়ার আগেই তার অফিসের বারান্দায় মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। তার পুরো নাম-

FRIEDRICH	OLBRIGHT
821542135	73221354
31	27

4+9=13

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ৩১ ও ২৭। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৩।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জার্মান গোয়েন্দা প্রধান এডমিরাল ক্যানারিস। গোয়েন্দা সংগঠনে তার সাফল্য আজও উপকথা। হিটলারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আটক থাকেন বন্দি শিবিরে। ১৯৪৫ সালের ৯ এপ্রিল ফ্লোসেনবার্গের বন্দি শিবিরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার পুরো নাম-

WILHELM	CANARIS
6135534	3151213
27	16

9+7=16

তার নামের যৌগিক সংখ্যা ২৭ ও ১৬।

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল হেইনরিখ গ্রাফ জু দোনা। অভ্যুত্থান পরিকল্পনাকারীরা তাকে পূর্ব প্রুশিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাকে ২১ জুলাই গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। তার পুরো নাম-

HEINRICH	GRAF	ZU	DOHNA
55152135	3218	76	47551
27	14	13	22

9+5+4+4=22

তার নামের যৌগিক সংখ্যাগুলো হচ্ছে ২৭, ১৪, ১৩ ও ২২। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ২২। জেনারেল ইরিক ফেলজিবেল। জন্ম ৪ অক্টোবর ১৮৮৬। সশস্ত্র বাহিনীর হাই কমান্ডের সিগন্যাল লিয়াজোঁ অফিসের প্রধান ছিলেন তিনি। হিটলার বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু। হিটলারের বাংকারে বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথেই তিনি ফুয়েরারের সদর দফতরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দেন। তাকে ওই দিনই গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। তার পুরো নাম-

ERICH	FELLGIEBEL
52135	8533315253
16	38

16+38=54=9

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১৬ ও ৩৮। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ৫৪। বার্লিনের সিটি কমান্ড্যান্ট জেনারেল পল ভন হেস। ২০ জুলাই নাজী শাসন অবসানের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল সামরিক আদেশ প্রদান করেন তিনি। পিপলস কোর্টে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। ১৯৪৪ সালের ৮ আগস্ট পলুজেন্সিতে তার মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। তার পুরো নাম :

PAUL	VON	HASE
8163	675	5135
18	18	14

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১৮, ১৮ ও ১৪। জেনারেল ইরিক হোয়েপনার। জন্ম ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ সাল। হিটলার বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার দায়ে গণ-আদালতে তার বিচার হয়। তিনি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন। ১৯৪৪ সালের ৮ আগস্ট তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

ERICH	HOEPNER52135 5758552
16	37

7+1=8

তার নামের যৌগিক সংখ্যা ১৬ ও ৩৭। এডমিরাল ক্যানারিসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জেনারেল হ্যান্স অস্টার। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের শাখা প্রধান ছিলেন তিনি। হিটলার বিরোধী আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। এ জন্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৫ সালের ৯ এপ্রিল ফ্লোসেনবার্গ বন্দি শিবিরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার জন্ম ১৮৮৮ সালের ৯ আগস্ট।

HANS	OSTER
5153	73452
14	21

14+21=35=8

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১৪ ও ২১। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ৩৫।

পদাতিক বাহিনীর জেনারেল ফ্রেডারিক ভন রাবেন্যু। ২০ জুলাইয়ের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত থাকার দায়ে তাকেও আত্মাহুতি দিতে হয় গেস্টাপোর হাতে। ১৯৪৫ সালের ১২ এপ্রিল তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার পুরো নাম-

FRIEDRICH	VON	RABENAU
821542135	675	2125516
31	18	22

4+9+4=17=8

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ৩১, ১৮ ও ২২। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৭। জেনারেল গুস্তভ ভন জিলবার্গ। ২০ জুলাইয়ের হিটলার বিরোধী অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তিনি। এজন্যে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। ১৯৪৫ সালের ২২ জুলাই ফায়ারিং স্কোয়াডে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার নামের ইংরেজি বানান-

GUSTAV	VON	ZIEHLBERG
363416	675	715532523
23	18	33

5+9+6=20

তার নামের যৌগিক সংখ্যা ২৩, ১৮ ও ৩৩। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ২০। সশস্ত্র বাহিনীর হাই কমান্ডের সংগঠনী শাখার প্রধান জেনারেল হেলমুট স্টিফ। সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ চক্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরদিনই তাকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক আদালতে তিনি বিচারের সম্মুখীন হন। ১৯৪৪ সালের ৮ আগস্ট তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সেদিনই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তার পুরো নাম-

HELMUT	STIEFF
553464	341588
27	29

9+2=11

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ২৭ ও ২৯। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১১। পদাতিক বাহিনীর জেনারেল কার্ল হেনরিখ ভন স্টুলপনাগেল। তিনি ছিলেন ফ্রান্সে অবস্থানরত জার্মান বাহিনীর প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পরপরই তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় আহত হন। তাকে বাঁচিয়ে তোলা হয় গণ-আদালতে বিচারের জন্যে। তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪৪ সালের ৩০ আগস্ট তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তার নামের ইংরেজি বানান-

KARL	HEINRICH	VON	
	STULPNAGEL		
2123	55152135	675	
	3463851353		
8	35	18	41

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ৮, ৩৫, ১৮ ও ৪১। জেনারেল ফ্রিজ থিল। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন ব্যর্থ অভ্যুত্থানে তিনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাকেও গণ-আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তার নামের ইংরেজি বানান-

FRITZ	THIELE
82147	451535
22	23

22+23=45=9

তার নামের যৌগিক সংখ্যা ২২, ২৩। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ৪৫। জেনারেল ভন ত্রেশকো। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের অন্যতম সক্রিয় ব্যক্তি। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি আত্মহত্যা করেন। তার পুরো নাম-

HENNING	VON	TRESCKOW
5555153	675	42533276
29	18	32

2+9+5=16

তার নামের যৌগিক সংখ্যা ২৯, ১৮ ও ৩২। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৬। জেনারেল কার্ল ভন টুঙ্গেন। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত থাকার দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর ব্রান্ডেনবুর্গ জেলে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তার পুরো নাম-

KARL FREIHERR VON THUNGEN

2123 42515522 675 4565355

8 30 18 33

8+3+9+6=26

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ৮, ৩০, ১৮ ও ৩৩। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ২৬। গোলন্দাজ বাহিনীর জেনারেল এডওয়ার্ড ওয়াগনার। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত থাকার দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তার নামের ইংরেজি বানান-

DUARD WAGNER

546124 613552

22 22

22+22=44=8

তার নামের যৌগিক সংখ্যা ২২। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ৪৪। ১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই হিটলার বিরোধী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ায় জার্মান সেনাবাহিনী যে দুজন ফিল্ড মার্শালকে হারান, তার অন্যতম হচ্ছে ফিল্ড মার্শাল রোমেল। জার্মান 'ব্লিৎজক্রিক' আক্রমণ পদ্ধতির সবচেয়ে সফল প্রয়োগকারী হচ্ছেন রোমেল। আফ্রিকায় তার বিদ্যুৎগতি অভিযানের জন্যে তিনি অভিহিত হয়েছিলেন 'মরুশৃগাল' নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম ট্যাংকযুদ্ধ আল-আমিন রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর সর্বাধিনায়কও ছিলেন তিনি। বীরত্বের জন্যে সর্বোচ্চ জার্মান সামরিক খেতাবে তিনি ভূষিত হন। হিটলার বিরোধী অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সাথে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। কিন্তু হিটলারের দৃঢ় প্রতীতি জন্মায় যে, তিনিও এর সাথে জড়িত ছিলেন। আর তাই হিটলারের নির্দেশে আত্মহত্যা করতে হয় তাকে। তার পুরো নাম-

ERWIN ROMMEL

52615 274453

19 25

19+25=44=8

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১৯ ও ২৫। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ৪৪। ফিল্ড মার্শাল উইজলেবেনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কার্যত তিনি ছিলেন ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ নেতা। হিটলারকে অপসারণ করে ফিল্ড মার্শাল উইজলেবেন-কেই সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপে ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেছিলেন অভ্যুত্থানের মূল সংগঠকরা। তার জন্ম তারিখ হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর ১৮৮১ সাল। ২০ জুলাইয়ের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর যাদের সর্বপ্রথম গণ-আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তিনি তাদের অন্যতম। ১৯৪৪ সালের ৮ আগস্ট তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। তার পুরো নাম-

ERWIN VON WITZLEBEN

52615 675 614735255

19 18 38

1+9+2=12

তার নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১৯, ১৮ ও ৩৮। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১২। কী অদ্ভুত মিল! নিয়তির অশুভ ইঙ্গিত কোনো না কোনোভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাদের নামে। প্রত্যেকের নামেই এমন অশুভ সংখ্যা রয়েছে, যা তাদের এ করুণ পরিণতির ইঙ্গিত দেয়।

অধ্যায়-১১

নামের অশুভ প্রভাব ও প্রতিকার

আপাত নিরীহ নামের মাঝেই লুকিয়ে থাকে অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিত শুভ হলে আপনি নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবেন। কিন্তু যদি এই ইঙ্গিত অশুভ হয়, তাহলে আপনি যে চিন্তিত হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, এই অশুভ ইঙ্গিত কি অলঙ্ঘনীয়? না এই অশুভ প্রভাব কাটানোর কোনো পথ আছে?

সচেতন প্রচেষ্টা চালালে ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক কিছুকেই পরিবর্তন করা যেতে পারে। নামের অশুভ প্রভাবকে এড়ানো যেতে পারে অনায়াসে। নামের অশুভ প্রভাব সাধারণত আসে দুভাবে। প্রথমত, নামের যৌগিক সংখ্যাগুলো অশুভ ইঙ্গিত দিলে। দ্বিতীয়ত, জন্মসংখ্যার সাথে নামসংখ্যার সাদৃশ্য না থাকলে। নামের যৌগিক সংখ্যার অশুভ ইঙ্গিত জাতক/জাতিকাকে অলক্ষ্যে অশুভ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। আর জন্মসংখ্যার সাথে নামসংখ্যার সাযুজ্য না হলে জাতক/জাতিকার জীবন হয় ছন্দহীন। নিজস্ব পরিকল্পনার চেয়ে পারিপার্শ্বিকতাই তার জীবনকে প্রভাবিত করে বেশি। জীবন ও কর্মে ধারাবাহিকতা ও ক্রমিক অগ্রগতির সুস্পষ্ট অভাব দেখা দেয়।

নামের অশুভ প্রভাব পরিবর্তন করার পদ্ধতি অবশ্য বেশ সহজ। প্রথমত, নামের বানান পরিবর্তন করে নামের যৌগিক সংখ্যাকে শুভ সংখ্যায় পরিণত করা। দ্বিতীয়ত, একইভাবে বানান বদলে নামসংখ্যাকে জন্মসংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করা। এক্ষেত্রে আপনাকে দুটো দিকেই নজর রাখতে হবে। প্রথমত, নামের যৌগিক সংখ্যাগুলো যাতে শুভ অর্থবহ হয় এবং সেইসাথে যৌগিক সংখ্যা গুলোর যোগফল নিয়ে সৃষ্ট নামসংখ্যাও যাতে জন্মসংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়। নামের বানান পরিবর্তন করেও যদি শুভ সংখ্যা পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে নাম বদলানো ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই।

কয়েকটি উদাহরণে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে। যেমন, ধরা যাক, জাতকের নাম মোয়াজ্জেম হোসেন। জন্ম তারিখ ১ আগস্ট, ১৯৭০।

MOAZZEM HOSSAIN

4717754 5733115

35=8 25=7

8+7=15

মোয়াজ্জেম হোসেন নামের যৌগিক সংখ্যা ৩৫ ও ২৫। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৫। আর নামসংখ্যা ৬। এখানে মোয়াজ্জেম নাম থেকে আসা ৩৫ সংখ্যা আদৌ শুভ নয়। হোসেন থেকে ২৫ সংখ্যা মোটামুটি শুভ। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৫ শুভ। কিন্তু নামসংখ্যা ৬-এর সাথে জন্মসংখ্যা ১ এর সাযুজ্য নেই। যেহেতু জন্মসংখ্যা অপরিবর্তনীয়, তাই নামসংখ্যাকে পরিবর্তন করেই তাকে জন্মসংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করতে হবে। এখানে মোয়াজ্জেমকে আমরা মুয়াজ্জম করতে পারি। এতে বানানে O-এর জায়গায় U এবং E-এর জায়গায় A করলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করব। নতুন বানানে নাম হলো-MUAZZAM HOSSAIN

4617714 5733115

30=3 25=7

3+7=10

নতুন নামে মুয়াজ্জম থেকে আমরা পাচ্ছি ৩০ সংখ্যা আর হোসেন থেকে পাচ্ছি ২৫। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১০। আর নামসংখ্যা হচ্ছে ১। ৩০ ও ১০ দুটোই

শুভ সংখ্যা। আর নামসংখ্যা ১ জন্মসংখ্যা ১-এর সাথে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ। অতএব মোয়াজ্জেম হোসেন না লিখে মুয়াজ্জম হোসেন লিখলে নামের অশুভ ইঙ্গিত থেকে যেমন মুক্ত হওয়া যায় তেমনি নাম ও জন্মসংখ্যার অসঙ্গতিও দূর
হয়ে যায়। আরেকটি নাম রশিদ চৌধুরী। জন্ম তারিখ ১ নভেম্বর, ১৯৬০।

RASHID CHOWDHURY
213514 357645621
16=7 39=12=3
7+3=10=1

এখানে রশিদ চৌধুরী নাম থেকে যৌগিক সংখ্যা পাচ্ছি ১৬ এবং ৩৯। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১০। নামসংখ্যা ১। এখানে নামসংখ্যা ও জন্মসংখ্যার সাযুজ্য রয়েছে। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১০ শুভ সংখ্যা। চৌধুরীর ৩৯ সংখ্যাও শুভ। কিন্তু রশিদ থেকে পাওয়া ১৬ সংখ্যা অত্যন্ত অশুভ। এখানে আমরা নামের বানানে একটু হেরফের করে শুভ প্রভাব নিয়ে আসতে পারি। যেমন, রশিদ বানানে I-এর পরিবর্তে আমরা দুটো E ব্যবহার করতে পারি।

RASHEED CHOWDHURY
2135554 357645621
25=7 39=12=3
7+3=10=1

এখানে ২৫, ৩৯, ১০ প্রতিটি সংখ্যাই শুভ। আরেকটি নাম আব্দুল কাদের। জন্ম তারিখ ৬ মার্চ, ১৯৮০।

ABDUL KADER
12463 21452
16=7 14=5
7+5=12=3

আব্দুল কাদের নামের দুই অংশের যৌগিক সংখ্যা ১৬ ও ১৪। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১২, নামসংখ্যা ৩। ১৪ সংখ্যার প্রভাব মোটামুটি শুভ হলেও ১৬ সংখ্যা অত্যন্ত অশুভ। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১২ অশুভ সংখ্যা। ১৬ এবং ১২-এর অশুভ প্রভাব দূর করার জন্যে ABDUL না লিখে শুধু A লেখা যেতে পারে। যেমন-

A. KADER
1 21452
14
1+14=15=6

এতে নামের সবগুলো সংখ্যাই শুভ পরিবর্তন নিয়ে আসবে। নামসংখ্যা ৬ জন্মসংখ্যা ৬-এর সাথে প্রকাশ করছে পূর্ণ একাত্মতা। তাই আব্দুল কাদের-এর পরিবর্তে এ. কাদের লিখে অশুভ প্রভাবকে পরিবর্তন করা যায়। আরেকটি নাম নাদেরা পারভিন। জন্ম তারিখ ১ জুন, ১৯৭০।

NADERA PARVIN
514521 812615
18=9 23=5
9+5=14=5

নাদেরা পারভিন নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১৮ ও ২৩। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৪। নামসংখ্যা ৫। এখানে ২৩ শুভ সংখ্যা কিন্তু ১৮ সংখ্যার প্রভাব আদৌ শুভ নয়। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৪ অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যা। আর নামসংখ্যা ৫ এর সাথে জন্মসংখ্যা আদৌ সাযুজ্যপূর্ণ নয়। এখানে নাদেরা এর পরিবর্তে নাদিরা লেখা যেতে পারে।

NADIRA PARVIN
514121 812615
14=5 23=5
5+5=10=1

এতে পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১০। নামসংখ্যা হচ্ছে ১। এখানে নামসংখ্যা জন্মসংখ্যার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে।
আরেকটি নাম মমতা বিশ্বাস। জন্ম তারিখ ৩ আগস্ট, ১৯৭৫।

MAMATA BISWAS
414141 213613

15=7 14=5

6+7=13=4

মমতা বিশ্বাস নামের যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে ১৫ এবং ১৬। পুরো নামের যৌগিক সংখ্যা ১৩। নামসংখ্যা ৪। মমতা-এর সংখ্যা ১৫। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী শুভ সংখ্যা। কিন্তু বানানগত কোনো পরিবর্তন দিয়ে বিশ্বাস শব্দের শুভ প্রভাব এনে নামসংখ্যাকে জন্মসংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা যাচ্ছে না। তাই এক্ষেত্রে মমতা শব্দটি ঠিক রেখে বিশ্বাস-এর পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে যৌগিক সংখ্যার শুভ প্রভাব এনে জন্ম ও নামসংখ্যার সাযুজ্য আনা যেতে পারে।

নামসংখ্যার বিশ্লেষণে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যিনি যে নামে বেশি পরিচিত তার সেই নামের সংখ্যাই জীবনে বেশি প্রভাব বিস্তার করবে। যেমন, রোকনুজ্জামান খান। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি দাদাভাই নামেই বেশি পরিচিত। এক্ষেত্রে তার জীবনে দাদাভাই নামের সংখ্যাই বেশি প্রভাবশালী হবে। অনেকে আবার আসল নামের চেয়ে ডাকনামেই বেশি পরিচিত। তাদের ক্ষেত্রে আসল নামের চেয়ে ডাকনামের প্রভাবই বেশি কার্যকর হবে। অনেকে আবার ছদ্মনামে বেশি পরিচিত। যেমন : যাযাবর, বনফুল। এদের ক্ষেত্রে আসল নামের চেয়ে ছদ্মনামের সংখ্যাই বেশি ক্রিয়াশীল হবে। আমাদের দেশে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আসল নামের চেয়ে ডাক নামের প্রয়োগ ও ব্যবহারই বেশি। অনেকে আবার কর্মস্থলে আসল নামে এবং পারিবারিক বা বন্ধু পরিমন্ডলে ডাক নামে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে কর্মজীবনে আসল নামের প্রভাব এবং পারিবারিক ও বন্ধু পরিমন্ডলে ডাক নামের যৌগিক সংখ্যার প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকবে। তাই আসল নামকে যেমন শুভ ইঙ্গিতবহ ও জন্মসংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে তুলতে হবে, তেমনি ডাক নামকেও শুভ অর্থবহ এবং সংখ্যা বিজ্ঞানের আলোকে ইঙ্গিতময় করে তুলবে হবে। তা না হলে ডাকনামের অশুভ প্রভাবও জাতক/জাতিকার জীবনে দুর্যোগের ঘনঘটা ডেকে আনতে পারে। নামের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে একটা ভুল করার প্রবণতা আমাদের সমাজে প্রচলিত। অনেকেই নামের মোহাম্মদ শব্দকে সংক্ষেপে MD. লিখে থাকেন। মোহাম্মদ-এর স্থলে MD. ব্যবহারকারীরা নিজের অজান্তেই নামের মধ্যে ৮ সংখ্যা অর্থাৎ শনির প্রভাব নিয়ে আসছেন। (M=4, D=4, 4+4=8) তাই নামের সাথে ব্যবহার করলে পুরো মোহাম্মদ শব্দটি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। তবে পুরো নামের সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্যে নিচের যে-কোনো একটি বানান ব্যবহার করা যেতে পারে :

MOHAMMAD

47514414=30=3

অথবা

MUHAMMED

46514454=33=6

অথবা, পুরো নামকে জন্মসংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করার জন্যে নাম থেকে এই অংশ বাদ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু সংক্ষেপে MD. শব্দ ব্যবহার করে শনির প্রভাব বাড়ানো বোকামি মাত্র।

নামসংখ্যা ও নামের যৌগিক সংখ্যার প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে তা আপনি ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন। সংখ্যা বিজ্ঞানের এই সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে আপনি যে-কারো জীবনে নাম ও সংখ্যার প্রভাব নিরূপণ করতে পারবেন। সংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে আপনি শুধু নিজের নামের অশুভ প্রভাব দূর করতে সচেষ্ট হবেন না, পরিচিতদেরও এই অশুভ প্রভাব থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হবেন। আপনার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নাম নিয়ে হিসেব করুন। সংখ্যার প্রভাব নিরূপণ করুন। নামসংখ্যার সাথে জন্মসংখ্যার সংগতি আছে কিনা দেখুন। আসল নামের পাশাপাশি ডাক নামকেও অর্থের দিক থেকে শুভ অর্থবহ এবং সংখ্যার দিক থেকে শুভ ইঙ্গিতময় করার জন্যে প্রয়োজনে নামের পরিবর্তন এনে তাদের জীবনকে সাফল্যের সোনালি সোপানে নিয়ে যেতে সহায়তা করুন।

অধ্যায়-১২

ট্যারট কার্ড

প্রকৃতির ভাষা ট্যারট। এ ভাষা ছবির ভাষা। শব্দ ও হরফের পরিবর্তে এ ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে প্রতীক। ছবি ও রূপকল্পের মাঝে একাকার হয়ে মিশে আছে নিয়তি। ট্যারটের মাঝে ত্রিকাল মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। একটু অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তাকালে, একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন নিয়তির ভাষা। দেখবেন অতীত ও বর্তমান। পাবেন অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। জীবন সংগ্রামে এ ইঙ্গিত আপনাকে দিতে পারে পথের দিশা।

অকাল্টের অনেক শাখার মতো ট্যারটের উদ্ভাবকও ব্যাবিলনের ক্যালডিন সাধকরা। তারাই প্রথম সংখ্যার রহস্য বোঝাতে ব্যবহার করেন প্রতীকী ছবি। ক্যালডিন সাধকদের এই জ্ঞান সভ্যতা পরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ে মিশরে, গ্রিসে, ইউরোপে, ভারতে। জ্ঞাত সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠলেও মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতায় অকাল্টের রহস্যোন্মোচনেও ব্যবহৃত হয়েছে ছবি। নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যায় ছবির ব্যবহার সার্বজনীন। সংখ্যার নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যায় হাজার হাজার ছবি ব্যবহৃত হলেও আমরা এখানে ৫২ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যেই আলোচনা সীমিত রাখব। কারণ দৈনন্দিন জীবনের শুভাশুভ উপলব্ধির জন্যে ৫২ পর্যন্ত সংখ্যার ব্যাখ্যাই যথেষ্ট।

সংখ্যা ১ : জাদুকর

জাদুকর ১ সংখ্যার প্রতীক। সংখ্যার শুরু ১ থেকেই। এটি সচেতন অস্তিত্বের কল্পচিত্র। ১ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকারা অগ্রপথিক। এরা বিরাজমান অবস্থায় অতৃপ্ত। সবসময় বিকল্প ও নতুন পথে অগ্রসর হতে চায়। সমস্যার নতুন নতুন সমাধান বের করতে এদের উৎসাহের কোনো অভাব নেই। জীবন চলার পথে সব কিছুই এরা দেখতে চায়, বুঝতে চায়, উপলব্ধি করতে চায়। ইচ্ছানুসারে কাজ করার জন্যে এদের স্বাধীনতা চাই। যে-কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে এরা লড়াই করতে সদাপ্রস্তুত। দ্বিতীয় স্থান এদের অপছন্দ। যে-কোনো কাজে এরা শীর্ষে অবস্থান করতে চায়। কঠিন দায়িত্ব গ্রহণেও এরা কখনো পিছপা হয় না।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে জাদুকর পরিণত হয় ভেল্কিবাজে, এক ধূর্ত শেয়ালে। এরা বাম হাতের খবর জানতে দেয় না ডান হাতকে। জীবন ও তার আনুষঙ্গিক সমস্যা এদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, অনেক কঠিন বাধা আসে এদের সামনে। এদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। সাহস ও নৈতিকবলের দুঃখজনক অনুপস্থিতি এদের ব্যর্থতার কারণ হয়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ১ সংখ্যা নির্দেশ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। সময় এসেছে সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার। জীবনের গতিপথ পরিবর্তনের সুযোগ আসছে। আর সেজন্যে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। আরো দায়িত্ব নিতে হবে। এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন হতে পারে। আবেগপ্রবণ না হয়ে চিন্তা ভাবনা করে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাহলেই সুদূরপ্রসারী শুভ ফল পাওয়া যেতে পারে। এটি একটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ২ : জননী

জননী ২ সংখ্যার প্রতীক। কল্পনা, স্বপ্ন ও দিব্যদৃষ্টি সুপ্ত রয়েছে এই জননীতে। উচ্চতর উপলব্ধিরও প্রকাশ ঘটে এর মাঝে। ২ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা ভদ্র ও বিনয়ী। নিজের প্রত্যক্ষ শ্রম ও অভিজ্ঞতার চেয়ে অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া বা অন্যকে সামনে রেখে নিজেকে পেছনে রাখতেই এরা আগ্রহী। নেতৃত্ব দেয়ার চেয়ে নেপথ্যে থাকতেই যেন এদের আনন্দ। সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশীল কল্পনাই এদের জীবনে বৈচিত্রের উৎস। যে-কোনো বিষয়ে বিস্তৃত ও গভীর অনুভব এদের জন্যে সহজ।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে জননী পরিণত হতে পারে ছলনাময়ীতে। তখন এই ছলনা ও মোহ ধ্বংস করে দিতে পারে এদের প্রিয়জন ও বন্ধুদের। এরা পরিণত হতে পারে সৃষ্টি ও ধ্বংসের পিঙ্গল জটাজালে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২ সংখ্যা খুঁটিনাটি সমস্যা নির্দেশ করে। তবে আগে থেকে সতর্ক পরিকল্পনা নিলে তা সহজেই এড়ানো যায়। এখন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ ঠিক নয়। নিজের সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের সময় এটি। চারপাশে যারা আছেন, তাদের সাথে সহযোগিতা বাড়ান। সাধারণ লক্ষ্যে সবার সাথে মিলে কাজ করুন। আপনাকে কুশলী হতে হবে। কথা বলার আগে চিন্তা করতে হবে। তা করলে পরবর্তী সময়ে আপনি অনেক বিব্রতকর ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারবেন। মনে রাখবেন, যা গোপন রাখা প্রয়োজন তা কাউকে বলবেন না। আপাতত বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল কাউকে বললেও পরে আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে। ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে এটি একটি অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৩ : সাহেব

সাহেব ৩ সংখ্যার প্রতীক। সাহেব নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতার কল্পচিত্র। তার সিদ্ধান্ত প্রবৃত্তি, তথ্য ও যুক্তি নির্ভর। তিনি জানেন কখন কী করতে হবে। ৩ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশপূর্ণ জীবন ভালবাসে। এরা জীবনের নির্মাতা। এরা পরিশ্রমী, দক্ষ, আইন অনুসারী। অধ্যবসায় নিয়মানুবর্তিতা ও সাহস এদের সহজাত গুণ। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে এটাই এদের সবচেয়ে সহায়ক শক্তি।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে সাহেব হয়ে উঠতে পারে অলস, অপরিণতবুদ্ধি ও কর্মবিমুখ। নিজ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রক্ষায় অক্ষম। দিনের শেষে তাকে মনে হতে পারে ঝরাপাতার মতো। আবার কখনো নেতিবাচক প্রভাবে সাহেব হয়ে উঠতে পারে আত্মম্ভরি, অহংকারী ও নির্মম। উচ্চাশা তার কাঁধে সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসতে পারে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে এ সংখ্যা নির্দেশ করে অভিজ্ঞতা আপনাকে আরো প্রাজ্ঞ করে তুলবে। সময় এসেছে আপনার সৃজনশীল শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের। সময় এসেছে ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি

গড়ে তোলার। অতিরিক্ত দায়িত্বগ্রহণ ও বাধা মোকাবেলায় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকলে আপনার উদ্যোগে আপনি বৈষয়িকভাবে লাভবান হবেন। জীবনের এ অধ্যায়ে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, যা কালক্রমে স্থায়ী সম্পর্কের রূপ নেবে। এটি একটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৪ : বেগম

বেগম ৪ সংখ্যার প্রতীক। বেগম আবেগ, অনুভূতি ও ইনটুইশনের কল্পচিত্র। অস্থিরতা, প্রশান্তি, মিলন ও সৃষ্টি সুপ্ত রয়েছে এখানে। ৪ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকারা বহুমুখী আগ্রহ ও প্রতিভার অধিকারী। সম্ভবত অনেক বেশি মেধা, যা পুরোপুরি কাজে লাগানোর সামর্থ্য এদের নেই। এরা অস্থিরচিত্ত ও উদারমনা। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক কাজ থেকে অন্য কাজে, এক মহল থেকে অন্য মহলে বিচরণে এরা অভ্যস্ত। ভ্রমণের গুরুত্ব এদের কাছে অনেক বেশি। জীবনে স্থায়ী নোঙর ফেলতে এদের হতে পারে অনেক দেরি।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে বেগম হয়ে উঠতে পারে ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ও বিলাসী। চপলা, চঞ্চলা ও অস্থিরমতি। খেয়ালিপনার জন্যে সে হারাতে পারে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গুরুত্ব।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ৪ সংখ্যা নির্দেশ করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়ার সময় এসেছে। পুরনো সমস্যা কাটিয়ে সাফল্যের পথে এখন অগ্রযাত্রা হতে পারে। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি ঘটতে পারে। মিলন ও সৃজনে সময় হয়ে উঠতে পারে আনন্দময়। মেধার বিকাশ বা নতুন ধ্যানধারণা জন্ম নিতে পারে। নতুন উদ্ভাবন কাজকে করতে পারে সহজ। ভ্রমণের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হতে পারে। এটি মোটামুটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৫ : কালিম

কালিম ৫ সংখ্যার প্রতীক। কালিম বা বাণীবাহক বা প্রচারক গ্রহণযোগ্য সামাজিক ও নৈতিক আচরণবিধির দ্যোতক। যে-কোনো পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য নতুন ধ্যানধারণা পেশ করার ক্ষমতা সুপ্ত রয়েছে এ সংখ্যায়। ৫ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সকল স্তরে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে এদের প্রয়োজন চিন্তা ও বিশ্লেষণের পর্যাপ্ত সুযোগ। এতে কোনো বাধা বা চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। একই সাথে এরা চায় ইচ্ছানুসারে চলাচলের স্বাধীনতা। জীবনের সবকিছু সম্পর্কে এরা সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করতে ইচ্ছুক। এই অভিজ্ঞতার ভান্ডার পুরো করতেই এদের জীবন কেটে যেতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে কালিম পরিণত হতে পারে মিথ্যাচারীতে। অন্যকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে এরা বিকৃত করে। তখন সে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সুখের পেছনেই ছোটে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ৫ সংখ্যা নির্দেশ করে জীবন ধারায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। চাকরি, বাসস্থান বা অংশীদারিত্বে পরিবর্তন। কিছু পরিবর্তন হবে ইচ্ছাকৃত। কিন্তু কিছু এসে চাপবে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। মোটামুটি এটি আপনার জীবনের এক অস্থির ও অনিশ্চিত সময়। কী করা উচিত, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে দুরূহ। কেউ তখন স্বস্তি খুঁজে বেড়াবে আধ্যাত্মিকতায়, আর কেউবা ভোগবিলাসে। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যা।

সংখ্যা ৬ : মাশুক

মাশুক ৬ সংখ্যার প্রতীক। মাশুক বিপরীতধর্মী শক্তির যুগপৎ উপস্থিতির কল্পচিত্র। প্রত্যেকের জীবনেই একটা সময় আসে, যখন শিকড়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়। দাঁড়াতে হয় নিজের পায়ে, নিজের স্বাধীনতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। তখন পথ হয় আলাদা। ৬ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নত রুচির অধিকারী। এরা চায় শিল্প, সৌন্দর্য ও আয়েশে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে। পারিবারিক পরিমন্ডলের গুরুত্ব এদের কাছে সবচেয়ে বেশি। প্রিয়জনকে সুখী করার জন্যে এরা সবকিছু করতে পারে। অন্য কোথাও যাওয়ার চেয়ে প্রিয়জন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেই এরা ভালবাসে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে মাশুক হয়ে উঠতে পারে কর্তৃত্বপ্রবণ। প্রিয়জনকে এরা নিজের মতো করে চালাতে চায়। এরা চায় পারিবারিক পরিমন্ডলে অন্যদের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করতে। পরিবার পরিজনের জন্যে অতিরিক্ত করেও এরা স্বীকৃতি পায় না।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ৬ সংখ্যা নির্দেশ করে পারিবারিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন। বিয়ে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া, বাসস্থান পরিবর্তন, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, আসবাবপত্র কেনা বা নির্মাণ কাজ শুরু করা-যে-কোনো কিছু শুরু হতে পারে। সৃজনশীল কাজেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হতে পারে। কোনো কঠিন সমস্যার সমাধান পেতে আপনার ইনটুইশন চমৎকার সহায়ক হতে পারে। এটি একটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৭ : দরবেশ

দরবেশ ৭ সংখ্যার প্রতীক। দরবেশ সত্যসন্ধানীর কল্পচিত্র। অজানা সত্যের সন্ধ্যানে আত্মিক উন্নতির জন্যে কৃচ্ছ্র সাধনায় নিবেদিত এক সাহসী প্রতিকৃতি। ৭ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা এক তৃষিত আত্মা। সমমর্মিতাবোধ ও জ্ঞানের তৃষ্ণায় যে অতৃপ্ত। এ তৃষ্ণায় এক জ্বালা আছে। ফলে এদের বুঝতে হলে প্রয়োগ করতে হবে অন্তরের সহানুভূতি ও সমমর্মিতাবোধ। এরা উদার ও দয়ালু। অন্যের সাহায্যে সময় ব্যয় করতে এদের কোনো কুণ্ঠা নেই। তবে অন্যেরা সাধারণত এদের সাথে স্থায়ী সম্পর্কের পরিবর্তে ক্ষণিক প্রয়োজনে সম্পর্ক গড়বে। প্রয়োজন শেষে তারা চলে যাবে যার যার পথে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে দরবেশ পরিণত হতে পারে মাস্তানে। তখন এরা অন্যকে সাহায্য করার জন্যে একটি আঙুলও নাড়াবে না। এদের দৃষ্টিতে কষ্টকর প্রতিটি কাজ থেকে এরা মুখ ফিরিয়ে নেবে। সন্দেহ, সংশয় ও ভয়ের জন্যে অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবে। অন্যের বন্ধুসুলভ আচরণের মধ্যেও হয়তো দেখবে কোন চক্রান্ত। স্বেচ্ছায় নির্জনে থাকার পরিবর্তে পরিস্থিতি এদেরকে একঘরে করে দিতে পারে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ৭ সংখ্যা নির্দেশ করে একটু বিরতির সময় এসেছে এখন। অন্যদের সাথে বিতর্ক ও বিরোধ থেকে এখন সরে দাঁড়ান। কাজ করে যাওয়ার পরিবর্তে একটু বিশ্রাম নিন। ঘুরে আসুন কোথাও থেকে। ধ্যান, অলীক স্বপ্ন বা

সংগীতের মাঝে এখন ডুবে থাকতে পারেন। ভবিষ্যতে কাজ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এর শুভ প্রভাব আপনি পাবেন। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যা।

সংখ্যা ৮ : ইনসাফ

ইনসাফ ৮ সংখ্যার প্রতীক। ইনসাফ সামগ্রিকভাবে বিবেকের কল্পচিত্র। নিজ অস্তিত্বের প্রতি সুবিচার করতে হলে জীবনের দাঁড়িপাল্লার ফের ঠিক করে সত্যপথ অনুসরণের প্রয়োজন। সঠিক পথে চলতে হলে সবকিছুই বিচার করতে হবে নিরপেক্ষভাবে। ৮ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সুবিচারক। জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সংকট মোচন বা কোনো বিরোধ অবসানে নিরপেক্ষ রায়ের প্রয়োজন। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয়ী হলেও অন্যেরা এদের ওপর চাপিয়ে দেয় অতিরিক্ত দায়িত্ব। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হয় এদের।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ইনসাফ পরিণত হতে পারে বে-ইনসাফিতে। সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস এদের দৃষ্টিকে করতে পারে আচ্ছন্ন। অবিচারের ফলে বিচারকের ওপরই নেমে আসতে পারে প্রকৃতির অমোঘ শাস্তি। অথবা অকারণেও নেমে আসতে পারে দুঃখকষ্ট, অপবাদ।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ৮ সংখ্যা নির্দেশ করে একটু জটিল ও প্রতিকূল সময়ের। এখন হয়তো আইনগত কোনো বিষয় প্রাধান্য পাবে। হয়তো আপনাকে কোনো বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে। অথবা আপনিও জড়িয়ে পড়তে পারেন কোনো আইনগত জটিলতায়। জটিল পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রয়োজন হবে দ্রুত সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। তাহলেই আপনি বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যা।

সংখ্যা ৯ : সারথি

সারথি ৯ সংখ্যার প্রতীক। সারথি জটিলতা ও ঐক্যের মাঝেও গতির কল্পচিত্র। সারথি তার নিজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে, সহজাত ধারণা শক্তিকে পরিপুষ্ট করেছে। সে জানে সমাজ প্রবর্তিত বিধিমালা কীভাবে মেনে চলতে হয়। পথের বাধা কীভাবে অতিক্রম করতে হয়। নিয়মের মধ্যে চলেই পরিস্থিতিকে কীভাবে নিজের অনুকূলে আনতে হয়। ৯ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা বাধা অতিক্রম করে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম। এ সাফল্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয়। ধাপে ধাপে দুর্গম পথ অতিক্রম করার পর আসে এ সাফল্য। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অন্য অনেকের মতো সহজ সাফল্য এদের জীবনে আসে না। এদের অনেকের জীবন সম্পর্কে রয়েছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, অনেকের রয়েছে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি শক্তি। অনেকের উপকারে এ শক্তি সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে সারথি নির্মমভাবে অন্যের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে দিতে পারে, অন্যের চরিত্র হননে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। অন্যের অনুভূতিকে তখন এরা মোটেই বিবেচনায় আনে না। নিজের স্বার্থচিন্তায়

আচ্ছন্ন থাকে। এরা শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। আগুন, ধারালো দ্রব্য ও বিস্ফোরক থেকে বিপদের সম্মুখীন হয়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৯ সংখ্যা নির্দেশ করে পরিবর্তনকাল একস্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের সময়। অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করার

সময়। ৯ সংখ্যা একটি পরিক্রমার শেষ সংখ্যা। এখন সময় হচ্ছে সকল অগোছালো কাজ গুছিয়ে নেয়ার, বিরক্তিকর ও অর্থহীন সম্পর্ক ছিন্ন করার। চাকরি পরিবর্তন করার জন্যেও এখন সময় অনুকূল। কাজ করে যান। উত্তরণের চাকা ঘোরার সময় এসেছে। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যা।

সংখ্যা ১০ : চরকা
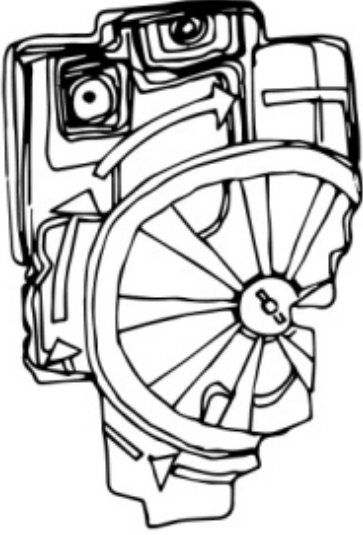
চরকা ১০ সংখ্যার প্রতীক। যৌগিক সংখ্যার সূচনা এখান থেকে। চরকা পরিবর্তন, খ্যাতি-দুর্নাম, সম্মান-অসম্মান, উত্থান-পতন, তথা জীবনের বহমান গতির কল্পচিত্র। ১০ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম। এরা অন্যের প্রয়োজন বুঝতে পারে। নিজের সিদ্ধান্ত ও কাজের প্রতি এরা পূর্ণ আস্থাশীল। সময়ের সাথে সাথে বেশির ভাগ পরিকল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করারও ইঙ্গিত দেয় এ সংখ্যা। নিজের ইচ্ছানুসারে এরা খ্যাতিমান বা কুখ্যাত হতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১০ সংখ্যা একগুঁয়ে ও হঠকারী চরিত্র নির্দেশ করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি উপলব্ধি ও তার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে অক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। নতুন ধ্যানধারণার প্রতি এদের আগ্রহ নেই। যেমন আছে, তেমনি থাক-এই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। হঠকারী কাজ বাড়াতে পারে এদের দুর্নামের বোঝা।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ১০ সংখ্যা নির্দেশ করে আকস্মিক অগ্রগতি ও ঘটনাপ্রবাহ, যা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ভাগ্য এখন আপনার অনুকূলে। নতুন যেকোনো উদ্যোগ এখন ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। দীর্ঘদিনের কোনো সমস্যা সমাধানের পথ হঠাৎ করেই বেরিয়ে আসতে পারে। আপনার কাজের ভোগ করার সময় এসেছে এখন। এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ১১ : কেশরী

কেশরী ১১ সংখ্যার প্রতীক। এটি বিপদ বা অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কল্পচিত্র। এ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকার জীবন হয় বিষাদ ও ঝামেলাপূর্ণ। জীবনে এদেরকে অনেক বাধা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়। বাধা মোকাবেলায় অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর করার সুযোগও এরা পায় না। অধিকাংশ সময় বিশ্বস্ত বন্ধুরাও এদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। খুব আপনজনও লিপ্ত হয় গোপন শত্রুতায়। অবশ্য এ সংখ্যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নির্দেশ করে না। চেতনার উন্মেষ ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে জাতক নিজের নবতর উত্তরণ ঘটাতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১১ সংখ্যা জীবনে পুরোপুরি ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়। কারণ তখন সুযোগ কাজে লাগানোর মতো পর্যাপ্ত স্নায়ুবল এদের থাকে না। শুরুতেই এরা পরাজিতের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, বিষণ্নতায় ডুবে যায়, হয়তো বা নিজেকে নিজেই করুণা করতে শুরু করে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ১১ সংখ্যার নির্দেশ করে এখন সাহসী হতে হবে।

আপনার সামনে যতটুকু সুযোগ রয়েছে, দক্ষতার সাথে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। পুরনো কাজের পর্যালোচনা করতে হবে বা বাস্তব পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। নিজের কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বাইরের কোনো বিরোধ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিতে হবে। খেয়ালিপনা ও ভাবাবেগ বাদ দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নিয়মানুবর্তী হতে হবে। পুরনো কোনো ভুলের মাশুলও দিতে হতে পারে এ সময়। এটি অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ১২ : শিকার
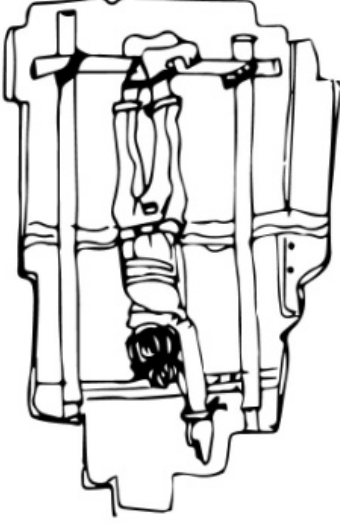
শিকার ১২ সংখ্যার প্রতীক। এটি স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ বা চক্রান্তের শিকার হওয়ার নিদর্শন। স্বেচ্ছায় সবকিছু ত্যাগ করে মহীয়ান হওয়ার সুযোগ রয়েছে এখানে। এ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা মেধাবী ও মহানুভব। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এরা নিজেকে সহজ ভাবে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা রাখে। গভীর সহানুভূতিতে অন্যকে ভাসিয়ে দিতে পারে। অন্যের জন্যে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে। আবার অন্যের চক্রান্তেরও শিকার হতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১২ সংখ্যা নির্দেশ করে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ। সাধারণত অন্যেরা এদেরকে বলি হিসেবে ব্যবহার করে। অন্যদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয় এরা। জীবন সংগ্রামে পরাজয়ের ইঙ্গিত রয়েছে এতে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ১২ সংখ্যা নির্দেশ করে অপেক্ষা। আপনাকে অপেক্ষা করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে যা দেখছেন, পরিস্থিতি আসলে তা নয়। সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে পর্যাপ্ত সময় নিন। ট্যারট কার্ডে ব্যবহৃত ছবিটি মূলত উল্টো। ঘটনার বিপরীত স্রোত সুপ্ত আছে এর মাঝে। তাই প্রতিকূল পরিস্থিতির হঠাৎ পরিবর্তন ও অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। তবে তার জন্যে মূল্য দিতে হবে। এই সংখ্যার প্রভাবাধীন সময়ে স্বেচ্ছায় কিছু ত্যাগ করে পরবর্তী সময়ে বেশি সুযোগ লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। এটি একটি সতর্কতা সূচক সংখ্যা।

সংখ্যা ১৩ : কঙ্কাল

কঙ্কাল ১৩ সংখ্যার প্রতীক। সাধারণভাবে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা হলেও এটি তত অশুভ নয়। তবে এটি পরিবর্তন, অভ্যুত্থান ও বিপর্যয়ের সংখ্যা। এটি ক্ষমতার প্রতীক। এর অপব্যবহার ধ্বংস ডেকে আনে। ১৩ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা হয় খুব ভালো বা খুব খারাপ। এরা যে শ্রেণিভুক্তই হোক না কেন, এদের জীবন ঘটনাবহুল। পরিবর্তন এদের নিত্যসঙ্গী। কল্পনাশক্তি প্রখর। দৃশ্যত হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিকেও এরা সাফল্যের উপাখ্যানে পরিণত করতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১৩ সংখ্যা নির্দেশ করে বদমেজাজ ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা। এদের কাছে আত্মসুখই বড় কথা। অন্যের লাভ-ক্ষতির দিকে এরা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এরা নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ১৩ সংখ্যা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ও বিপদের ইঙ্গিত দেয়। তাই সতর্ক থাকতে হবে। দীর্ঘদিনের কোনো পরিকল্পনা পরিবর্তন এমনকি বাদ দিতেও হতে পারে। তবে এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। বরং এর ফলে নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে। আপনার জীবনে নতুন অধ্যায় সূচনার ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। অতীতকে ভুলে গিয়ে, সকল পুরনো স্মৃতি মুছে ফেলে নতুন জীবন শুরুর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিন। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যা।

সংখ্যা ১৪ : খৈয়াম

খৈয়াম ১৪ সংখ্যার প্রতীক। এটি যোগাযোগ ও জনসংযোগের সংখ্যা। ১৪ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা অনুভব করে পরিমিতিবোধের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু বাস্তব জীবনে এ বোধ প্রয়োগে তারা অক্ষম। অর্থ, ব্যবসা, লটারি ও খ্যাতির ক্ষেত্রে এরা সাধারণত ভাগ্যবান। তবে এরা অন্যের বোকামি ও হঠকারিতার কারণে ক্ষতি ও বিপদের সম্মুখীন হয়। অস্থিরচিত্ততার জন্যে এদের মাঝে সতর্কতা, পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টির অভাব প্রকট। ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা এদের বেশি। প্রাকৃতিক কারণে-যেমন ঝড়, বন্যা, অগ্নিকান্ড থেকেও এরা বিপদের সম্মুখীন হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১৪ সংখ্যা অন্যদের সাথে ভুল বুঝাবুঝি এবং পরিস্থিতি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষমতা, ব্যক্তিজীবনে ও ব্যবসায়ে ব্যর্থতা, ভোগবিলাসে নিমজ্জিত হওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে। জীবনে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবের ফলে অন্যের আস্থা লাভেও ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ১৪ সংখ্যা যোগাযোগ, গণসংযোগ বৃদ্ধি, বন্ধুত্বে পরিবর্তন এবং ভ্রমণ নির্দেশ করে। ব্যবসায়িক লেনদেন ও কেনাকাটা শুভ। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। মানসিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা বেড়ে যেতে পারে। তাই নিজের মানসিক স্বস্তির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অন্যের সাথে কুশলী হতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করতে হবে। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যা।

সংখ্যা ১৫ : মায়াবিনী

মায়াবিনী ১৫ সংখ্যার প্রতীক। সহজ প্রাবৃত্তিক ক্ষমতা জমাট বেঁধে আছে এখানে। এর ইতিবাচক প্রয়োগ প্রয়োজন। প্রয়োজন চেতনার উচ্চতর স্তরে উত্তরণের। ১৫ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবশালী জাতক/জাতিকা আকর্ষণী ক্ষমতা, নাটকীয় অভিব্যক্তি ও বাগ্মিতার অধিকারী। শব্দ বা কথার জাদুজালে অন্যকে আচ্ছন্ন করতে পারে। শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতে মেধা বা অনুরাগ রয়েছে। অন্যকে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা এদের প্রবল। এরা বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা উপকৃত হয়। এরা সহজেই অর্থ, উপহার ও আনুকূল্য লাভ করে। এরা এক অর্থে ভাগ্যবান।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১৫ সংখ্যা নির্দেশ করে ক্ষমতার লোভ। এরা যে-কোনো মূল্যে ক্ষমতা চায়। লক্ষ্য অর্জনে এরা এদের সামাজিক মর্যাদার অপব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত নয়। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে যে-কোনো কলাকৌশল এমনকি জাদুটোনা প্রয়োগেও দ্বিধা করে না।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ১৫ সংখ্যা নির্দেশ করে মুক্ত সময়। পুরনো বাধাগুলো কেটে যাবে। আপনি একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হঠাৎ করে ব্যক্তিগত সমস্যা বা দায়দায়িত্বের বোঝা অর্পিত হতে

পারে। অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত দৈহিক ও মানসিক চাপ পড়তে পারে আপনার ওপর। তাই নিজের স্বাস্থ্যের দিকে যেমন খেয়াল রাখতে হবে, তেমনি জরুরি কোনো পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আনুকূল্য লাভের জন্যে এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ১৬ : মিনার

মিনার ১৬ সংখ্যার প্রতীক। একে বিধ্বস্ত কেল্লাও বলা হয়। মিনার স্থবির শক্তির নিদর্শন। বজ্রপাতে মিনার চূড়া থেকে টুপি সহ পড়ে যাওয়া স্থবির চিন্তা ভাবনার কারণে বিপর্যয় নির্দেশ করে। ১৬ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সমস্যা সংকুল জীবন, ভাগ্যবিড়ম্বনা, অবিচার ও ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়। সাধারণভাবে এরা হয় পরিস্থিতির শিকার। নিয়তি যেন এদের বিপক্ষে কাজ করে। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই পরিস্থিতি এদের পিছিয়ে দেয়। ক্ষমতার উচ্চাসন থেকে পতনের ইঙ্গিত রয়েছে এ সংখ্যায়। এ সংখ্যায় এক স্থায়ী অশুভ প্রভাব রয়েছে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১৬ সংখ্যা নির্দেশ করে এদের সমস্যা এরা নিজেরাই সৃষ্টি করবে গাফলতির মাধ্যমে। অথচ পরিকল্পনার খুঁটিনাটি দিকের প্রতি নজর দিলে অনেক সমস্যাই কাটানো যেতে পারে। অহেতুক ভোগান্তি ও নিজেকে নিজে ধ্বংস করার ইঙ্গিত রয়েছে এখানে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ১৬ সংখ্যা বাধা ও দুর্ভোগের ইঙ্গিত দেয়। আপনার পরিকল্পনা বানচাল হতে পারে। একে সতর্কবাণী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ভ্রমণে দুর্ঘটনা সম্পর্কে ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। বাধা ও বিপর্যয় মোকাবেলায় আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। চিন্তা ও কর্মে আনতে হবে গতিশীলতা। এটি অত্যন্ত অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ১৭ : সিতারা

সিতারা ১৭ সংখ্যার প্রতীক। আট কোণ বিশিষ্ট সিতারা নির্দেশ করে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, মানবিক উপলব্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি। এটি প্রেম, শান্তি ও অমরত্বের সংখ্যা। ১৭ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা উদ্যমী, উদ্যোগী ও আশাবাদী। যে-কোনো বাধা ও অন্যায়ের মুখোমুখি হতে এরা পিছপা হয় না। দুঃখ কষ্টকে অতিক্রম করে এরা উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। ১৭ অমরত্বের সংখ্যা। তাই সাধারণত এর প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা এমন কিছু করেন, যার মাধ্যমে মৃত্যুর পরও তাদের নাম বেঁচে থাকে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১৭ সংখ্যা মানসিক সংকীর্ণতা নির্দেশ করে। এরা প্রগতিশীল ও আধুনিক ধ্যানধারণা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে না। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কেও এরা সংশয়ী। অন্যের ওপরেও থাকে আস্থার অভাব। সংকীর্ণতা ও একগুঁয়েমির দ্বারা এরা বন্ধুদের দূরে সরিয়ে দেয়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ১৭ সংখ্যা সুন্দর ও শুভ সময় নির্দেশ করে।

একাধিক সুযোগ ও প্রস্তাবে ভবিষ্যৎ মনে হবে উজ্জ্বল। নিকট অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ হবে অনেক সম্ভাবনাময়। আপনার চিন্তার দিগন্ত বিসৃত করুন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথেষ্ট উদ্যম ও প্রাণপ্রাচুর্য পাবেন আপনি। মৌলিক সংখ্যা ৪ ও ৮-এর সাথে যুক্ত না হলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্যে এটি একটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ১৮ : চন্দ্রিমা

চন্দ্রিমা ১৮ সংখ্যার প্রতীক। এটি আত্মার ওপর বস্তুর প্রাধান্যের নিদর্শন। কল্পনা ও রোমান্টিকতার প্রতিভূ পূর্ণিমার চাঁদ এখানে পার্থিব স্বার্থের কাছে পরাজিত। ১৮ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সেন্টিমেন্টাল ও আবেগপ্রবণ। এরা স্বপ্নচারী। জীবন পথে সহজভাবে এগোতে পারে না। এরা তিক্ত ঝগড়া-বিবাদ, পারিবারিক কলহ এমনকি যুদ্ধ, অভ্যুত্থান বা সামাজিক বিপ্লবে জড়িয়ে পড়ে। বিতর্কিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলে পদ মর্যাদা বা অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পায়। তবে এদের অনেকেরই দিব্যদৃষ্টি এমনকি অন্যকে রোগমুক্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। পার্থিব সাফল্য এবং দুর্ঘটনা বা দৈহিক আঘাত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘাতকের হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা সুপ্ত রয়েছে এ সংখ্যায়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১৮ সংখ্যা দুর্বলতা ও ভীরুতা নির্দেশ করে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এরা সহজেই ঘাবড়ে যায়। এরা ঝুঁকির ভয়ে নতুন কিছু করার চেয়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা বেশি পছন্দ করে। অন্যদের বেইমানী, প্রতারণা এবং সেইসাথে ঝড় ও বিস্ফোরক থেকে এরা বিপদের সম্মুখীন হয়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ১৮ সংখ্যা নির্দেশ করে অন্যের ওপর নয়, স্রেফ নিজের ওপর নির্ভর করার সময় এসেছে। আপনার গতি কমাতে হবে। সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। বন্ধুদের বেইমানি ও প্রতারণা সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। শরীরের প্রতিও বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। এটি একটি অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ১৯ : তাজাল্লি

তাজাল্লি ১৯ সংখ্যার প্রতীক। তাজাল্লি আত্মার নির্মল মেঘমুক্ত আলোকরশ্মির প্রতিচ্ছবি। এ রশ্মির শক্তি শুধু অসীমই নয়, এ রশ্মি প্রাণেরও উৎস। ১৯ সাফল্য সম্মান ও মর্যাদার সংখ্যা। এ সংখ্যার প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকার রয়েছে সহজাত আকর্ষণী ক্ষমতা। যে-কোনো বিপদ ও বাধা অতিক্রমে এদের রয়েছে সাহসী পরিকল্পনা নেয়ার ক্ষমতা। যত বাধাই আসুক কল্পনা, যুক্তি, দূরদৃষ্টি, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা এরা সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ১৯ সংখ্যা এর সব গুণাবলি হারিয়ে ফেলে। তখন এরা সবাইকে প্রতারিত করতে চায়। নিজেরাও হয় আত্মপ্রতারণার শিকার। এদের বিচার ক্ষমতা লোপ পায়। এদের বড় বড় পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। অবশ্য চালিয়াতির মাধ্যমে এরা মাঝে মাঝে চমক সৃষ্টি করে। মনে করে বিরাট কিছু করে ফেলেছে। কিন্তু আসলে তা ফানুসের মতো।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ১৯ সংখ্যা শুভ ও সফল সময় নির্দেশ করে। ব্যক্তি বা কর্মজীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। প্রেম ও বিয়ের জন্যে নির্দেশ করে শুভ সময়। আপনার পরিকল্পনা এখন সহজেই সাফল্য লাভ করবে। সাফল্য ও সম্মানের সাথে সাথে রচিত হবে জীবনের সুখকর অধ্যায়। এটি অত্যন্ত শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ২০ : ডাহুক

ডাহুক ২০ সংখ্যার প্রতীক। এটি অন্তরের অতৃপ্তির প্রতীক। এই অতৃপ্তিই চেতনা ও সৃষ্টির উচ্চমার্গে উত্তরণের পথ করে দেয়। ২০ সংখ্যার প্রভাব নির্দেশ করে নতুন আশা, নতুন পরিকল্পনা, নতুন লক্ষ্য ও নতুন কর্মোদ্দীপনা। জাতকের জন্ম হয়েছে মহৎ কিছু করার জন্যে অথবা জীবনে কোনো বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। এটি পার্থিব সংখ্যা নয়। তাই এ সংখ্যার পার্থিব সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এটি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাফল্য নির্দেশ করে। আর তা অর্জন করতে হবে হাসিমুখে অজস্র বাধা মোকাবেলা করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে সুবিবেচনা। জীবনে অনেক কাজ করে যেতে হবে কোনো প্রতিদান ছাড়া।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২০ সংখ্যা নির্দেশ করে এরা এদের জীবন নিজেই নষ্ট করেছে। এরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। তাই এখন এরা অনুতপ্ত ও নিজের ওপরই ক্ষুব্ধ। এরা বিশ্বাস করে, উচ্চতর স্তরে উত্তরণের পথ করে দেয়ার জন্যেই জীবন এদের শাস্তি দিচ্ছে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২০ সংখ্যা নির্দেশ করে পুনর্জাগরণ। আপনি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবেন। তবে আপনার পরিকল্পনা বাধাগ্রস্তহবে। কাজের দেরি হবে। আর কাজে সাফল্য এল আর্থিক লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। বৈষয়িবিবেচনায় এটি শুভ সংখ্যা নয়।

সংখ্যা ২১ : দুনিয়া

দুনিয়া ২১ সংখ্যার প্রতীক। দুনিয়ার জীবনের চিরন্তন সাফল্যের নিদর্শন। দুঃখকষ্ট, জরাব্যাধি সত্ত্বেও জীবনের গতি কখনো থামে নি। সব গ্লানি সত্ত্বেও সভ্যতার বিকাশই ঘোষণা করে জীবনের সাফল্য। ২১ সংখ্যার প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা শুধু দীর্ঘ নিরলস প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংগ্রামের পথে অর্জন করে সাফল্যের শিরোপা। তবে বাধা যতই আসুক, দুশমনী যতই হোক, পরিশেষে এরাই সফল হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২১ সংখ্যা নির্দেশ করে এরা যে-কোনো পরিবর্তনকে ভয় পায়। চলার পথের ছন্দ হারিয়ে ফেলে। এরা স্থবিরতার মাঝে ডুবে যায়। লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হতে পারে না।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২১ সংখ্যা নির্দেশ করে জীবনের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি। একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে। জীবন পথে নতুন যাত্রা শুরু করার আগে সব গুছিয়ে নিন। অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করুন। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। আর দৃঢ়তার সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করুন। আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ২২ : বেকুব

বেকুব ২২ সংখ্যার প্রতীক। ২২ সংখ্যার স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা কল্পনাপ্রবণ। এরা অমায়িক ভালো লোক হওয়া সত্ত্বেও সবসময় নিজের কল্পিত ভাবমূর্তির মাঝে, কল্পনার স্বর্গে বিচরণ করতে ভালবাসে। শুধু বিপদে পড়লেই এদের হুঁশ হয়। কিন্তু তাও হয় অনেক দেরিতে, যখন করার কিছু থাকে না। তাই বিপদ মোকাবেলায় এরা কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। আত্মরক্ষার আলস্য, চাটুকারিতায় বা অন্যের পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণই এদের ঠেলে দেয় বিপর্যয়ের ঘূর্ণাবর্তে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২২ সংখ্যা নির্দেশ করে এদের মধ্যে নিজেই নিজের সমস্যা সৃষ্টি করার প্রবণতা রয়েছে। আবেগ তাড়িত একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত এদের জন্য বিপদ ডেকে আনে। অথচ একটু বাস্তববাদী চিন্তা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে এ বিপদ সহজেই এড়ানো যায়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২২ সংখ্যা অপ্রত্যাশিত বিপদের ইঙ্গিত দেয়। বাধা আসবে, তবে দূরদৃষ্টির সাথে আগে থেকে তা মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকলে আপনি লাভবান হবেন। বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নিন। কল্পনার স্বর্গ থেকে দূরে থাকুন। চাটুকারদের এড়িয়ে চলুন। অন্যের পরামর্শে প্রভাবিত হবেন না। নিজস্ব বাস্তব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ আপনাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে। এটি সতর্কতা সূচক সংখ্যা।

সংখ্যা ২৩ : শিরোপা

শিরোপা ২৩ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা বন্ধুবৎসল, উদার, সাহসী, নৈতিক বল ও দূরদৃষ্টির অধিকারী। এরা বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল। বিপদে আপদে অন্যেরা সহযোগিতা ও বুদ্ধি পাওয়ার জন্যে এদের কাছে ছুটে আসে। অনেক সময়ই এরা বিরোধে মধ্যস্থতা করে। পদস্থদের আনুকূল্য ও প্রভাবশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের সাফল্যের পথ হয় সুগম।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২৩ সংখ্যা সৃষ্টি করে স্বার্থপরতা। এরা ধড়িবাজ ও অসহিষ্ণু। কিছুক্ষণের জন্যেও এরা ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধা মেনে নিতে চায় না। নিজের স্বার্থ সিদ্ধিতে এরা ওস্তাদ। স্বার্থ হাসিলে এরা যে-কোনো ছলাকলা, জালিয়াতি, নোংরামি ও নির্মমতার আশ্রয় নিতে পারে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২৩ সংখ্যা পরিকল্পনার সাফল্য নির্দেশ করে। আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞের উপদেশ, পদস্থদের আনুকূল্য ও প্রভাবশালীর পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সহজ হবে। ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্যে এটি অত্যন্ত শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ২৪ : কুমারী

কুমারী ২৪ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা বিনম্র ও সহানুভূতিশীল। অন্যের অনুভূতিকে এরা আহত করে না। নিজের কল্পনা ও মেধাকে এরা সমাজের সবার কল্যাণে নিয়োজিত করতে চায়। প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিচরণ করতেই এরা ভালবাসে। প্রেম এদের জীবনে প্রধান চালিকাশক্তি। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তেমনি এদের

প্রতিও বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ রয়েছে। এরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্ষমতাসীনদের সহজ সহায়তা লাভ করে। প্রেম ও বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্পর্ক দ্বারা লাভবান হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২৪ সংখ্যা নির্দেশ করে কর্তৃত্বপরায়ণতা। চারপাশের সবাইকে এরা এদের ইচ্ছার দাসে পরিণত করতে চায়। এরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটূক্তি করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে দেখা যেতে পারে ভণিতা। এরা প্রায় সময়ই অন্যের কাছে নিজের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দাবি করে। ফলে অন্যেরা এদের এড়িয়ে চলতে চায়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২৪ সংখ্যা পদস্থদের সহযোগিতা ও আনুকূল্য নির্দেশ করে। এ সময়ে প্রেম আপনার জীবনে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। আর বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আপনি লাভবান হতে পারেন। ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্যে এটিও অত্যন্ত শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ২৫ : সিন্দাবাদ

সিন্দাবাদ ২৫ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা অভিজ্ঞতাপুষ্ট প্রাণচঞ্চল। প্রথম আলাপে এদের মনে হতে পারে অলীক কল্পনার অনুসারী ও দুর্বোধ্য। এদের বক্তব্যের যথার্থতা ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। জীবন ও জগৎ, মানুষ ও পারিপার্শ্বিকতার পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এরা খ্যাতি, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করে। প্রাথমিক জীবনে পর্যবেক্ষণ, সংগ্রাম, সংঘাত ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই আসে অভিজ্ঞতা। এদের সাফল্য স্ব-অর্জিত।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২৫ সংখ্যা নির্দেশ করে ঝামেলাপ্রিয়তা। এরা ঝামেলা সৃষ্টি করে আনন্দ পায়। এদের মনোভাব ধ্বংসাত্মক। বিতর্ক ও বিরোধ সৃষ্টির জন্যে এরা অনেক সময় কূটকৌশল অবলম্বন করে। কেউ কেউ নিজের নাক কেটেও অন্যের যাত্রাভঙ্গ করতে চায়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২৫ সংখ্যা অগ্রগতি নির্দেশ করে। তবে এর জন্যে আপনাকে মূল্য দিতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছার আগে আপনাকে অতিক্রম করতে হবে অনেক চড়াই-উৎরাই। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে চলার পথ সুগম করার জন্যে আগেই পদক্ষেপ নিতে হবে। ভবিষ্যতের জন্যে এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ২৬ : মোমিন

মোমিন ২৬ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। জীবনের প্রতি রয়েছে এদের প্রবল উৎসাহ। এরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে চায়। বিশ্বাসের চশমা দিয়েই এরা দেখে সবকিছু। এরা রসিক ও মজলিশী। এরা অংশীদারি কাজ, সংগঠন বা আন্দোলনের সাথে গভীর বিশ্বাস নিয়ে জড়িয়ে পড়ে। এরা সাধারণত ভুল অনুমান বা অন্যের অসৎ উপদেশে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে বা ভুল সংগঠনে জড়িত হওয়ার কারণে এরা প্রায়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২৬ সংখ্যা নির্দেশ করে গীবত ও গুজবপ্রিয়তা। এরা গল্পচ্ছলে যে-কোনো কুৎসা সহজেই রটাতে পারে। গোপন তথ্য এরা গোপন রাখতে পারে না। বাচালের মতো বলতে ভালবাসে। এদের জীবনে গভীর উপলব্ধির অভাব প্রকট।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২৬ সংখ্যা অতি সতর্কতাসূচক। নতুন যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্ত সতর্কতা প্রয়োজন। এখন আপনার যাত্রাপথে আপনার বন্ধু ও সহযোগীদের মধ্যেই রয়েছে বর্ণচোরা বেইমান। সুযোগ পেলেই সে বেইমানি করে আপনার পিঠে ছুরি বসাবে। অংশীদারি ও ইউনিয়নের কাজে আপনার ক্ষতি হতে পারে। বিবেচনা, পুনর্বিবেচনা ও সতর্কতাই আপনাকে পরবর্তীতে সফল করতে পারে। এটি অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ২৭ : তাউস

তাউস ২৭ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা মৌলিক ও সৃজনশীল। ইনটুইশন ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে এদের। এদের অনেকেরই শৈল্পিক প্রতিভা রয়েছে। এরা সাধারণত সৃজনশীলতা ও মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করে। নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এরা বেশি সফল হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২৭ সংখ্যা নির্দেশ করে চিন্তার বন্ধ্যাত্ব। নতুন বা মৌলিক চিন্তা ভাবনায় এরা অক্ষম। এরা লোভী ও ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বেপরোয়া মনোভাব বা হঠকারিতা এদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২৭ সংখ্যা সুসময় নির্দেশ করে। উর্বর ভূমিতে ভালো বীজ বপন করা হয়েছে। তাই ফলন হবে উন্নত ও পর্যাপ্ত। আপনার ধ্যানধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সময় সমাগত। সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তি এখন ব্যাপকভাবে পুরস্কৃত হতে পারে। বিয়ে বা ঘর সংসার শুরুর জন্যে এটি সুসময়। এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ২৮ : দরিয়া

দরিয়া ২৮ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা যোগ্য ও গতিশীল। এদের বিচারবুদ্ধি ও অন্যকে চালানোর ক্ষমতা প্রবল। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এরা দৃঢ়। জীবন চলার পথে অভিজ্ঞতায় এদের জ্ঞান ভান্ডার হয় সমৃদ্ধ। কঠিন শ্রমের পথেই আসে এদের সাফল্য। তবে কোনো কোনো নদীর মতো এদের জীবনও ভীষণ এঁকেবেঁকে যায়। অনেক বাঁকের মাঝে জীবনও মজানদীর মতো গতিহীন হয়ে পড়ে। জীবন সংগ্রামে এদের বার বার নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হয়। এ সংখ্যা বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু সতর্কতার সাথে ভবিষ্যতের জন্যে আগাম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সব সম্ভাবনাই কর্পূরের মতো উড়ে যায়। অনেকটা মজানদীর মতো। এটি একটি বৈপরীত্যপূর্ণ সংখ্যা।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২৮ সংখ্যা নির্দেশ করে উচ্চাভিলাষ। এরা গর্বিত, উদ্ধত এবং কখনো কখনো চালিয়াত হতে পারে। এরা ক্ষমতা ও সাফল্য চায়। কিন্তু ধৈর্য, কৌশল ও ধারাবাহিকতার অভাবে এদের বার বার নতুন করে জীবন শুরু করতে হয়। মরীচিকার মতো সাফল্য এদের নাগালের বাইরে থাকে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ২৮ সংখ্যা অনিশ্চয়তা ও বৈপরীত্যপূর্ণ সময় নির্দেশ করে। মনে হতে পারে যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্যে চমৎকার কোনো সুযোগ এসেছে কিন্তু অতি সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ না নিলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এখন কোনো না কোনো ধরনের ক্ষতি হতে পারে আপনার। জীবনের এ পর্যায়ে সন্দেহজনক সবকিছুর ব্যাপারেই অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। ভবিষ্যতের জন্যে এটি শুভ সংখ্যা নয়।

সংখ্যা ২৯ : বনিতা

বনিতা ২৯ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা স্বাপ্নিক ও অস্থিরচিত্ত। প্রতিনিয়ত নতুন ধ্যানধারণা এদের মাথায় খেলা করে। কখনো কখনো এরা এদের স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিতে পারে। তবে সাধারণত এরা অনিশ্চয়তা, অপ্রত্যাশিত বিপদ, অবিশ্বস্ত বন্ধু ও বিপরীত লিঙ্গের নিকট থেকে দুঃখ পায় এবং প্রতারিত হয়। এরা সাধারণত লক্ষ্যে একাগ্র নয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ২৯ সংখ্যা আত্মপ্রকাশে অক্ষমতা নির্দেশ করে। এরা নিজেদের ধ্যানধারণা প্রকাশে প্রচন্ড বাধা বা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। অন্যের সাথে যোগাযোগে এদের সহজাত অনীহা রয়েছে। এরা কিছুটা সমাজ বিমুখ। অলীক কল্পনার মাঝেই এরা মুক্তির পথ খোঁজে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ২৯ সংখ্যা নির্দেশ করে সময় এখন অনিশ্চিত। মাথা ঠান্ডা ও চোখ কান খোলা রেখে কাজ করতে হবে। একাধিক বন্ধু স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তাদের ছলনা ও প্রতারণা আপনাকে হতাশ করতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের সাথে কোনো সম্পর্কও আপনার বিড়ম্বনা বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এটি একটি অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৩০ : আলিম

আলিম ৩০ সংখ্যার প্রতীক। এর প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানপিপাসু। ঐতিহ্য ও দর্শনের প্রতি এদের অনুরাগ রয়েছে। এটা বন্ধু ও পরিচিতদের চেয়ে জাতকের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের ইঙ্গিতবহ। এরা মানসিক স্তরে বিচরণ করতে চায়। এরা অনেক সময় পার্থিব সবকিছু পরিত্যাগ করে পারিপার্শ্বিকতার চাপে নয় বরং স্বেচ্ছায় নিজেকে গুটিয়ে নেয়। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিই এদের জীবনে প্রাধান্য পায়। জীবনে এদের বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে। আবার জীবন সম্পর্কে এদের ব্যাপক অনীহাও দেখা দেয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩০ সংখ্যা এক ধরনের উন্নাসিকতার জন্ম দেয়। এরা যেমন আত্মগর্বী, তেমনি এদের মধ্যে থাকে জ্ঞান ও আভিজাত্যের মিথ্যা দম্ভ। গরীব আত্মীয়দের প্রতি অবজ্ঞা ও ধনী আত্মীয়দের প্রতি তোষামোদে এরা হয় অভ্যস্ত।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩০ সংখ্যা নির্দেশ করে নতুন পদক্ষেপ নেয়ার সময়। আপনার নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করুন। পুরনো কোনো সমস্যাও আপনি বুদ্ধিবলে সমাধান করতে পারবেন। এ সংখ্যা বিশেষ শুভও নয় আবার অশুভও নয়। সবই নির্ভর করবে আপনার পদক্ষেপের ওপর।

সংখ্যা ৩১ : বৈরাগী

বৈরাগী ৩১ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সচেতন ও শিক্ষিত। সব ব্যাপারেই এদের জ্ঞান আছে। কখন কী করতে হয় তাও এদের জানা। যে-কোনো ব্যাপারে অন্যকে সুপরামর্শ দিতে এরা কখনো পিছপা হয় না। তবে মানুষের ওপর এদের আস্থা কম। এদের জীবনে উদ্যমের অভাব থাকে। এরা অনেকটা আত্মসমাহিত। বন্ধুদের সাথেও এদের থাকে একটা দূরত্ব। নিজের একান্ত ভুবনে এরা আসলেই একা।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩১ সংখ্যা নির্দেশ করে জ্ঞানের গভীরতার অভাব। এদের ওপরে ওপরে মনে হবে অনেক কিছু জানে। ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেই বোঝা যাবে এদের জ্ঞান কত ফাঁপা, কত অসার! এরা স্বার্থপর। শুধু নিজেরটা নিয়েই ভাবে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩১ সংখ্যা নির্দেশ করে অনিশ্চয়তা। পরিস্থিতি বুঝতে সময় নিন। ধীরে ধীরে জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করুন। বন্ধুদের কারণে আপনার ক্ষতি হতে পারে। তাই বলে নিজেকে আলাদা করে ফেলবেন না। শত্রু-মিত্র বিচারে আপনার সহজাত বিচক্ষণতা প্রয়োগ করুন। ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে বৈষয়িক বিচারে সংখ্যাটি শুভ নয়।

সংখ্যা ৩২ : কুরসি

কুরসি ৩২ সংখ্যার প্রতীক। এটি জনগণ ও জাতির সাথে জড়িত। খ্যাতি ও স্বীকৃতি সুপ্ত রয়েছে এ সংখ্যায়। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা পরিতৃপ্তি পেতে চায়। আর্থিক লাভের চেয়ে কাজের পরিতৃপ্তি ও স্বীকৃতিই এদের জীবনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে কঠিন শ্রম ও সাধনার পথেই আসে সাফল্য ও আত্মতৃপ্তি। এদের নিজের মতে অটল থাকতে হয়। অন্যদের বোকামি ও হঠকারিতায় পরিকল্পনা যাতে ভন্ডুল না হয়ে যায়, সেদিকে রাখতে হয় সতর্ক দৃষ্টি।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩২ সংখ্যা নির্দেশ করে কাল্পনিক ভয়। এরা সবসময় ভাবে অন্যেরা এদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। সামনের বাঁকেই হয়তো কেউ ছোরা নিয়ে অপেক্ষা করছে আঘাত করার জন্যে। সবকিছু ভালোভাবে চললেও কখন দুর্যোগ আসে, এই টেনশনে এরা এদের জীবনের আনন্দ মাটি করে দেয়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩২ সংখ্যা শুভ সময় নির্দেশ করে। আপনি নিজেকে বিজয়ী মনে করবেন। কারণ আপনার গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। ব্যক্তিগত কোনো সুখবরও আপনি প্রত্যাশা করতে

পারেন। বিরোধীদের সাথে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে এ সময় তাদের কৌশলে প্রভাবিত করে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করুন। এটি একটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৩৩ : ললিতা

ললিতা ৩৩ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সৌন্দর্যপ্রিয় ও সহানুভূতিশীল। সহানুভূতির আবেগ এদের জীবনের অনেক কিছুকে ভাসিয়ে নিতে পারে। সাহসী ও দৃঢ়চেতা হলেই এদের জীবনে সাফল্য আসে। এদের জীবনপথ কণ্টকাকীর্ণ। অনেকেই এদের লক্ষ্যচ্যুত করতে চায়। অনেক কিছুই এদের ভুল হয়ে যায়। অনেক বাধা আসে। তবে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে পারলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। বিপরীত লিঙ্গের মাধ্যমে এরা লাভবান হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩৩ সংখ্যা নির্দেশ করে ভীরুতা ও দোদুল্যমানতা। এরা সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায়, দেরি করে। এর ফলে অনেক সুযোগ হারায়। এরা সাহসে ভর করে যুদ্ধ করার চেয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে অভ্যস্ত।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩৩ সংখ্যা নির্দেশ করে ব্যস্ত সময়। আপনাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হতে পারে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে চাপতে পারে। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আপনাকে কিছুটা আত্মত্যাগ করতে হবে। তবে আপনার সাহস ও ধৈর্য আপনাকে পুরস্কৃত করবে। আর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিপরীত লিঙ্গের সহযোগিতা পাবেন। ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৩৪ : মুসাফির

মুসাফির ৩৪ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা পর্যবেক্ষণ করতে চায়, বুঝতে চায়। এদের জীবনের সাথে ভ্রমণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ সংখ্যা সুপ্রসন্ন ভাগ্য ও সরাসরি সাফল্য নির্দেশ না করলেও সাফল্যের সুযোগ এনে দেয়। সুযোগ কাজে লাগানোর ওপরই নির্ভর করে সাফল্য। এটি ক্রমিক বিবর্তন ও অগ্রগতির সংখ্যা।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩৪ সংখ্যা নির্দেশ করে ভবঘুরে জীবন। স্থিরতার অভাব থাকে এদের জীবনে। এরা অতিরিক্ত আগ্রহ ও মেধার অধিকারী হলেও সাধারণ জ্ঞানের অভাব এদের মধ্যে প্রকট। আবার একসাথে অনেক কিছু করতে গিয়েও জীবনের খেই হারিয়ে ফেলে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩৪ সংখ্যা নির্দেশ করে কর্মমুখর সময়। ভ্রমণ ও যোগাযোগ প্রাধান্য পাবে। নতুন মানুষ ও নতুন ধ্যান ধারণার সাথে পরিচিত হবেন আপনি। অনেক দিন ধরে আটকে থাকা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাপ্তির পথে এগোতে পারে। তেমনি হাতে আসতে পারে নতুন কোনো কাজ। ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৩৫ : মশাল

মশাল ৩৫ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা মূলত সরল। এরা সরলভাবে বিশ্বাস করে। এরা সবাইকে নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চায়। তাই এরা সহজেই যৌথ ও সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। ইউনিয়ন বা আন্দোলনে এরা

সহজেই পুরোভাগে চলে আসে। আর সরল বিশ্বাসের জন্যে এরা সহজেই অন্যের বেইমানি ও হঠকারিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরা ভালোটাই দেখে, অন্যের কদর্য দিকের সন্ধান পায় খুব কম। যখন সন্ধান পায়, তখন আর কিছু করার থাকে না।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩৫ সংখ্যা নির্দেশ করে সংকীর্ণতা। অবিশ্বাস এদের জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়। দূরদৃষ্টির অভাব, সন্দেহ ও সংশয় এদের জীবনে বড় কিছু করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩৫ সংখ্যা সংকট নির্দেশ করে। আপনাকে এখন শুধু নিজের ওপর নির্ভর করে অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। অংশীদার, বন্ধু ও সহকর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতায় আপনার ক্ষতি হতে পারে। জুয়া বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। আপনার যে-কোনো পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। এটি অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৩৬ : আমামা

আমামা ৩৬ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা উদ্ভাবক ও সৃজনশীল। বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করে এরা সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। এদের সমমর্মিতাবোধ প্রবল। অন্যের সমস্যা সহজে বোঝে। বিপদগ্রস্তদের উপকারে লাগানোর মতো বুদ্ধি, সহানুভূতি ও সময় এদের রয়েছে। জীবন যুদ্ধে এরা সাহসী সৈনিক। যে-কোনো বাধা অকুতোভয়ে মোকাবেলার মাধ্যমে এরা সাফল্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩৬ সংখ্যা চাতুর্য ও প্রতারণা নির্দেশ করে। এরা প্রয়োগ করে মিথ্যাচার। এরা এত বেশি মিথ্যা বলে যে, নিজেরাও মনে রাখতে পারে না কখন কী বলেছে। অনেক সময় অন্যদের অহেতুক বিভ্রান্ত করে। পরিশেষে এরা নিজের মিথ্যার জালে নিজেই আটকা পড়ে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩৬ সংখ্যা সফল সময় নির্দেশ করে। এখন ছোটখাটো সমস্যা আসতে পারে। অর্পিত হতে পারে অতিরিক্ত দায়িত্ব। কিন্তু শিগগিরই তা সুদে আসলে ফেরত পাবেন। শরীরও আপনার ভালো থাকবে। তাই সৃজনশীল ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হোন। এখন সহজেই সাফল্যের পথে এগোবেন। এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৩৭ : উজির

উজির ৩৭ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সহজাতভাবেই কূটনীতিক। অন্যকে প্রভাবিত করে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এরা দক্ষ। মানসিক সজীবতা ও বাকচাতুর্যে এরা যে-কোনো বিরূপ পরিস্থিতিকেও নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে। বিপরীত লিঙ্গকে এরা প্রভাবিত করে খুব সহজেই। এদের প্রতি বিপরীত লিঙ্গেরও থাকে একটা সহজ আকর্ষণ। সহজাত আকর্ষণী ক্ষমতার জন্যে এরা সহজেই সাফল্য, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে। এটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শক্তিশালী সংখ্যা।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩৭ সংখ্যা নির্দেশ করে সততার অভাব। এদের মধ্যে নৈতিক চেতনা একেবারেই অনুপস্থিত। অসততা ও বেইমানি দ্বারা এরা নিজের ধ্বংস ডেকে আনে এবং এদের সাথে জড়িতদেরও বিপদগ্রস্ত করে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩৭ সংখ্যা সহজ সময় নির্দেশ করে। সকল ধরনের অংশীদারি কাজকর্ম এখন সহজ হবে। কোনো বন্ধু আপনার বেশ উপকারে আসতে পারে। ব্যবসায়ে অংশীদারের সাথে পুরনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে এখন তার অবসান হবে। গভীর প্রেম এবং প্রেমকে বিয়েতে রূপান্তরিত করার জন্যে সময় এখন অনুকূলে। প্রেমে সাফল্যের জন্যে এটি অত্যন্ত শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৩৮ : বলাকা

বলাকা ৩৮ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা বিচরণ করে কল্পনার রাজ্যে। মনে হতে পারে এরা যেন অন্য জগতের বাসিন্দা। এরা অনুভূতিপ্রবণ। এদের ইনটুইশন প্রবল। অনেকের রয়েছে মৌলিক শৈল্পিক মেধা। তবে পারিপার্শ্বিকতা ও বন্ধুবান্ধব দ্বারা এরা সহজেই প্রভাবিত হয়। তাই বন্ধু ও বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা এরা সহজেই প্রতারিত হয়, দুঃখ পায়, অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়ে। অস্থিরতা এদের বৈষয়িক সাফল্যের অন্তরায়। তবে জীবনের ছোটখাটো আনন্দের মাঝেও এরা সুখ খুঁজে পায়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩৮ সংখ্যা নির্দেশ করে বাস্তবতার ছোঁয়া বর্জিত কল্পনা বিলাস। এরা অস্থির স্বপ্নচারী। বাস্তব জীবনে এদের ওপর কোনো দায়িত্ব দিয়ে নির্ভর করা যায় না।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩৮ সংখ্যা নির্দেশ করে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। আপনি যা ভাবছেন, আসল অবস্থা তার বিপরীত হতে পারে। অপ্রত্যাশিত বিপদ আপনার আশাভঙ্গের কারণ হতে পারে। আর্থিক প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ভবিষ্যতের জন্যে এটি অত্যন্ত সতর্কতা সূচক সংখ্যা।

সংখ্যা ৩৯ : বাবু

বাবু ৩৯ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা ভদ্র ও মার্জিত। সৌন্দর্য, শিল্প ও আরাম-আয়েশে পরিবেষ্টিত থাকতে এরা ভালবাসে। এরা বুদ্ধিমান। সুন্দর, দামি পোশাক ও বেশভূষার প্রতি এদের রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ। এরা সামাজিক আর নিজের সামাজিক প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় সবসময়ই তৎপর। এদের মধ্যে এক ধরনের উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে। তাই নিজস্ব পন্থায় এরা সফল হতে পারে। আবার অনীহাবশত নিজেকে গুটিয়েও নিতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৩৯ সংখ্যা নির্দেশ করে অসার বাবুগিরি। ভদ্রতা ও আচার-আচরণের ব্যাপারে এরা হয় অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, হয় অতিবিলাসী ও ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ। খান্দানের ভুয়া আভিজাত্যে এরা নিজেরাই একঘেয়ে ও বিরক্তিকর ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৩৯ সংখ্যা নির্দেশ করে নিজস্ব উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগের সময় এসেছে। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা কাজে লাগিয়ে আপনি এখন পুরনো সমস্যা সমাধান করতে পারেন। নতুন অগ্রগতি হতে পারে। বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করবে আপনার সাফল্য বা ব্যর্থতা। ভবিষ্যতের জন্যে সংখ্যা হিসেবে এটি একটি নিরপেক্ষ সংখ্যা।

সংখ্যা ৪০ : শেরপা

শেরপা ৪০ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা দুর্গম পথে যাত্রা করতে জানে। এদের জীবনে কোনো কিছুই সহজে আসে না। অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির আনুকূল্য এরা পায় না। পরিচিতরা এদেরকে ভুল বোঝে। তাই অগ্রগতির প্রতিটি ধাপই এদের কষ্ট করে এগোতে হয়। এদের মূলমন্ত্র হলো, সত্যিকারের পর্বতারোহী শুধু এগোতেই জানে না, সে জানে কখন বিশ্রাম নিতে হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪০ সংখ্যা নির্দেশ করে জালিয়াতি, প্রতারণা। এদের অনেকেই সুচতুর, প্রতারণায় দক্ষ। পরিণামে এরা স্ক্যান্ডাল ও মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৪০ সংখ্যা নির্দেশ করে এখন প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়ার আগে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যের ওপর নির্ভর করা যাবে না। ধীরে সুস্থে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে। পরিকল্পিত কাজে অন্যের সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা এখন খুবই কম। বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সংখ্যাটি অশুভ।

সংখ্যা ৪১ : রাবিতা

রাবিতা ৪১ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা প্রাণপ্রবাহে পরিপূর্ণ। এরা মানসিক ও দৈহিক শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায়। প্রয়োজনীয় কাজের মাঝেই এদের মেধার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটে। অলস সময় কাটাতে এরা মোটেই অভ্যস্ত নয়। এরা সবসময় পরিচয় ও কর্মপরিধি বাড়াতে চায়। প্রাথমিকভাবে প্রিয়জন বা পরিবার পরিজনের কল্যাণ চিন্তায় এদের উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত হলেও এরা ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর জনসমষ্টির সাথে জড়িয়ে পড়ে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪১ সংখ্যা নির্দেশ করে বন্ধ্যাত্ব। কাজের প্রতি, জীবনের প্রতি এদের আগ্রহ কম। অলস গালগল্পে এরা সময় কাটাতে চায়। কোনো কাজে হাত দিলেও মাঝপথে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কোনো সম্পর্ক এরা বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারে না।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৪১ সংখ্যা সুখী সময় নির্দেশ করে। তবে অন্যের বোকামির ফলে আপনি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। নিজের ওপর আপনি যথেষ্ট আস্থা পাবেন। চাকরি বা বাসস্থান পরিবর্তন বা বিয়ের ব্যাপারে আপনার উদ্যোগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ভবিষ্যতের জন্যে এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৪২ : পায়রা

পায়রা ৪২ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সৎ ও বিশ্বস্ত। এদের ব্যক্তিগত আকর্ষণীয় ক্ষমতা প্রবল। এরা সুন্দরকে ভালবাসে। শান্তি চায়। জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চায়। যে-কোনো বিরোধে এরা দুই পক্ষের যুক্তি বুঝতে পারে, তেমনি বুদ্ধিমত্তার সাথে দুই পক্ষকেই তা বোঝাতে পারে। তাই এরা সহজাত মধ্যস্থতাকারী। প্রেম ও বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্পর্কে এরা সবসময় লাভবান হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪২ সংখ্যা অতৃপ্তি নির্দেশ করে। এরা হতে পারে দায়িত্বহীন, ঈর্ষা পরায়ণ, বিশ্বাসভঙ্গকারী। এরা বেফাঁস কথা বলায় অভ্যস্ত। ব্যক্তিগত জীবনে এরা সাধারণত সুখী। একাধিক বিয়ে এদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৪২ সংখ্যা নির্দেশ করে সাফল্য। নতুন কাজে হাত দেয়ার সময় এসেছে। অন্যের সহযোগিতা ও আনুকূল্য লাভ আপনার পরিকল্পনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্ল্যামার বা চাকচিক্য দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। ভবিষ্যতের জন্যে এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৪৩ : দামামা

দামামা ৪৩ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা ন্যায় অনুরাগী। অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। কারো ক্ষতি করার কোনো অভিলাষ এদের মনে কখনো স্থান পায় না। সাধারণত এদের শৈশব কাটে সমস্যামুক্ত। সহজ ও আয়েশি জীবনের প্রতি এরা দুর্বল। কিন্তু জীবনের কোনো একটা পর্যায়ে এসে এরা বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সংখ্যা বিরোধ, সংঘাত, বিক্ষোভ, অভ্যুত্থান, যুদ্ধ ও যুদ্ধে ব্যর্থতার ইঙ্গিতবহ।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪৩ সংখ্যা নির্দেশ করে চরিত্রহীনতা। এরা স্বার্থপর, আত্মসুখপরায়ণ ও কামুক। অতিভোজন ও পানাহারে অভ্যস্ত। কেউ কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়তে পারে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ৪৩ সংখ্যা বিপদ নির্দেশ করে। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। গায়ে পড়ে কেউ আপনার সাথে ঝগড়া বাধাতে পারে বা আইনগত কোনো জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। হঠাৎ বিরোধ ও আকস্মিক শত্রুতা মোকাবেলায় আগে থেকেই সতর্ক পরিকল্পনা নিতে হবে। ভবিষ্যতের জন্যে এটি অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৪৪ : হাকিম

হাকিম ৪৪ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা সহজ সরল। শান্তি ও সুবিচারের অন্বেষা এদের সহজাত। অন্যদের এরা নিজের মতো ভাবে। এই ভাবনা থেকে এরা সহজে অপাত্রে আস্থা স্থাপন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুবিচারের আশায় সংগ্রামে নেমে নিজেকে দেখতে পায় একেবারেই একা। অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ সংখ্যায়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪৪ সংখ্যা নির্দেশ করে অবিচার ও দুর্ভাগ্য। এরা সহজেই দুশ্চিন্তা ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমস্যা ও বাধার নিগড়ে এরা হয় বন্দি। সুন্দর সুযোগ পেলেও অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে এরা সুযোগ হারায়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৪৪ সংখ্যা নির্দেশ করে উত্তরণকাল। এখন সময় এসেছে সবকিছু পুনর্বিবেচনার। অতীত থেকে আপনাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তাড়াহুড়ো করে কোনো কিছু করতে যাবেন না। যে-কোনো যৌথ কাজে সতর্ক থাকুন। ভবিষ্যতের জন্যে এটি সতর্কতা সূচক সংখ্যা।

সংখ্যা ৪৫ : শাহীন

শাহীন ৪৫ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা দৃঢ়চেতা ও আগাম পরিকল্পনাকারী। সাহস, সৃজনশীলতা ও বাস্তবতার এক সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে এখানে। এদের উপস্থিত বুদ্ধি প্রবল। কঠিন বা অপ্রত্যাশিত যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় এরা দক্ষ। যে-কোনো সংকট মোকাবেলায় এদের ওপরে সহজেই নির্ভর করা যায়। বুদ্ধি, সাহস ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা এদের সাফল্যে ভূষিত করে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪৫ সংখ্যা নির্দেশ করে হঠকারিতা। এরা মূলত অমিতাচারী। এরা যেমন হঠাৎ রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হতে পারে, তেমনি ভোগে লিপ্ত হয়ে নিজের স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ৪৫ সংখ্যা নির্দেশ করে সময় এসেছে ফসল তোলার। ইতঃপূর্বে আপনি যে পরিশ্রম করেছেন, তার সুফল এখন আপনার দ্বারে সমাগত। কাজের সুফল ভোগ করুন। ভবিষ্যতের জন্যে নিন নতুন পরিকল্পনা। এটি অত্যন্ত শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৪৬ : লিডার

লিডার ৪৬ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা বলিষ্ঠ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার সহজাত গুণ রয়েছে এদের। অন্যকে বিশেষত বিপরীত লিঙ্গকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এদের রয়েছে। এরা জীবনের কাছে কী চায়, তা এরা জানে। আর তাই তা পায়। তাছাড়া সাফল্যের ফল আপনজনদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতেও কোনো দ্বিধা এদের নেই। এটি প্রেমে সাফল্যের সংখ্যা।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪৬ সংখ্যা নির্দেশ করে আত্মম্ভরিতা। এরা ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে অতীতে বিচরণ করতে চায়। কী ছিলাম, পূর্বপুরুষ কী ছিল এই এদের চিন্তা। জীবনের গতির সাথে এরা তাল মেলাতে ব্যর্থ।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্ষেত্রে ৪৬ সংখ্যা নির্দেশ করে ফল লাভের সময়। অতীতের কোনো কাজের পুরস্কার এখন আপনি পাবেন। পুরনো কোনো ধারণা এখন নতুন রূপ লাভ

করতে পারে। যৌথ ও অংশীদারী কাজের জন্যে সময় এখন শুভ। আর যে-কোনো সমস্যা মোকাবেলায় কর্তৃত্বপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে আপসমূলক মনোভাব হবে বেশি লাভজনক। বিয়ের জন্যেও এখন সুসময়। এটি একটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৪৭ : কাসেদ

কাসেদ ৪৭ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা মেধাবী। এরা কল্পনাপ্রবণ হলেও অনেক বিষয় সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। এদের অনেক বাধা ও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। একের পর এক ঝড় এদের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে উদ্যত হয়। অন্যদের কাছে ভীতিকর অবস্থাও এরা সহজে মোকাবেলা করে। তবে বিশ্বস্ত বন্ধু ও বিপরীত লিঙ্গের দ্বারাই এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪৭ সংখ্যা নির্দেশ করে কল্পলোকে বিচরণ। এরা রঙিন চশমা দিয়ে সবকিছু দেখে। কোনো কিছুকেই এরা স্বরূপে দেখতে চায় না। কল্পনা ও ফ্যান্টাসির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। এদের জগতে জরা, ব্যাধি, দুঃখ, কষ্ট কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৪৭ সংখ্যা অপ্রত্যাশিত বিপদ ও অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দেয়। আপনার সামনে একাধিক প্রস্তাব উপস্থিত হতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কঠিন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। আপনি আসলে কী চান, তাও আপনাকে ভালোভাবে ভেবে দেখতে হবে। বিপরীত লিঙ্গের সাথে কোনো লেনদেন এড়িয়ে চলুন। ভবিষ্যতের জন্যে এটি অশুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৪৮ : হাতেম

হাতেম ৪৮ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা মার্জিত ও বিনয়ী। এদের জীবনের সবকিছুর মাঝেই রয়েছে সুন্দর সমন্বয়। এই সমন্বিত ও সুস্থ জীবন অন্যদের প্রেরণার উৎস। এদের উষ্ণ হৃদয় বন্ধুত্বের ছটায় উজ্জ্বল। এদের চেতনার স্তর উন্নত। অন্যের জন্যে বা দায়িত্বের খাতিরে এরা নীরবে নিজেকে বিসর্জন দিতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪৮ সংখ্যা নিজের জন্যে ক্ষতিকর ভদ্রতা ও বিনয় নির্দেশ করে। এরা কাউকে না বলতে পারে না। অন্যেরাও এ সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে। প্রয়োজনের মুহূর্তে না বলার অক্ষমতা এদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদের অনেকেই আবার ফালতু বাবুগিরিতে অভ্যস্ত।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৪৮ সংখ্যা সুসময়ের ইঙ্গিত দেয়। আপনার মনে হতে পারে কোনো বাধাই এখন বাধা নয়। সবকিছু এখন খুব সহজে হবে। তাই বলে পুরোপুরি মূল্যায়ন না করে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। কারণ পরবর্তী সময়ে এ থেকে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এটি একটি নিরক্ষেপ সংখ্যা। এখানে জাতকের ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করে।

সংখ্যা ৪৯ : আউল

আউল ৪৯ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকার মধ্যে রয়েছে দিগন্তের তৃষ্ণা। বৈষয়িক ও দৈহিক আনন্দের চেয়েও এরা জীবনের কাছে বেশি কিছু চায়। তাই এরা আকৃষ্ট হয় সৃজনশীলতা ও দর্শনের প্রতি। কেউ কেউ ডুবে

যেতে পারে আধ্যাত্মিকতার অতলান্ত সাগরে। এরা অত্যন্ত সংবেদনশীল। জীবনের উচ্চতর উপলব্ধির জগতেই বিরাজ করতে চায়। এটি একটি অপার্থিব সংখ্যা।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৪৯ সংখ্যা নির্দেশ করে মানসিক স্থিরতার অভাব। চিন্তা-ভাবনা বা কল্পনার জগতে অবস্থান করলে এরা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে চলে যায়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি ও কটাক্ষে পরিচিতদের অতিষ্ঠ করে তোলে। নিজের জীবন সম্পর্কে অতৃপ্তি এদের হতাশায় নিমজ্জিত করে। তখন এদের খুশি করা খুবই কঠিন।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৪৯ সংখ্যা এক অতৃপ্ত সময়ের ইঙ্গিত দেয়। পুরনো প্রেম বা সম্পর্কের আবেদন হারিয়ে ফেলতে পারে। আপনি ছুটে যেতে পারেন নতুনের অন্বেষায়। নতুন অভিজ্ঞতা আপনাকে দূর ভবিষ্যতে পুরস্কৃত করবে। তবে খুব শিগগিরই সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। বৈষয়িক সাফল্যের জন্যে সংখ্যাটি শুভ নয়।

সংখ্যা ৫০ : আমলা

আমলা ৫০ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা যোগাযোগ ও জনসংযোগে দক্ষ। কোনো কিছুর অভাব বোধ করলে তা এরা দ্রুত জোগাড় করে ফেলে। আরাম-আয়েশ, নিরাপত্তা ও কর্তৃত্ব সবই আসে এদের জীবনে। প্রচুর পার্থিব সাফল্য এলেও এদের হৃদয়ের একটা কোণ থাকে অতৃপ্ত। প্রেম ও আবেগের সাথে জড়িয়ে থাকে কোনো দুঃখ। তবে সামাজিক সাফল্যের জোয়ারে ব্যক্তি জীবনের এ দুঃখ চাপা পড়ে যেতে পারে।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৫০ সংখ্যা নির্দেশ করে সামাজিক; সুযোগসন্ধানী। এরা ওপরে ওঠার জন্যে যে কাউকে মই হিসেবে ব্যবহার করে। ওপরে উঠে এরা সে মই আলগোছে ফেলে দেয়। ছলেবলে, কৌশলে এরা স্বার্থ হাসিল করতে দ্বিধা করে না।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৫০ সংখ্যা শুভ পরিবর্তনের সূচনা নির্দেশ করে। এখন সামাজিক ব্যস্ততা বাড়বে। আপনার যোগাযোগ ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর চমৎকার সুযোগ পাবেন। পেশা বা পরিবেশের যেমন পরিবর্তন হতে পারে, তেমনি নতুন কোনো সম্পর্ক সুদৃঢ় হতে পারে। ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্যে এটি শুভ সংখ্যা।

সংখ্যা ৫১ : সিপাহী

সিপাহী ৫১ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা জাত সৈনিক। এরা সাহসের সাথে যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। জীবন-মৃত্যুর যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে অনায়াসে। এরা শুধু অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে না, জানে কখন অস্ত্র সম্বরণ করতে হয়। যে-কোনো পেশায় এরা দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। এরা সহজাত নেতা। কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় অন্যদের সহজেই উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সেনাবাহিনী, সার্জারি, আইন ও আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্যে এটি শুভ স্যংখ্যা। একই সাথে শত্রুতা, বিপদ ও ঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কার অভিব্যক্তি রয়েছে এ সংখ্যায়।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে **৫১** সংখ্যা নির্দেশ করে নিষ্ঠুরতা। এরা অন্যকে কষ্ট দিয়ে পাশবিক আনন্দ পায়। কিন্তু শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে এরা কাপুরুষে পরিণত হয়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে **৫১** সংখ্যা বিপদ সংকুল সময় নির্দেশ করে। আপনি কোনো প্রশাসনিক বা আইনগত ঝামেলার সম্মুখীন হতে পারেন। কোনো শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আপনাকে সাহস ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। যুদ্ধ শেষে আপনি বিজয়ী হবেন। ভবিষ্যতের জন্যে এটি একটি সতর্কতাসূচক সংখ্যা।

সংখ্যা ৫২ : ফানাহ
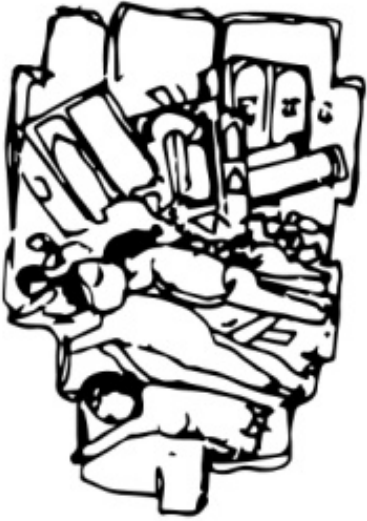
ফানাহ ৫২ সংখ্যার প্রতীক। এর স্থায়ী প্রভাবাধীন জাতক/জাতিকা বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান। এরা জীবনে চলার পথে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তবে এদের জীবন চলার পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বিপদসংকুল। এদের বিপদ আসে চারদিক থেকে। একটু অসতর্ক পদক্ষেপ এদের জীবনকে পুরোপুরি ব্যর্থ করে দেয়। যে-কোনো বিরোধ সংঘাতে সাধারণত এরা নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না, পারে না কুশলী পদক্ষেপ নিতে। দ্বন্দ্ব সংঘাত ব্যর্থতা ধ্বংস ও ফানাহ এর প্রতীক এ সংখ্যা।

নেতিবাচক : নেতিবাচক প্রভাবে ৫২ সংখ্যা নির্দেশ করে মানসিক শক্তির অভাব। এরা শেষ মুহূর্তে উদ্যম হারিয়ে ফেলে। তাই সাফল্য হাতের কাছে এসেও হাতছাড়া হয়ে যায়। বদমেজাজের কারণে এরা অসংখ্য শত্রু তৈরি করে। আর ধৈর্যের অভাবে এদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে ৫২ সংখ্যা নির্দেশ করে অপ্রত্যাশিত বিরোধ, বাধা ও বিপদ। আপাতত লাভজনক মনে হলেও সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। যে-কোনো নতুন কাজে হাত দেয়ার আগে সম্ভাব্য আকস্মিক বিপদ মোকাবেলায় আগাম পদক্ষেপ নিন। আর্থিক বিনিয়োগ এখন না করাই ভালো। ভবিষ্যতের জন্যে এটি একটি অশুভ সংখ্যা।

আপনাকে মনে রাখতে হবে, ট্যারট কার্ডের ৫২টি সংখ্যা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত ভাষা নয়; এর বক্তব্যের নিগূঢ় তত্ত্ব আপনি যত বেশি উপলব্ধি করতে পারবেন, সংখ্যার রহস্য আপনার কাছে তত বেশি উদ্ভাসিত হবে। আপনি কার্ড ও সংখ্যাগুলো নিয়ে যত ভাববেন ততই এর পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অন্তর্নিহিত বাণী আপনি বুঝতে পারবেন মাতৃভাষার মতো। পার্থিব জীবনে সাফল্যের পথ বের করা তখন আপনার জন্যে হবে সহজ।